

যগযায়িলে জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

ফাযায়িলে জিহাদ

ফাযায়িলে জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সম্পাদনা

মনযূর আহমাদ

আবাবীল পাবলিকেশন্স

ফাযায়িলে জিহাদ

মাওলানা মাসউদ আযহার

অনুবাদ

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

সম্পাদনা

মনযূর আহমাদ

প্রকাশক

মাওলানা আবদুল করীম

চেয়ারম্যান, আবাবীল পাবলিকেশন্স

১৩/১, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর-২০০২

(সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)

কম্পিউটার মেকআপ

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

আশ্-শামস্ কম্পিউটার

মুদ্রণ

কালার সিটি

গ্রাফিক্স

কালার ক্রিয়েশন

মূল্য : পঁয়ষাট্টি টাকা মাত্র

FAJAELE JEHAD BY MAULANA MAS-UD AJHAR. PUBLISHED BY
MAULANA ABDUL KARIM, ABABIL PUBLICATIONS, 13/1,
KARKONBARI LANE, DHAKA-1100. 1ST EDITION : OCTOBER 2002

PRICE : TAKA 65.00 ONLY

প্রকাশকের কথা

উর্দূভাষী স্বনামখ্যাত মজলুম মুজাহিদ মাওলানা মাসউদ আযহার রচিত জিহাদ বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘ফাযায়িলে জিহাদ’ অন্যতম। তিনি জিহাদের ফযীলত বিষয়ক সহীহ বুখারীর চল্লিশটি হাদীস, সেগুলোর তরজমা ও সরল-সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিয়ে বইটি রচনা করেছেন।

জিহাদ ইসলামের শিখরচূড়া, দ্বীন, ঈমান ও মুসলিম মিল্লাতের রক্ষাকবচ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে অস্ত্রহাতে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং শত যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কোন সাহাবী জিহাদ না করে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। জিহাদ ছাড়া ইসলাম ও মুসলিম জাতির অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

পবিত্র কুরআনের পাতায় পাতায় জিহাদের আলোচনা রয়েছে। বিজ্ঞজনদের মতে, কুরআনে জিহাদ বিষয়ে যে পরিমাণ আলোচনা রয়েছে, সে পরিমাণ আলোচনা অন্য কোন বিষয়ে নেই। কুরআনের কোন কোন সূরা পুরোটােই জিহাদের বিধি-বিধান, ফাযায়িল ও জিহাদ ত্যাগ করার পরিণতির বিবরণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের একটি সূরার নাম-ই রেখেছেন ‘সূরাতুল কিতাল’। কিতাল অর্থ যুদ্ধ। এ কারণে যেসব মুসলমান কুরআন বুঝেন, কুরআনের মর্ম অনুধাবন করেন, দুনিয়ার কোন শক্তি তাদেরকে জিহাদের আমল থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। ইসলামে জিহাদের সমান মর্যাদার অন্য কোন আমল নেই।

মাওলানা মাসউদ আযহার সেই জিহাদের ফযীলত নিয়ে রচনা করেছেন এ বইটি। আমরা সহজ-সরল সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বইটি বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। আশা করি, মহান আল্লাহ বইটি কবুল করবেন। যাদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হল, আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

বিনীত

মাওলানা আবদুল করীম

চেয়ারম্যান, আবাবিল পাবলিকেশন্স

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

| | |
|---|----|
| জিহাদের সমান মর্যাদাপূর্ণ অন্য কোন আমল নেই | ১১ |
| মুজাহিদ সকলের চেয়ে উত্তম | ১৪ |
| মুজাহিদের মর্যাদা | ১৭ |
| শহীদের ভবন | ১৯ |
| দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম বস্তু | ২৫ |
| প্রিয়নবী (সাঃ)-এর আকাঙ্ক্ষা ও শাহাদাত | ২৮ |
| অধিক সাওয়াবের ক্ষুদ্র আমল | ৩১ |
| ফেরদাউসে আ'লায় শহীদের স্থান | ৩৩ |
| জিহাদের পবিত্র ধুলা | ৩৫ |
| পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা | ৩৭ |
| জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে | ৩৯ |
| জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করা | ৪১ |
| কাপুরুষতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা | ৪৪ |
| জিহাদের বরকতে দু'জনই জান্নাতে | ৪৭ |
| মুজাহিদের রোযা | ৪৯ |
| জান্নাতের প্রতিটি দরজা থেকে আহ্বান | ৫০ |
| মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা এবং তার অবর্তমানে | |
| তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করার প্রতিদান | ৫০ |
| জিহাদে সম্পদ ব্যয় না করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে | |
| নিষ্কেপ করা সমান কথা | ৫১ |
| সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা | ৫৩ |
| জিহাদে অর্থব্যয় সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস | ৫৪ |
| জিহাদে গুপ্তচরবৃত্তির ফযীলত | ৬০ |
| ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত | ৬১ |
| জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার প্রতিদান | ৬১ |

| | |
|--|-----|
| ঘোড়ার পিঠে চড়ে গলায় তরবারী ঝুলিয়ে নবীজী (সাঃ) | ৬২ |
| আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান, গনীমত ও জান্নাতের জামানত | ৬৫ |
| রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পদ | ৬৭ |
| জিহাদের সিপাহসালার-এর প্রহরা | ৬৭ |
| মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ | ৭০ |
| জিহাদে পাহারাদারীর ফযীলত | ৭২ |
| জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত একটি ঈমানদীপ্ত কাহিনী | |
| ইহুদীদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী | ৮১ |
| জাযীরাতুল আরব থেকে ইহুদীদের বহিষ্কার করা | |
| সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস | ৮৯ |
| জিহাদে শত্রুদের জন্য বদদোয়া করা | ৯১ |
| জিহাদের আমীরের আনুগত্য করা | ৯৩ |
| মৃত্যুবরণ এবং ময়দান থেকে পলায়ন না করার বায়'য়াত | ৯৫ |
| জিহাদের বায়'আত | ৯৫ |
| জিহাদের বায়'আত | ১০১ |
| হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর | ১০৪ |
| তীরান্দাজী কর হে বনু সাদ! | ১০৪ |
| মসজিদে নেযাবাজির অনুশীলন | ১১০ |
| জিহাদের জন্য অস্ত্র ক্রয় করা | ১১১ |
| জিহাদে জঙ্গী টুপি ব্যবহার করা | ১১১ |
| জিহাদে বর্ম ব্যবহার করা | ১১২ |
| যুদ্ধ করার নির্দেশ | ১১৬ |
| জীবিকা নেজার ছায়ার নীচে | ১২১ |
| মালে গনীমত সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস ও বর্ণনা | ১২৪ |

জিহাদের সমান মর্যাদাপূর্ণ অন্য কোন আমল নেই

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّادَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ أَنَّ ذُكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ: لَا أَجِدُهُ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفْطُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تَفْطُرَ؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ فِي طَوْلَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٌ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমান। তিনি বললেন, জিহাদের সমমর্যাদার কোন আমল আমি পাচ্ছি না। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করতে সক্ষম যে, মুজাহিদ জিহাদে রওনা হওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করে অবিরাম নামায পড়তে থাকবে এবং এতে কোনরূপ দুর্বলতা ও অলসতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর রোজা রাখবে, (মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত) একদিনও রোজা ত্যাগ করতে পারবে না। (দিনের পর দিন মাসের পর মাস দিন-রাত সমানে নামাযে নিমগ্ন থাকতে পারবে? পারবে কি লাগাতার রোজা পালন করতে?) লোকটি বলল, কার সাধ্য এমন কঠিন আমল সম্পাদন করা?

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, ঘোড়া ঘাস খাওয়ার সময় যদি রশিটা একটু দীর্ঘ করে দেয়া হয়, (বেশী জায়গা ঘুরে ঘাস খাওয়ার জন্য) এতেও মুজাহিদদের জন্য (ছোট করে বাঁধার চেয়ে বেশী) সওয়াব লেখা হয়।

– সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯১, খণ্ড : ১, অধ্যায় : ফযলুল জিহাদি ওয়াস্‌সিয়া

ব্যাখ্যা : সকল আমলের মর্যাদা নির্ভর করে তার লক্ষ্যের উচ্চতা ও গুরুত্বের উপর। তাই যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই মহান উদ্দেশ্য যেহেতু জিহাদ ব্যতীত সফল হবে না, সেহেতু বলা হয়েছে, সকল আমলের চেয়ে জিহাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

আমরা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে কোন আমলকে উত্তম বা অধম আখ্যায়িত করার এখতিয়ার রাখি না। আল্লাহ আমাদেরকে এই অধিকার দেননি। আল্লাহ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোন্ কোন্ আমল উত্তম ও সর্বোত্তম এবং কোন্টির গুরুত্ব কোন্টির চেয়ে বেশী। এই এখতিয়ার ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ'র। তাঁর এই একক কর্তৃত্বে দ্বিতীয় কারো দখলদারিত্ব নেই। আর আল্লাহ'র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম আমল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

উপরন্তু আমরা যদি হাদীস ও ফেকাহ'র মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করি, তখনও অন্যান্য আমলের চেয়ে জিহাদ উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ পরিলক্ষিত হয় যে, জিহাদ ইসলামের যাবতীয় আমল ও বিষয়-আশয়ের একমাত্র সংরক্ষক।

জিহাদ-জয়ের মাধ্যমেই মুসলমান স্বাধীনভাবে ইসলামের সকল আমল যথার্থভাবে আদায় করার সুযোগ পেয়ে থাকে। কোন ভূখণ্ডে তখনই ইসলামী বিধান মতে বিচার, অর্থ, শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব, যখন সে ভূখণ্ডে বা জনপদে মুসলিম শক্তি জিহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করবে। জিহাদের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা ছাড়া পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের উপর আমল করা সম্ভব নয়। উপরন্তু জিহাদ ত্যাগ করার ফলে কাফির বিজয়ী হলে তখন সে দেশের ইসলামী বিধান-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লভভণ্ড হয়ে যায়। ইসলামের সকল আমলের মূল সংরক্ষক জিহাদ। তাই জিহাদ সকল আমলের চেয়ে উত্তম।

এছাড়া দ্বিতীয় কারণ হল, জিহাদে মানুষ তাঁর জীবনের দু'টি শ্রেষ্ঠ বিষয় কোরবান করে দেয়। এক. জীবন, দুই. সম্পদ। আর জিহাদ ছাড়া এই দু'

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কুরবানী একত্রে অন্য কোন আমলে পাওয়া যায় না। এ দিক বিবেচনায়ও জিহাদ সর্বোত্তম আমলের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

যদিও কোন কোন হাদীসে কোন আমলকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বটে, তবে তা সামগ্রিক বিচারে নয় এবং তা আপন অবস্থানে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য— সকলের জন্য নয়। তা না হলে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের দলীলে সর্বসম্মতিক্রমে কেন বলবেন, জিহাদ সকল আমলের চেয়ে উত্তম আমল?

কাজী ইয়াজ (রাহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা জিহাদের সুমহান মর্যাদার কথা এবং অন্য কোন আমল যে জিহাদের সমান নয়, সে কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

— ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা : ৫, খণ্ড : ৬

মুজাহিদ সকলের চেয়ে উত্তম

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ - قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شِرِّهِ

তরজমা : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, প্রিয়নবী (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? প্রিয়নবী (সাঃ) বলেছিলেন, সে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে আল্লাহ'র পথে জীবন ও সম্পদ নিয়ে জিহাদ করে।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, এরপর কোন্ ব্যক্তি উত্তম? তিনি বললেন, সেই মুমিন ব্যক্তি, যে কোন নির্জন গুহায় বাস করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, উপরন্তু মানুষের অসৎ সঙ্গ ও প্ররোচনা থেকে নিরাপদ থাকে।

- সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯১, খণ্ড : ১, অধ্যায় : আফযালুন নাসি মুমিনুন মুজাহিদুন

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অন্য সকল মুসলমানের চেয়ে মুজাহিদ উত্তম। এ কথাটি পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে-

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের উপর (সঙ্গত কারণ ছাড়া যারা জিহাদে যোগদান না করে ঘরে বসে আছে) এবং (তাদের) প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদিনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

- নিসা : ৯৫

জিহাদের এই অপরিসীম গুরুত্ব ও মর্যাদার ফলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে বহু জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, জিহাদের

সেনাপতিত্ব করেছেন, আহত হয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, জীবন-সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধু-সাহাবীদেরও জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তাদের নিকট জিহাদের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব এবং শাহাদাতের নিঃসীম পুরস্কারের বিষয়টি বারবার তুলে ধরেছেন। তাই তাঁদের জীবনের প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ কাজ ছিল জিহাদ। সকলের কাম্য ছিল শাহাদাতবরণ। এ সম্পর্কিত কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি—

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, তোমরা হজ্ব কর, হজ্ব উত্তম আমল; আল্লাহ পাক হজ্ব আদায় করার জন্য হুকুম করেছেন। হজ্ব আদায় করা ফরয। তবে এর চেয়েও উত্তম কাজ হল জিহাদ। — কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা : ২৫৮, খণ্ড : ২

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ'র পথে জিহাদের ময়দানে এক রাত চৌকিদারী করা কদরের রাতে হাজারে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার চেয়ে বহু গুণে কাংখিত ও প্রিয়।

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযিঃ) জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর কিছু পূর্বে বলেছিলেন : আমি নিশ্চিত শাহাদাতের পর্যায়ে বহুবীর উপনীত হয়েছি, কিন্তু বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ আমার ভাগ্যে ছিল, তা-ই ঘটছে। ইমানের পরে আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম কাজ হল ঘন আঁধার রাতে যখন ঘোড়া ও ঢাল নিয়ে অপেক্ষা করছি, যখন বিজলীর দিগন্তব্যাপী আলোতে আকাশ বারবার আলোকিত হচ্ছে (অর্থাৎ বৃষ্টির রাতে), অপেক্ষা করছি, সকালের আলো ফুটে বেরুলেই শত্রুর উপর আক্রমণ চালাব। —আল-জিহাদ লি-ইবনে মুবারক, পৃষ্ঠা : ৮৮

আরতাত ইবনে মুনিযির বলেন, একদা হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁর নিকটে বসা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা বল তো, মানুষের মধ্যে কার কাজে সওয়াব বেশী হয়? তারা বলল, আপনার নামায ও রোযায় (অন্যান্যদের তুলনায়) সবচেয়ে বেশী সওয়াব হয়। তারপর অমুক, তারপর অমুক।

তারপর ওমর (রাযিঃ) বলেন, আমি কি তার কথা বলব না, যে ব্যক্তি তার কাজে সবচেয়ে বেশী সওয়াব পায়? তোমরা যাদের কথা বললে তাদের চেয়েও—আমীরুল মুমিনের চেয়েও?

তারা বলল, অবশ্যই বলুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, সেই সাধারণ ব্যক্তি, সুদূর সিরিয়ায় ঘোড়ার লাগাম ধরে যে ব্যক্তি মুসলিম বাহিনীর হেফাযতের দায়িত্ব ফাযায়িলে জিহাদ □ ১৫

পালন করছে। (এই গভীর রাতেও সে) ভয় করছে না কোন হিংস্র জানোয়ার ও বিষাক্ত সাপ ও পোকা-মাকড়ের। তোমরা যাদের কথা বলেছ, তাদের চেয়েও এই লোকের কাজের সাওয়াব বেশী। এমনকি আমীরুল মুমিনীনের কাজের চেয়ে তার কাজের সাওয়াব বেশী।

— কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা : ২৮৭, খণ্ড : ২

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মুজাহিদ কাফেলা রওনা করিয়ে দিয়ে তাদের সাথে কিছুদূর পর্যন্ত যেতেন, তারপর ফিরে আসতেন।

—সুনানে কুবরা বায়হাকী, পৃষ্ঠা : ১৭৩, খণ্ড : ৯

কানযুল উম্মাল-এর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট এসে জিহাদের জন্য সওয়ারী প্রার্থনা করেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) তার জন্য স্বহস্তে একটি উটের পিঠে হাওদা স্থাপন করেন। লোকটি তার উপর সওয়ার হয়ে জিহাদে রওনা হয়। ওমর (রাযিঃ) তার পিছনে পিছনে হাঁটছেন এবং কামনা করছেন, যেন লোকটি এই মোবারক সময়ে তার জন্য দু'আ করে। ওমর (রাযিঃ) লোকটিকে পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে রওনা হওয়ার পর লোকটি তাঁর জন্য দু'আ করে, হে আল্লাহ! উমরকে তুমি উত্তম পুরস্কারে সম্মানিত কর।'।

—সংক্ষেপিত কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা : ২৮৮, খণ্ড : ২

হে আল্লাহ! আমাদেরকেও সাহাবীদের অনুরূপ জিহাদের জযবা ও মুজাহিদদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাওফীক দিন।

মুজাহিদের মর্যাদা

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ
رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخُلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا
نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ
لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ
وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أَرَادَهُ قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ
الْجَنَّةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র উপর ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল ও রমযানে রোযা রাখল, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ'র জন্য কর্তব্য হয়ে গেল। সে আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে থাকুক কিংবা নিজ জন্মভূমিতে বসে থাকুক। একথা শুনে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা মানুষকে এ সুসংবাদটা শুনিয়ে দেব কি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ'র পথের মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। এর একটি থেকে অপরটির ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা, এটাই হল সবচাইতে উত্তম জান্নাত। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। সেখান থেকে জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। মুহাম্মদ বিন ফুলাইহ তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান।

-সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯১, খণ্ড : ১ বাবু দারাজাতিল মুজাহিদ্দীন ফী সাবীলিল্লাহ

ব্যাখ্যা : যেহেতু মুজাহিদ আল্লাহ'র দ্বীন ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ে ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে চেষ্টা চালায়, তাই আল্লাহ পাক তাদের কঠিন কুরবানীর বিনিময়ে কেয়ামতের দিন এই ঈর্ষণীয় মর্যাদাদানে পুরস্কৃত করবেন। উল্লেখ্য, হাদীসে বলা হয়েছে, এই মর্যাদার স্তরসমূহের একটি থেকে অপরটির ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। একথা বলে বহু দূরত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, একই বিষয়ে তিরমিযীর হাদীসে বলা হয়েছে, এর একটি থেকে অপরটির দূরত্ব পায়ে হেঁটে একশ' বছর পথ চলার সমান। উপরন্তু তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এর দূরত্ব পাঁচ শ' বছর পথ চলার সমান। আর এই স্তরসমূহের বিশালত্ব সম্পর্কে তিরমিযীর রেওয়ায়েতে উল্লেখিত হয়েছে যে, মহাবিশ্বকেও এর একটি স্তরের মাঝে অবলীলায় রেখে দেয়া যাবে।

আল্লাহ তাআলা এই বিপুল মর্যাদা ও নিঃসীম পুরস্কার কেবল আল্লাহ'র পথের জানবাজ মুজাহিদদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যা আল্লাহ নিজে তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন মুজাহিদ এই হাদীসটি পড়ার পর অবশ্যই আনন্দিত হবে, উদ্বলিত হবে ও আল্লাহ'র পথে জীবন দিতে তার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে। নিশ্চয় তারা ভাগ্যবান, যাদের জন্য আল্লাহ নিজ হাতে বিশেষভাবে জান্নাত সজ্জিত করেছেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রাহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, জিহাদের মাধ্যমে দ্বীনের মর্যাদা বুলন্দ হয়ে থাকে। তাই এর পুরস্কারও সকলের চেয়ে মূল্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

— হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, পৃষ্ঠা : ৫৪৮

শহীদের ভবন

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدَا
بِيَ الشَّجَرَةَ وَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ
مِنْهَا، قَالَ أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

তরজমা : সামুরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, দু' জন লোক আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠল। তারপর আমাকে এমন এক সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যে, এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু' ব্যক্তি আমাকে বলল, এ ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ভবন।

- সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ১৮৫ খণ্ড : ১ এবং পৃষ্ঠা : ৩৯১ খণ্ড : ১

ব্যাখ্যা : এই পবিত্র হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট শহীদদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সীমাহীন। তাদের মর্যাদার সাথে অন্যের কোন তুলনা হয় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজেও দেখেছিলেন জান্নাতে শহীদদের জন্য নির্মিত কারুকার্যখচিত চোখ-জুড়ানো ভবনসমূহ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিভূত হয়েছিলেন সেইসব আলীশান ভবন দেখে। শহীদদের জন্য এইরূপ অভাবিতপূর্ব ও কল্পনাভীত সুন্দর প্রতিদানে পুরস্কৃত করার কারণ হল, শহীদরা শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ লড়ে অকুণ্ঠ চিত্তে নিজের জীবন আল্লাহ'র নিকট তুলে দেয়। সে তার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিসটি আল্লাহ'র জন্য বিলিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও উঁচু স্তরের পুরস্কারদানে সুখী করেন। সে সিক্ত হয় আল্লাহ'র ক্ষমা ও নিঃসীম করুণায়, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে-

وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
نِيَهْتُمْ عَنْهُ أَوْ بَايَعْتُمْ عَلَيْهِ
تَارًا يَوْمَ تَجْمَعُونَ

যদি তোমরা আল্লাহ'র পথে
নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তাহলে
তারা যা জমা করে, আল্লাহ'র ক্ষমা ও
দয়া অবশ্যই তা অপেক্ষা উত্তম।

- আলে ইমরান : ১৫৭

তবে শহীদদের বিশেষ ফযীলত হল শাহাদাত লাভের পরও আল্লাহ তাদের আমলনামা বন্ধ করেন না। ফেরেশতারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদের আমলনামায় জিহাদের সাওয়াব লিখতে থাকে।

সে কথা-ই পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে-

যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, **وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ**
 আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট **فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ**
 করবেন না। - মুহাম্মাদ : ৪ আয়াতাংশ

উপরন্তু শহীদদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে, তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, **وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ**
 তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত, **وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ**
 কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। - বাকারা : ১৫৪

শহীদদেরকে শুধু 'মৃত' বলতেই বারণ করা হয়নি, মৃত ভাবতেও নিষেধ করা হয়েছে। শহীদ এক মহান উদ্দেশ্য ও ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের লক্ষ্যে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে। তাই তারা মৃত নয়- অমর। কেননা, তারা জীবন দিয়ে ইসলামকে জীবিত করে। ইসলাম যতদিন থাকবে, ততদিন তাদের মৃত বলা যাবে না ভুলেও।

একথা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে-

আর যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, **وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ**
 তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে কর না; **عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا**
 বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট **أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**
 জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।
 - আলে ইমরান : ১৬৯

শহীদদের এই উঁচু মর্যাদা ও অধিক সম্মানে অভিষিক্ত করার কারণ হল, আল্লাহ'র জন্য তাদের নিঃস্বার্থ জীবনদান। উপরন্তু তারা পালন করেছে শ্রেষ্ঠ আমল- উত্তম জিহাদ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, উত্তম জিহাদ আবার কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসেই রয়েছে এর স্পষ্ট জবাব।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, হে আল্লাহ'র রাসূল! সবচেয়ে উত্তম জিহাদ কোন্টি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, উত্তম জিহাদ হল যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আঘাতে তোমার ঘোড়ার পা কতিত হওয়া এবং তোমার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। (অর্থাৎ সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ।) – ইবনে হক্কান, ইবনে মাজাহ, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব পৃষ্ঠা : ৪৩৮, খণ্ড : ২

এর দ্বারা বুঝা যায়, আমাদের মধ্যে উত্তম হল জিহাদ আর জিহাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম স্তর হল শাহাদাতবরণ। তাই শহীদদের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা ও পুরস্কারপ্রাপ্তিকে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো কয়েকখানা হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণের তাওফীক দান করুন।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন আমের বিন হারাম (রাযিঃ) অহুদের দিন শাহাদাতবরণ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জাবের! আমি কি বলব না, তোমার (শাহাদাতবরণকারী) পিতাকে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “আল্লাহ তাআলা পর্দার আড়াল ব্যতীত কারো সাথে সরাসরি কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনাসামনি কথা বলেছেন।”

– তিরমিযীর বরাতে আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৪৩৭, খণ্ড : ২

হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদকে আল্লাহ তাআলা সাতটি বিশেষ নিয়ামতে পুরস্কৃত করেছেন। ১. তার শরীরের খুন মাটিতে প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে (সকল পাপ থেকে তার) ক্ষমাপ্রাপ্তি ২. শাহাদাতবরণের প্রাক্কালে তাকে তার জন্য নির্ধারিত জান্নাতের পুরস্কার দেখান ৩. ঈমানের আবরণে সজ্জিতকরণ ৪. কবর আযাব থেকে মুক্তিদান ৫. কেয়ামতের কঠিন ভয় থেকে সংরক্ষণ ৬. তাঁর মাথায় অভিজাত্যের মুকুট পরিধান এবং ৭. তাঁর নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের থেকে সন্তরজনের জন্য সুপারিশের ক্ষমতা দান।

– আহমাদ ও তিরমিযীর বরাতে আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৪৪৩, খণ্ড : ২

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শাহাদাতবরণকারীরা তিন প্রকার—

ফাযায়িলে জিহাদ □ ২১

এক. সেই লোক, যে তাঁর জীবন ও ধন-সম্পদসহ আল্লাহ'র পথে জিহাদে যোগদান করেছে। কিন্তু যুদ্ধ করা ও শহীদ হওয়ার নিয়্যত তার ছিল না। সে জিহাদে যোগদান করেছিল মুজাহিদ কাফেলার অবয়ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। অতঃপর এই লোক যদি ঐ সময় মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয়, তবে তাঁর সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কবর আযাব থেকেও সে মুক্তি পাবে। বিভীষিকাময় কেয়ামতের দিনেও সে বিন্দুমাত্র ভয় পাবে না। ডাগরচোখা হুরদেরকে তাঁর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। ইজ্জতের পোশাক পরিয়ে তাকে সম্মানিত করা হবে। জান্নাতেও তার মাথায় সর্বক্ষণ আভিজাত্যের বিশেষ মুকুট শোভা পাবে।

দুই. যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও জীবন নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে— তার নিয়্যত সওয়াবপ্রাপ্তির। তবে সে কাফের মারতে চেয়েছে, নিজে মরতে চায়নি। তারপর এই লোক যদি মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয়, তবে তার অবস্থান হবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য উত্তম ফয়সালা করবেন, তারও ফয়সালা হবে সেই ধরনের।

তিন. ওই ব্যক্তি, যে আপন ধন-সম্পদ ও জীবনসহ সওয়াবের নিয়্যতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাঁর নিয়্যত হল শত্রুকে হত্যা করবে এবং নিজেও নিহত হবে। অতঃপর সে যদি মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয়, তবে সে কিয়ামতের দিন উন্মুক্ত তরবারী কাঁধে তুলে সামনে এগিয়ে আসবে। অথচ তখন অন্যসব মানুষ বিদিশা অবস্থায় পথে পথে পড়ে থাকবে, সে তখন হুংকার ছেড়ে তাদেরকে বলবে, তোমরা আমাকে সামনে থেকে পথ ছেড়ে দাও। আমি তো আমার পরম প্রিয় মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী দিয়েছি জীবন ও ধন-সম্পদ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেন, যে মহান সত্ত্বার অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, ওই লোক যদি সেদিন একথা কোন নবীকে এমনকি হযরত ইব্রাহীমকেও (আঃ) বলে, তবে তাঁরাও তাকে পথ করে দিবে। কেননা, তার এ দাবী সত্য ও সঠিক। এরপর সে আরশের নীচে নূরের তৈরী সিঁড়ির উপর গিয়ে বসবে। সেখানে বসে দেখবে, কিভাবে মানুষের বিচার হচ্ছে।

মৃত্যুকষ্ট, কবরের আযাব ও হাশর দিনের বিভীষিকা তাকে বিচলিত করবে না বিন্দুমাত্র। তাকে হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হতে হবে না, মিজান ও পুলসেরাতের ঝামেলা তাকে পোহাতে হবে না। সে আরশের নীচে সুশীতল ছায়ায় বসে দেখবে কিভাবে লোকদের হিসাব নেয়া হবে, বিচার করা হবে।

সে যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা তাকে সরবরাহ করা হবে। যার মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে, তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেয়া হবে। জান্নাতে যা সে চাইবে, তা-ই পাবে। যখন যে মহল ও ভবন কামনা করবে, তৎক্ষণাৎ সেটি বরাদ্দ দেয়া হবে।

— বাযযায, বাযহাকী

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, শহীদ তার পরিবারবর্গের সন্তরজনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার পাবে। — আবু দাউদ, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৪৩৯, খণ্ড : ২

মুজাহিদ বলেন, হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারা (রাযিঃ) ঐসব লোকদের একজন ছিলেন, যাদের কথার সঙ্গে কাজের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। তিনি এক বক্তৃতায় বলেন, যখন নামাজের জামাত দাঁড়ায়, তখন আসমান ও জান্নাত-জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর যুদ্ধের ময়দানে যখন মুসলিম-কাফির মুখোমুখি হয়, তখন আসমান ও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং ডাগরচোখা হুরগণ সুসজ্জিত হয়ে আকাশ থেকে উঁকি দিয়ে তাকায়। মুসলমান সম্মুখে অগ্রসর হলে তারা বলে, ‘হে আল্লাহ! এদেরকে তুমি দৃঢ়তা দান কর, হে আল্লাহ! এদের তুমি ক্ষমা কর’। মুসলমান যখন শহীদ হয়, তখন রক্তের প্রথম ফোঁটাটির সাথে সাথে তার সমস্ত গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরে। আর দু’জন হুর নেমে এসে তার দেহ থেকে মাটি পরিষ্কার করে দেয়। তারপর তাকে একশত জোড়া পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়, যা মানুষের হাতে তৈরী নয়— যার তৈরী জান্নাতে। হযরত ইয়াযীদ ইবনে শাজারা আরো বলতেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, তরবারী হল জান্নাতের চাবী।

— ইবনে মুবারক, পৃষ্ঠা : ৭২, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৪৪৪, খণ্ড : ২

হায়রান ইবনে আবু হারালা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যখন শহীদ হয়, তখন আল্লাহ তাকে অত্যন্ত সুশ্রী দেহ দান করেন। অতঃপর আল্লাহ’র আদেশে তার রুহ সেই দেহে ঢুকে পড়ে। এবার সে দেখতে পায় যে, আগের দেহটির সঙ্গে কী আচরণ করা হচ্ছে এবং নিজের আশপাশে এমন সব লোকদের দেখতে পায়, যারা মলিন মুখে বসে আছে। সে মনে করে যে, ওরা তাকে দেখছে এবং তার কথা শুনছে। তারপর সে তার স্ত্রীদের নিকট চলে যায়।

— ইবনে মুবারক, পৃষ্ঠা : ৯২

নাসিম ইবনে হুমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানতে চায়, শহীদদের মধ্যে কার মর্যাদা বেশী? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই শহীদদের মর্যাদা সবচেয়ে

বেশী, যে সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে এবং ডানে-বাঁয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকায় না। এভাবে লড়াই করতে করতে শত্রুর হাতে নিহত হয়। এরাই তারা, যারা জান্নাতে সুউচ্চ কক্ষে ঘুরে বেড়াবে এবং তাদের রব তাদের দেখে হাসবেন।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৪৪২, খণ্ড : ২

ইমাম নববী (রাহঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, তাদেরকে 'শহীদ' নামকরণের সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

এক. যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়, তারা জীবিত এবং তাদের আত্মা কিয়ামতের দিন জান্নাতে উপস্থিত হবে। এ কারণে তাদেরকে 'শহীদ' বলা হয়।

দুই. আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ এমন লোকদের জন্য জান্নাতের শাহাদাত তথা সাক্ষ্য দান করেন। এই শাহাদাতের কারণে শহীদকে 'শহীদ' বলা হয়।

তিন. রুহ বের হওয়ার সময় শহীদগণ ঐসব নেয়ামত ও মর্যাদাসমূহ মুশাহাদা তথা প্রত্যক্ষ করেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। তো এই মুশাহাদার সূত্রে শহীদকে শহীদ বলা হয়।

চার. শহীদের রুহকে তার অবস্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতাগণ নিকটে উপস্থিত হন। ফেরেশতাদের এই উপস্থিতির কারণে শহীদকে 'শহীদ' নামে অভিহিত করা হয়।

পাঁচ. শহীদের বাহ্যিক অবস্থা তার ঈমান এবং মঙ্গলের সাথে বিদায় গ্রহণের সাক্ষ্য প্রদান করে। এই সাক্ষ্যদানের কারণে শহীদকে 'শহীদ' বলা হয়।

ছয়. শহীদের রক্ত তার শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদান করে। এ কারণে শহীদকে 'শহীদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সাত. শহীদগণ পূর্ববর্তী উম্মতদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। শহীদ সাক্ষ্য দিবে যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তাদের নবুওত ও রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন, নিজ নিজ উম্মতগণের প্রতি তারা নবুওত-রিসালাতের পয়গাম পৌঁছিয়েছিলেন।

শাহাদাতের এই অফুরন্ত সওয়াবের কারণে নবী কারীম স্বয়ং এবং সাহাবা কিরাম শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন এবং আল্লাহ'র পথে মৃত্যুকে প্রিয় ভাবতেন। এ কারণে স্বয়ং মৃত্যু তাদেরকে ভয় করত। হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তুমি শাহাদাতের তামান্না নসীব কর।

দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম বস্তু

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَابُ
قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ: لَغَدْوَةٌ
أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ'র পথের এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা
দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম ।
- সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯২, খণ্ড : ১

ব্যাখ্যা : আল্লামা ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,
'মুজাহিদের সকাল-সন্ধ্যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম' হওয়ার
অর্থ হল, যদি কাউকে সমগ্র দুনিয়া তথা দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের মালিক করে
দেয়া হয় আর এই সমস্ত সম্পদ সে আল্লাহ'র আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করে,
তবু তার সাওয়াব একজন মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে ব্যয় করা এক সকাল
কিংবা এক সন্ধ্যার সওয়াবের সমান হবে না । জিহাদের ময়দানে ব্যয় করা এক
সকাল বা এক সন্ধ্যার সওয়াবই বরং দুনিয়ার সব সম্পদ ব্যয় করার সওয়াব
অপেক্ষা বেশী ।

আল্লামা ইবনে হাজর (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসের এই ব্যাখ্যা সর্বাধিক
সঠিক । আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) কিতাবুল জিহাদে এর সমর্থনে অন্য
একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি বাহিনী প্রেরণ
করেন । সেই বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা-ও (রাযিঃ) ছিলেন ।
বাহিনী রওনা হয়ে যায় । আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য পিছনে থেকে
যান । জুমার নামাজ আদায় করে তিনি রওনা হয়ে বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন ।
কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম সেই সত্ত্বার, যাঁর
হাতে আমার জীবন, পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে, যদি আপনি তার সব আল্লাহ'র

পথে ব্যয় করেন, তবু তাদের (রওনা হয়ে যাওয়া মুজাহিদদের) এক সকালের ফযীলত পাবেন না। - ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা : ৯১, খন্ড : ৬

অর্থাৎ- দুনিয়াটা সব যদি আপনাকে দিয়ে দেয়া হয় আর তা ব্যয় করে বিনিময়ে আপনি জিহাদে আগে রওনা হয়ে যাওয়া সাথীদের এক সকালের সওয়াব লাভ করতে চান, তবু তা পারবেন না। অথচ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) শুধু এ উদ্দেশ্যে থেকে গিয়েছিলেন যে, ইতিপূর্বে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক কথায় জিহাদে নিজের শাহাদাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন। আর তিনি ভাবলেন, জীবনের শেষ জুমাটা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে আদায় করে যাবেন এবং তার ঈমানদীপ্ত ভাষণ শুনে নিজেকে ধন্য করবেন। পরে নিজের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে সাথীদের সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই আমলকে পছন্দ করলেন না; বরং তাকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, ‘সমগ্র দুনিয়ার সব সম্পদ ব্যয় করেও জিহাদে রওনা হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব করে তোমার যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে পারবে না।’

এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হল যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে ময়দানে পৌছা পর্যন্ত পথে যে সময় ব্যয় হয়, তার বিনিময়ে বিপুল সওয়াব পাওয়া যায়। আবার জিহাদ শেষে প্রত্যাবর্তনের সময়টুকুরও অনুরূপ সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন : আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে বলা হয়েছে, ‘জিহাদ থেকে ফিরে আসাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।’

জিহাদে ব্যয় করা সময়ের এত মর্যাদার এ-ও একটি কারণ যে, আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদের জানমাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আর ক্রয়-বিক্রয়ের এই অভিনব লেনদেন সংঘটিত হয় জিহাদের ময়দানে। বিষয়টা যেন এমন যে, মুমিন আল্লাহ’র এই ক্রয়-বিক্রয়ে এতই সন্তুষ্ট যে, তারা সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবন নিয়ে আল্লাহ’র সামনে পেশ করার জন্য এবং জান্নাতের খরিদার হওয়ার জন্য জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে যায়। যেহেতু মুমিন নিজের জীবন আল্লাহ’র দরবারে পেশ করার জন্য সবকিছু ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে ছুটে যায়, তাই সে একান্তভাবে আল্লাহ’র হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহ’র নিকট এই সময়গুলো এত মূল্যবান। তাছাড়া আরও একটি কারণ এই যে, মানুষের মর্যাদার বুলন্দীর মাপকাঠি হল, আল্লাহ-প্রেম ও ইসলাম। মুজাহিদ

দুনিয়ার সব মোহ-মায়া বিসর্জন দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ'র জন্য নিবেদিত হয়ে যায়, তাই তার প্রতিটি মুহূর্তের এত দাম।

ইহুদীরা মৌখিকভাবে আল্লাহ'র মহব্বতের দাবি করেছিল বটে, কিন্তু দুনিয়ার স্বার্থে নিজের ঈমান বিক্রি করতে পর্যন্ত তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি। মৃত্যু থেকে সবসময় তারা দূরে পালিয়ে বেড়াত। অথচ, আল্লাহ'র পথে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়াই ছিল আল্লাহ'র মহব্বতের দাবি। কারণ, মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ'র দীদার লাভ করে এবং তার একান্ত মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। কিন্তু আল্লাহ'র মহব্বতের দাবীদার ইহুদীরা মৃত্যুর নাম শুনলেই ভয়ে কঁপে উঠত এবং দুনিয়া ত্যাগ করার চিন্তা-ই করতে পারত না। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ভাষায় ইহুদীদের মুখের দাবি ও বাস্তবতার এ অমিলের নিন্দা করা হয়েছে। অপরদিকে মুজাহিদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুজাহিদ দুনিয়ার সব মোহ-মায়া, সহায়-সম্পদ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে একান্তভাবে আল্লাহ'র মহব্বতে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, অস্তিত্বের পাতা থেকে আল্লাহ'র দুশমনদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং আল্লাহ'র আপনজনদের নিরাপত্তা বিধান ও তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ে। মৃত্যু মুজাহিদদের প্রিয় বস্তু আর শাহাদাত তাদের কাম্য। এসব কারণে মুজাহিদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কদম আল্লাহ'র নিকট এত মূল্যবান। আল্লাহ'র নিকট মুজাহিদের দু'আ নবী-রাসূলদের দু'আর ন্যায় গ্রহণযোগ্য।

সাহাবা কিরাম (রাযিঃ) জিহাদের মর্যাদা ও গুরুত্ব জানতেন। এ কারণে জিহাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। এমনকি যে মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাদের প্রেম-ভালবাসা-হৃদয়তা নিজের জীবন অপেক্ষা প্রিয় ছিল, যার আঙ্গুলের ইশারায় নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া সৌভাগ্য মনে করতেন, যার প্রতি এক পলক দৃষ্টিপাত করা দুনিয়ার সমুদয় সম্পদ ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম ভাবতেন; জিহাদের খাতিরে তাঁর বিরহ মেনে নিতে পর্যন্ত তারা ছিলেন অকুণ্ঠচিত্ত। জিহাদের দায়িত্ব আদায়ে কোন রকম অলসতা বা ক্রটি আসতে দেননি তাঁরা কখনো।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর আকাংখা ও শাহাদাত

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ،
مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى، ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَى، ثُمَّ
أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَى، ثُمَّ أَقْتُلُ،

তরজমা : হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার
জীবন। মুমিনদের মধ্যে যদি এমন কিছু লোক না থাকত, যারা (জিহাদে) আমার
পিছনে থেকে যাওয়া মেনে নিতে পারে না, আর আমারও এত পরিমাণ বাহন
নেই যে, তাদের প্রত্যেককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আল্লাহ'র
পথে জিহাদের জন্যে গমনকারী কোন বাহিনী থেকে আমি পিছিয়ে থাকতাম না।
সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহ'র
পথে নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই,
আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সেই
লোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন, যারা জিহাদে যোগদান করার আকাংখায়
ছটফট করে; কিন্তু উপকরণের অভাবে এই সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত
থাকতে হয়। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মতে তাদের অবস্থা হল—

تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا
مَا يُنْفِقُونَ

তারা ফিরে গেছে ঠিক, কিন্তু
রসদ-উপকরণ না পাওয়ার দুঃখে তাদের
চোখ অশ্রু প্রবাহিত করছে। - তাওবা : ৯২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এভাবে সান্ত্বনা প্রদান
করেন যে, আমার মন তো এমন চায় যে, আমি প্রতিটি অভিযানে বের হই এবং

জিহাদ করি। কিন্তু জিহাদ-পাগল ঐ গরীবদের মন রক্ষার্থে আমি মাঝে-মধ্যে বাহিনী প্রেরণ করি— নিজে বের হই না। উল্লেখ্য যে, জীবদ্দশায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৭ বার স্বয়ং জিহাদে অংশ নিয়েছেন আর অভিযান প্রেরণ করেছেন পঞ্চাশেরও অধিক।

এতো গেল সেই লোকদের জন্য সান্ত্বনা, জিহাদের তামান্নায় ছটফট করতেন, জিহাদে যেতে না পারার কারণে ক্রন্দন করতেন। আর হাদীসের শেষাংশে সেই লোকদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে, যারা জিহাদের ময়দানে বের হতেন; কিন্তু তাদের দুঃখ ছিল, জিহাদের আসার কারণে আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, আমার নিজের একান্ত কামনা, আমি জিহাদ করে শহীদ হই। পুনরায় জিহাদ করার জন্য আবার জীবিত হই। আবার শহীদ হই। আবার জীবিত হয়ে জিহাদ করে শাহাদাত লাভ করি। তো আমার যে বস্তুর এত আকাঙ্ক্ষা, তোমরা তা লাভ করে ফেলেছ। অর্থাৎ— জিহাদ। কাজেই আমার সঙ্গ থেকে দূরে থাকার কারণে তোমাদের মনঃক্ষুন্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, তোমরা জিহাদের মত এমন আমলের সওয়াব লাভ করছ, যে আমলের সুযোগ লাভের জন্য আমি বারবার শাহাদাত লাভের পর পুনরায় জীবন কামনা করছি।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারবার শহীদ হওয়ার এবং জীবিত হয়ে পুনরায় শাহাদাত লাভের কামনা করেছেন। অপরদিকে বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, জান্নাতে পৌঁছে ওখানকার নেয়ামতরাজি দেখার পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার তামান্না করবে না। ব্যতিক্রম শুধু শহীদ। শহীদ তামান্না করবে, যেন তাকে পুনরায় জীবন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়, যাতে আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে সে অসংখ্যবার শাহাদাত লাভ করতে পারে। প্রশ্ন হল, অপরাপর শহীদগণ যে আকাংক্ষা জান্নাতে পৌঁছে করবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই সে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এর হেতু কি?

আলিমগণ এর রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, অপরাপর শহীদগণ শাহাদাত লাভের পর জান্নাতে গিয়ে শাহাদাতের যে মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই অহীর মাধ্যমে তা জানতে ফায়ালিলে জিহাদ □ ২৯

পেরেছেন। তা ছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের উদ্দেশ্যই ছিল, যেন অন্যান্য সব মতবাদকে পরাজিত করে তিনি ইসলামকে বিজয়ী করেন। আর ইসলামকে বিজয়ী করার একমাত্র পথ জিহাদ। এ কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতেই বারবার জিহাদে অংশগ্রহণ ও বারবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য শহীদদের প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে আখেরাতে। তখন তারা পুনরায় জীবন লাভ আবার জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আরজু পেশ করবে।

আল্লামা ইবনুততীন (রাহঃ) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, ‘লোকদের থেকে তোমাকে আল্লাহ-ই রক্ষা করবেন।’ অর্থাৎ- দুনিয়ার কেউ তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বারবার শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য জিহাদের ফযীলত ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলমানদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লামা ইবনে হাজ্জ-ও এ মত সমর্থন করেছেন।

– ফতহুলবারী, পৃষ্ঠা : ১, খণ্ড : ৬

আল্লামা নববী (রাহঃ) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শাহাদাত কামনা করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ- শাহাদাত কামনা করা ও এর জন্য দু‘আ করা আল্লাহ’র নিকট প্রিয় আমল।

হযরত সাহুল ইবনে হানীফ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সত্যমনে শাহাদাতের তামান্না করল, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবেন; যদিও তার মৃত্যু বিছানায় হয়।’

– ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা : ১৬, খণ্ড : ৬

এ কারণেই নবীজীর সাহাবীগণ মনে-প্রাণে শাহাদাত কামনা করতেন এবং বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করাকে দৃষ্ণীয় মনে করতেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে শাহাদাতের মর্যাদা নসীব করুন। আমীন।

অধিক সাওয়াবের ক্ষুদ্র আমল

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلْ أَوْ أُسَلِّمْ؟ قَالَ: أُسَلِّمْ ثُمَّ قَاتِلْ: فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا

তরজমা : হযরত বারা ইবনে আমির (রাযিঃ) বলেন, লোহার বর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আগে যুদ্ধ করব, না-কি ইসলাম গ্রহণ করব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আগে ইসলাম গ্রহণ করে পরে যুদ্ধ কর’। নবীজীর পরামর্শ মোতাবেক লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। তার শাহাদাতের খবর পেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘লোকটি আমল করেছে সামান্য; কিন্তু প্রতিদান পেয়েছে অনেক’। - সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯৪, খণ্ড : ১

ব্যাখ্যা : ইবনে ইসহাক মাগাযীতে সহীহ সনদে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, নবীজী (সাঃ) বলেছেন-

‘আমাকে এমন এক ব্যক্তির নাম বল, যে এক ওয়াক্ত নামাজও পড়েনি; অথচ সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে?’ তারপর তিনি নিজেই জবাব দেন, ‘সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি হযরত ‘আমর ইবনে ছাবিত (রাঃ)’।

- ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা : ১০৫, খণ্ড : ৫

এই বর্ণনার আলোকে মুহাদ্দিসগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসে বর্ণিত লোকটির নাম ‘আমর ইবনে ছাবিত। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মাহমুদ ইবনে লাবীদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঐ লোকটির ঘটনা কি? জবাবে তিনি বললেন, লোকটি ইসলাম অস্বীকার করত। কিন্তু অহুদ যুদ্ধের দিন তার ইসলামের সত্যতার বুঝ এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে তরবারী হাতে নিয়ে সাহাবাদের সঙ্গে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সে আহত হয়ে

পড়ে। সঙ্গীরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন্ জিনিস তোমাকে জিহাদের ময়দানে টেনে এনেছে? স্বজাতির ভালবাসা, না-কি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ? জবাবে লোকটি বলল, 'ইসলামের প্রতি আকর্ষণ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জিহাদ করতে করতে আহত হয়েছি।' এ সংবাদ শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি নিশ্চিত জান্নাতী'।

বুখারী শরীফের বর্ণনা এবং এই বর্ণনাটির মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, লোকটি নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাহাবীদের তা জানা ছিল না। সাহাবীগণ লোকটির পূর্বের অবস্থার ভিত্তিতে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জিহাদের জন্য ঈমান জরুরী। ঈমান থাকলে জিহাদের অংশ নিতে আর কোন বাধা নেই। কেউ যদি ঈমান এনে সঙ্গে সঙ্গে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিহত হয়, তাহলে সে শহীদ বলে গণ্য হবে এবং জান্নাত লাভ করবে; যদিও সে অন্য কোন আমল না করে থাকে।

ফেরদাউসে আ'লায় শহীদের স্থান

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ
الْبَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ
أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرِبَ - فَإِنَّ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبْرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ
اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ - قَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جَنَّانٌ فِي
الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسُ الْأَعْلَى

তরজমা : হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন, হারিছা ইবনে সুরাকার মা
উম্মুর রবী বিনতে বারা নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস
করেন, হে আল্লাহ'র নবী! হারিছার ব্যাপারে আপনি আমাকে কিছু জানাবেন কি?
(যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছেন) হারিছা (রাযিঃ) বদরের যুদ্ধে
শহীদ হন। অজ্ঞাত দিক থেকে একটি তীর এসে তাঁর গায়ে বিদ্ধ হয়েছিল। যদি
সে জান্নাত লাভ করে থাকে, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। অন্যথায় আমি তার
জন্য খুব কান্নাকাটি করব। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন, 'শোন হারিছার মা! জান্নাতের বহু স্তর আছে। আর তোমার ছেলে আছে
ফেরদাউসে আ'লায়।'

- সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯৪, খণ্ড : ১

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে একটি শব্দ আছে 'সাহমু গারবিন'। এর কয়েকটি অর্থ
আছে। এক অর্থ. সেই তীর, যা অজ্ঞাত দিক থেকে এসে বিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় অর্থ,
এমন তীর, যা যার গায়ে বিদ্ধ হল, কিন্তু নিষ্ক্ষেপকারী তাকে উদ্দেশ্য করে
নিষ্ক্ষেপ করেনি; ভুলবশত তার গায়ে এসে বিদ্ধ হয়েছে। তৃতীয় অর্থ.
নিষ্ক্ষেপকারী লক্ষ্যই করেনি যে, তীরটি কার গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হল। আলোচ্য
ঘটনায় এর অর্থ হল, নিষ্ক্ষেপকারী তীরটি নিষ্ক্ষেপ করেছিল একজনের গায়ে,
কিন্তু এসে বিদ্ধ হয়েছে এর গায়ে। এ সকল অর্থ আল্লামা ইবনে হাজ্জর (রাযিঃ)
ফতহুল বারীতে উদ্ধৃত করেছেন।

জিহাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল, যে ব্যক্তি জিহাদে বের হবে, তার যেভাবেই মৃত্যু হোক, সে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর লাভ করে। খায়বর যুদ্ধে এক সাহাবী নিজের তরবারীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। লোকেরা তার ব্যাপারে কানাঘুষা করতে শুরু করলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘লোকটি সাধারণ শহীদের দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করল। এক. শাহাদাতের সাওয়াব, দুই. অন্যে তার সমালোচনা করার সাওয়াব।

অনুরূপ আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, ‘যে ব্যক্তি জিহাদে বের হল, সে বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করুক কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর ছোবলে অথবা অন্য কোন প্রকারে মৃত্যুবরণ করুক, সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।’

জিহাদের পবিত্র ধূলা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ
قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبَّاسٍ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَغْبَرْنَا قَدَمًا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

তরজমা : আবু আব্বাস আবদুর রহমান ইবনে জার্ব থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে বান্দার দু’পা আল্লাহ’র
পথে ধূলামলিন হল, জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করবে না।’

— সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ৩৯৫, খণ্ড : ১

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে জিহাদের পথের ধূলা-বালির ফযীলতের কথা বলা
হয়েছে। যেহেতু জিহাদের আমলের ফলে দুনিয়ায় সত্যের বাণী সমুন্নত হয় এবং
মিথ্যা পরাস্ত হয়, তাই এই পথের প্রতিটি বস্তু এবং মুজাহিদের এক একটি
আচরণ আল্লাহ’র নিকট অতীব প্রিয়। যেহেতু মুজাহিদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা,
হামলা করা, ঘোড়া বাঁধা সব আল্লাহ’র বাণীর সমুন্নতি এবং আল্লাহ’র সন্তুষ্টির
উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ মুজাহিদকে তাঁর প্রতিটি আমলের বদৌলতে
মূল্যবান নেয়ামতে সমৃদ্ধ করেন। যেমন : আলোচ্য হাদীস দ্বারা জানা গেল যে,
জিহাদের পথের যাত্রীর পায়ের ধূলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার
উপায় হয়ে থাকে। সাহাবা কিরাম ও আকাবিরে উম্মত এই ধূলা হাসিল করার
জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রাহঃ) ফয়জুল বারী খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা :
৪২৫-এ উদ্ধৃত করেছেন যে, সুলতান বায়েজীদ খান ইয়ালদারান ৭২ টি যুদ্ধে
অংশ নিয়েছিলেন। এর প্রতিটি যুদ্ধ-ই ছিল ইউরোপের কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে।
সুলতানের অভ্যাস ছিল, তিনি একটি মাত্র আবা পরিধান করতেন; কখনো তা
পরিবর্তন করতেন না। তিনি যখন কোন যুদ্ধ থেকে অবসর হতেন, গায়ের আবা
লেগে থাকা ধূলা জমা করে রাখতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি অসিয়ত করেন যে,
ঐ ধূলাগুলি যেন তার কবরে দাফন করে দেয়া হয়।

আল্লাহ্ আকবার! এই হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখের কথার সত্যিকার বিশ্বাস যে, লোকটি জিহাদের সময়কার ধুলা জমা করে রাখলেন এবং তা নিজের নাজাতের উসিলা বানিয়ে নিলেন। মহান ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার কবরের মাটি তার জিহাদের সাক্ষ্য প্রদান করবে। হায়! আমাদেরও যদি জিহাদের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হত!

আবুল মুসবিহ মিকরাযী (রহঃ) বলেন, আমি রোম রাজ্যে একটি দলের সঙ্গে পথ অতিক্রম করছিলাম। সে কাফেলার আমীর ছিলেন মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ্ খাছ'আমী। কাফেলায় হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ তাঁর খচ্চর ধরে হেঁটে হেঁটে চলছিলেন। দেখে আমীর মালিক ইবনে আবদুল্লাহ্ বললেন, ওহে আবু আবদুল্লাহ্! এভাবে হেঁটে কেন, খচ্চরে সাওয়ার হয়ে যাও, আল্লাহ তোমাকে সাওয়ারী দান করেছেন। জবাবে হযরত জাবের (রাযিঃ) বললেন, আমি আমার জানোয়ারকে আরাম দিচ্ছি। আর আমার স্বজাতিকে আমি পরোয়া করি না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তির দু'পা আল্লাহ'র পথে ধুলা-মলিন হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। একথা শুনে অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ সাওয়ারী থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে। বর্ণনাকারী বলেন, তার সেদিনের চেয়ে বেশী হাঁটতে আমি কখনো কাউকে দেখিনি।

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, জিহাদের ময়দানে ধুলা-বালি লেগে যাওয়ার মর্যাদাই যখন এতটুকু, তো এই পথে নিজের সবকিছু কয়্য করার মর্যাদা কত হবে, তা অনুমান করা কঠিন-ই বটে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

‘যে ব্যক্তির দু’ পা আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) ধুলামলিন হয়, তার থেকে জাহান্নামকে এক হাজার বছর দূরে সরিয়ে নেয়া হয়। অর্থাৎ- তার আর জাহান্নামের মাঝে এত দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় যে, একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার তা অতিক্রম করতে এক হাজার বছরের প্রয়োজন।’ তিবরানী আওসাতে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন।

— ফতহুল বারী : পৃষ্ঠা : ১১১, খণ্ড : ৬

পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى
الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ
إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يُرَى مِنَ الْكِرَامَةِ

তরজমা : হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাতে প্রবেশ করার পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না। বিনিময়ে জগতের সমুদয় সম্পদ প্রদান করলেও নয়। কিন্তু শহীদ এর ব্যতিক্রম। শহীদ জান্নাতে প্রবেশ করে নিজের শাহাদাতের যে মর্যাদা প্রত্যক্ষ করবে, তাতে সে কামনা করবে যে, পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যাই এবং আরো দশবার জীবন দিয়ে আসি।’ (শহীদ জিহাদ ও শাহাদাতের প্রকৃত ফযীলত ও মর্যাদার সন্ধান পাবে জান্নাতে প্রবেশ করার পর। তখন সে বার বার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে দুনিয়াতেই তা জেনে ফেলেছিলেন। তাই দুনিয়ার জীবনেই তিনি বার বার শহীদ হওয়ার তামান্না জাহির করেছিলেন।)

— সহীহ বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

ব্যাখ্যা : আল্লামা ইবনে বাত্তাল (রহঃ) বলেন, শাহাদাতের ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জিহাদ ছাড়া অন্য কোন নেক আমল নেই, যাতে জীবন হারাতে হয়। এ কারণে জিহাদের পুরস্কার অন্য আমলের তুলনায় বেশী। — ফতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৫

নাসায়ী শরীফের এক হাদীসে আছে, হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাত থেকে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ’র সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, জান্নাতে তুমি কেমন স্থান পেয়েছ? জবাবে সে বলবে, হে আমার রব! জান্নাতে আমি অনেক উত্তম জায়গা পেয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি প্রার্থনা কর, আকাঙ্ক্ষা কর। সে বলবে, আমি কী প্রার্থনা করব? কী আকাঙ্ক্ষা করব? আমার সবই তো

পাওয়া হয়ে গেছে। তবে আপনার সমীপে আমার একটি আকাঙ্ক্ষা, আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, আমি আপনার পথে আরো দশবার শহীদ হয়ে আসি।’ শাহাদাতের মর্যাদা ও পুরস্কার দেখেই সে এমনটি বলবে।

হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে বলব, আল্লাহ তোমার পিতাকে কি বলেছেন? আল্লাহ তাকে বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আমার নিকট কিছু চাও; আমি তোমায় তা দান করব। জবাবে সে বলল, হে আমার রব! আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, আমি পুনরায় আপনার রাহে জীবন দিয়ে আসি। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, না, এটা সম্ভব নয়। একবার মৃত্যুদানের পর পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ না করা আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

– তিরমিযী

এ হাদীস থেকেও জানা গেল যে, মুমিনের যত নেক আমল আছে, জিহাদ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল। এ কারণে কেবল মুজাহিদই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, সে দুনিয়াতে তার পুনরাগমন হোক এবং আবারো আল্লাহ’র পথে জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাক। মুজাহিদ ছাড়া অন্য কেউ এ আকাঙ্ক্ষা করবে না। জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আসন লাভ করার পরও জিহাদ ও শাহাদাতের ন্যায় মজাদার আমলের জন্য মুজাহিদ জান্নাতের সমুদয় নেয়ামত ত্যাগ করে দুনিয়ায় আগমনের আবেদন জানাবে।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের আগেই শহীদদের জন্য আল্লাহ’র দীদার নসীব হবে। হযরত জাবির (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তোমার (শহীদ) পিতাকে কী বলেছেন, আমি কি সে কথা তোমাকে বলব না? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহ পর্দার আড়াল ছাড়া সরাসরি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সঙ্গে কোন অন্তরায় ব্যতীত মুখোমুখি কথা বলেছেন।

– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩৬

জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلِّهِ السَّيْفِ

তরজমা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ‘তোমরা নিশ্চিত জেনে রাখ, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে।’ - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

ব্যাখ্যা : ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে আল্লাহ’র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ দ্বারা জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ভাষা এতই উন্নত যে, উচ্চারণ করলে তাতে মধুরতা অনুভূত হয়।

এ হাদীসে জিহাদের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে এবং জিহাদের সাওয়াব-প্রতিদানের কথাও বলা হয়েছে। আবার দুশমনের ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তরবারী ব্যবহার করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এমন ঘোরতর যুদ্ধ লড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে উত্তোলিত তরবারীসমূহ লড়াইকুদের উপর ছায়া বিস্তার করে। তরবারীর এ ছায়ার নীচেই মুমিনের জান্নাত।

- ফতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১০

ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের অর্থ হল, জান্নাত জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সব মুসলমান কবর সমস্যার সম্মুখীন হয়; কিন্তু শহীদের তা হয় না। এর কারণ কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এর কারণ হল, শহীদের মাথার উপর বিপদ হিসেবে অসংখ্য তরবারী ঝুলে থাকে। সে কারণে শাহাদাতের পর শহীদকে আর কোন কষ্ট দেয়া হয় না।

- কানযুল উম্মাল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৮

খতীব (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দেহের সঙ্গে তরবারী ঝুলিয়ে নামাজ আদায়কারীর নামাজ তরবারীবিহীন আদায়কারীর নামাজ অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ ।

— কানযুল উম্মাল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৮

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারীর হাতলের উপরের আবরণ ছিল রূপার । — শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ৭

আল্লামা বিজুরী (রহঃ) বলেন, এটি হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারী জুলফিকার, যা মক্কা জয়ের দিন তাঁর হাতে ছিল ।

— খাসায়েলে নববী, পৃষ্ঠা ১০১

হজুর আকরাম (সাঃ)-এর কাছে কয়েকটি তরবারী ছিল, যার প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম ছিল । তাঁর ব্যবহৃত প্রথম তরবারিটির নাম ছিল মাহুর, যা তিনি পিতার মীরাস হিসেবে পেয়েছিলেন । একটির নাম ছিল কাসীব, একটির নাম কালয়ী, একটির নাম তায়্যার, একটির নাম জুলফিকার ইত্যাদি ।

— খাসায়েলে নববী, পৃষ্ঠা : ১০১

ইবনে সীরীন বলতেন, আমি আমার তরবারী হযরত সামুরা (রাঃ)-এর তরবারীর মাপ মত বানিয়েছিলাম । সামুরা (রাঃ) বলতেন, তাঁর তরবারিটি তৈরী করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারীর অনুরূপ । উল্লেখ্য যে, তরবারীটি ছিল বনু হানীফা গোত্রের তরবারীর ধাঁচের ।

— শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ১০১

বনু হানীফা আরবের প্রসিদ্ধ একটি গোত্র । তারা উন্নত তরবারী তৈরীতে বিখ্যাত ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দ্বারা তরবারী তৈরী করাতেন । রাসূলের দেখাদেখি একে একে বহু লোক তাদের দ্বারা তরবারী তৈরী করিয়েছিল ।

— খাসায়েলে নববী, পৃষ্ঠা : ১০৩

এ কয়েকটি বর্ণনা দ্বারা তরবারীর ফযীলত ও গুরুত্বের কথা অনায়াসে বুঝে আসে । আর তরবারীর এই গুরুত্ব এ কারণে যে, এটি জিহাদের হাতিয়ার ।

আল্লাহ পাক আমাদের সব মুসলমানকে অস্ত্রের গুরুত্ব ও কদর-কীমত বুঝবার তাওফীক দান করুন এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা-প্রতিরক্ষায় হৃদয়ে অস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা ও মহাবত নসীব করুন ।

জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করা

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لَا طُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ - أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ - كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسَانًا أَجْمَعُونَ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ) একদিন বললেন, আজ রাতে আমি আমার একশত স্ত্রী কিংবা (বলেছেন) নিরানব্বই জন স্ত্রীর শয্যায় গমন করব। তাদের প্রত্যেকে একজন করে ঘোড়সওয়ার জন্ম দিবে, যারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করবে। এ কথা শুনে তাঁর এক সঙ্গী বলল, বলুন, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। ফলে একজন ব্যতীত কেউ গর্ভবতী হল না। সেই একজনও জন্ম দিল একটি বিকলাঙ্গ সন্তান। শপথ সেই সত্ত্বার, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে প্রত্যেকের গর্ভে এমন শাহসওয়ার জন্ম নিত, যারা অবশ্যই আল্লাহ'র পথে জিহাদ করত।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের এমন সংকল্প রাখা আবশ্যিক যে, আমার সন্তানরা বড় হয়ে আল্লাহ'র দ্বীনের সৈনিক হবে, যেমনটি নিয়ত করেছিলেন হযরত সুলায়মান (আঃ)।

আল্লামা ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, কেউ যদি সঙ্গমের সময় এ নিয়ত করে যে, এই সহবাসে আল্লাহ যদি আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন, তাহলে আমি তাকে আল্লাহ'র পথের মুজাহিদ বানাব, তবে সে লোক তার নিয়তের পুরস্কার পাবে; বাস্তবে তেমন ঘটুক বা না ঘটুক। অর্থাৎ যদি এমনও হয় যে, সে মিলনে ফায়ালি জিহাদ □ ৪১

তার সন্তান আসলই না বা সন্তান আসল ঠিক; কিন্তু সে সন্তান মুজাহিদ হল না, তবু সে নিয়তের সাওয়াব লাভ করবে। - ফতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১৭

যেসব মুসলমান সন্তানের জন্মের আগে তাদেরকে দুনিয়ার গোলাম বানাবার নিয়ত করে, তারপর ভীৰুতা ও বিলাসপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে তাদের লালন-পালন করে এবং জিহাদের কাছে ঘেঁষতে বারণ করে, এ হাদীস থেকে তাদের সবকিছু হাসিল করা দরকার।

জিহাদের নাম শুনে আজকের অনেক পিতা-মাতা থর থর করে কাঁপতে শুরু করে যে, পাছে তাদের ছেলেরা ময়দানে ছুটে না যায়। আল্লাহ'র অনুগ্রহে যদি তাদের ছেলেরা জিহাদের ময়দানে চলে যায়, তাহলে তাদের হৃদয়ে প্রলয় শুরু হয়ে যায় এবং নানা রকম বাহানা-অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের মুসলিম যুবক ছেলেদেরকে জান্নাতের ময়দান থেকে টেনে এনে দুনিয়ার মোহজালে আটকে ফেলে। আজকাল পিতা-মাতারা আলিমদের কাছে ফতুয়া নেয়ার জন্য আসে যে, আমার ছেলে আমার অনুমতি না নিয়ে জিহাদে চলে গেছে- তার এ কাজ জায়েজ হয়েছে কি? আলেমরাও শরয়ী মূলনীতির ভিত্তিতে জবাব প্রদান করেন। কিন্তু সেই জবাবকে তারা জিহাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে বেড়ায়। অথচ, সার্বিক বিচারে ফতুয়া তো এটা-ই যে, সর্বাত্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য আবশ্যিক, যদিও সৃষ্টির কেউ তাতে অসন্তুষ্ট হোক। আর সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা চরম বোকামী বৈ নয়। উম্মাহ'র এই দুর্দিনে আজ মুসলমানদের উচিত কুরআন ও হাদীসের বিধানের আলোকে জিহাদ সম্পর্কে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনাকে ঝালাই করে নেয়া এবং নিজেদের সন্তানদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ঈমানী দায়িত্ব পালন করা। প্রত্যেক মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার যে, সব মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত। কে কখন কিভাবে মৃত্যুবরণ করবে, তা আল্লাহ পাক বহু আগেই ঠিক করে রেখেছেন, যার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। আর আল্লাহ'র নাক্ষত্রমণীওয়ালা জীবন অপেক্ষা আল্লাহ'র আনুগত্যওয়ালা মৃত্যু উত্তম। প্রত্যেক ঈমানদারের মনে রাখতে হবে, এ দুনিয়া ধ্বংসশীল। আমাদের আসল ঠিকানা আখেরাতে। এ বিশ্বাসেরই আলোকে সাহাবা কিরাম ডাক আসা মাত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, মহিলারা নিজ নিজ সন্তান-স্বামীদের প্রস্তুত করে জিহাদে প্রেরণ করতেন। জিহাদের ডাক পড়ার পরও পুরুষদের ঘরে বসে থাকাকে সে যুগের মহিলারা কাপুরুষতা মনে করত।

হযরত খানসা (রাযিঃ)-এর একাধিক পুত্র জিহাদের ময়দানে শহীদ হন। শাহাদাতবরণ করেছেন তার আরো কয়েকজন আত্মীয়-ও। কিন্তু সে জন্য তিনি মোটেই বিচলিত হননি। তাঁর প্রশ্ন ছিল, বল, আল্লাহ'র রাসূল কেমন আছেন?

অহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হামযা (রাযিঃ)। শহীদ হওয়ার পর কাফেররা তাঁর পবিত্র দেহটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখলেন তার বোন সাফিয়্যা (রাযিঃ)। সাফিয়্যার পুত্র যোবায়ের (রাযিঃ) তখন রণাঙ্গনে। তবু তিনি পুত্রকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে আনেননি; বরং উন্টো এই পৈশাচিকতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পুত্রকে বার বার উৎসাহিত করতে থাকেন।

কিন্তু আজকের মুসলমানদের হল কী? এ যুগের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের এমনভাবে লালন-পালন করছে, মুরগী যেভাবে নিজের বাচ্চাদের লালন-পালন করে বড় বানায় আর ক'দিন পর মানুষ তাদের রান্না করে খেয়ে ফেলে। তেমনি আজ আমাদের মুসলমানরাও তাদের সন্তানদেরকে কাফির-মুশরিকদের মোকাবেলায় এমন নিরীহ ও ভীতরূপে গড়ে তোলে যে, নিজেদের ঈমান-ঐতিহ্য, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত আসলেও তারা শত্রুর মোকাবেলায় আসতে সাহস পায় না। যার ফলে আজ কাফিররা মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলছে, তামাশা করছে মুসলিম মা-বোনদের অক্র-ইজ্জতের সাথে। ধ্বংস করছে তারা মুসলমানদের ঘর-বাড়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্থাপনাসমূহ।

এমতাবস্থায় মুসলমানদের উচিত, এই অপমান ও যিল্লতির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য জিহাদের পথ অবলম্বন করা। সন্তান জন্ম নেয়ার আগেই নিয়ত করুন, আমি তাকে মুজাহিদ বানাব। জন্ম লাভের পর থেকেই আপনার সন্তানকে নির্ভেজাল ইসলামী ও জিহাদী ধারায় গড়ে তুলুন। শৈশব থেকেই সন্তানদের হৃদয়ে ইসলাম ও মুসলমানের ভালবাসা এবং কুফরের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করুন। সন্তানদের সাঁতার শেখাবেন, ব্যায়াম করাবেন। পূর্বসূরীদের বীরত্বের কাহিনী শোনাবেন। শৈশব থেকেই সন্তানের কচি মনে জিহাদের জয়বা ও শাহাদাতের তামান্না সৃষ্টি করাবেন। এভাবে গড়ে তুললে দেখবেন, বড় হয়ে আপনার সন্তান ইসলামের একজন বীর সৈনিকে পরিণত হবে। সে নিজের মা-বোন-স্ত্রী এবং ইসলামী ঐতিহ্যের মোহাফেজ হবে। কোন শক্তির দুষমনই আপনার সেই বীর সন্তানের প্রতি চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাবে না ইনশাআল্লাহ।

কাপুরুষতা থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
 بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأَوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَعْلَمُ
 بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْغُلَمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُمْ دُبْرَ الصَّلَاةِ:
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - فَحَدَّثْتُ
 بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ

তরজমা : আমার ইবনে মাইমুন আল-আওদী বলেন, শিক্ষক ছাত্রকে
 যেভাবে হস্তাক্ষর শিক্ষা দেয়, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াহ্বাস (রাযিঃ) তাঁর
 সন্তানদের সেভাবে কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের পর এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা
 করতেন। তিনি বলতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে কাপুরুষতা
 থেকে। আরো আশ্রয় চাই কষ্টদায়ক বয়স থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয়
 চাই কবরের আজাব থেকে। - বুখারী, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৩৯৬

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে মৃত্যুবরণ
 করেন, সে রোগে আক্রান্তকালীন একদিন তিনি মসজিদে নববীতে ঘোষণা করেন
 যে, যার যা সমস্যা আছে আজ আমাকে দিয়ে দু'আ করিয়ে নাও। এ ঘোষণা
 শুনে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সাহস কম
 এবং অপরিমিত ঘুম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য
 দু'আ করলেন। ফজল (রাযিঃ) বলেন, এরপর থেকে আমরা দেখলাম যে, তার
 মত বীর পুরুষ দ্বিতীয়জন নেই।

- খাসায়েলে নববী, পৃষ্ঠা : ১৩৪

এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ভীৰুতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং তা থেকে এমনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যেমনি আশ্রয় চাইতেন কুফর, শিরক, নিফাক ও দুনিয়ার মোহ থেকে। আল্লাহ তা‘আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন বিশ্বজগত থেকে কুফর-শিরক নির্মূল করার জন্য। তাই তাঁকে বীরত্ব-বাহাদুরীর গুণেও গুণান্বিত করেছেন। নবীজী স্বয়ং বলেছেন—

وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ

‘আর আমি ‘মাহী’ (নির্মূলকারী)। আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর-এর মূলোৎপাটন করেন।

— শামায়েলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২৫

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, যুদ্ধ যখন ঘোরতর আকার ধারণ করত এবং রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠত, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। আর তাঁর অপেক্ষা কেউ দূশমনের নিকটে যেতে পারত না। বদর যুদ্ধের দিন আমি দেখেছি যে, আমরা যখন তাঁর পিছনে আশ্রয় নিলাম, তখন তিনি ছিলেন দূশমনের সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটে। সেদিন তিনি সবচেয়ে বেশী ঘোরতর লড়াই লড়েছেন। — নুরুল ইয়াকীন, পৃষ্ঠা : ২৭৭

আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা ইবনে ‘আযিব (রাযিঃ)-এর নিকট শুনেছি, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, হে আবু উমারাহ! হুনাইনের যুদ্ধে কি আপনারা পলায়ন করেছিলেন? জবাবে বারা ইবনে ‘আযিব (রাযিঃ) বললেন, না আল্লাহ’র কসম! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি।

— বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১০

এ হাদীসটির শেষে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরবৃষ্টির মধ্যেও নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করছিলেন এবং অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলেন। পংক্তিটি হল—

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

‘আমি সত্য নবী, তাতে কোন মিথ্যা নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের উত্তরসূরী।’

— বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১০

এ হাদীসগুলোতে ভীৰুতার নিন্দা এবং বীরত্ব-বাহাদুরীর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভীৰুতা নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হবে তখন, যখন কেউ ভীৰুতার কারণে নিজে জিহাদ থেকে দূরে থাকে, অন্যদেরকেও এই পবিত্র কর্তব্য ফাযায়িলে জিহাদ □ ৪৫

থেকে দূরে রাখে। তবে কেউ যদি স্বভাবগতভাবে ভীৰু হয়, কিন্তু এই ভীৰুতা সত্ত্বেও মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে সে বীর মুজাহিদ অপেক্ষা অধিক প্রতিদান পাবে। কারণ, তার মন এ কাজের প্রতি উৎসাহী ছিল না। এখন কষ্ট স্বীকার করে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছে এবং এমন জগতে গিয়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে উপরে-নিচে, ডানে-বাঁয়ে সর্বত্র লাশ আর লাশ। তো স্বভাবগত ভীৰুতার কারণে নিশ্চয় তার তীব্র ভয় অনুভূত হবে এবং সীমাহীন কষ্ট ভোগ করবে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে এসব কষ্ট বরণ করে নিয়েছে আল্লাহ'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কাজেই আল্লাহ তাকে সেই বীর মুজাহিদ অপেক্ষা বেশী পুরস্কার প্রদান করবেন, যুদ্ধের ময়দানে যার কোন ভয়-ই অনুভব হয় না। যেমন : এক হাদীসে আছে, 'বাহাদুরও জিহাদ করে, ভীৰুও জিহাদ করে। কিন্তু ভীৰু প্রতিদান পায় বাহাদুর-এর দ্বিগুণ।'

তাছাড়া জিহাদের ময়দান-ই হল নিজের মধ্যে বীরত্ব সৃষ্টি করার ক্ষেত্র, জিহাদে বের হওয়া-ই বীর মুজাহিদে পরিণত হওয়ার উপায়। কেননা, আমরা যে পরিবেশে, যে সমাজে বসবাস করি, সেই পরিবেশ সেই সমাজ সিংহকেও শিয়ালে পরিণত করে তোলে। ফলে আজ ভীৰুতা-কাপুরুষতার ব্যাধি এত ব্যাপকতা লাভ করেছে যে, এখন একে দোষ-ই মনে করা হয় না। আমাদের সমাজে এখন ভীৰুতাকেও একটি ভাল গুণ ধরে নেয়া হয়েছে। একটু বিকট শব্দ কানে আসা মাত্র আমাদের হৃদয় থর থর করে কাঁপতে শুরু করে আর একে আমরা স্বভাবের নাজুকতা বলে প্রশংসা করি।

আমার মুসলমান ভাই ও বন্ধুগণ! একটি যুগ এমন ছিল, যখন সমগ্র বিশ্বে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। একজন কাফিরের কাছে মদ যেমন প্রিয়, তখন তোমাদের নিকট শাহাদাতের মৃত্যু ছিল তার চেয়েও অধিক প্রিয়। সে জন্যই তখন পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে সবখানে মুসলমানদের জান-মাল, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবই নিরাপদ ছিল। আর আজ ভীৰুতার কারণে না আমরা শান্তিতে বাঁচতে পারি না সম্মানের সাথে মরতে পারি। চতুর্দিক থেকে যিল্লতি ও গোলামীর কালো ছায়া আমাদের ঘিরে রেখেছে। নিত্যদিন জানাযা দেয়া হচ্ছে আমাদের জীবন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির। তবে এখনও সময় আছে, সুযোগ আছে বিলাস-শয্যার অলস-নিদ্রা ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠুন। জিহাদের পথ ধরে কাফির-মুশরিকদের দাসত্বের শিকল ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেলুন, মর্যাদার জীবন ও শাহাদাতের মৃত্যুর অধিকারী হোন।

জিহাদের বরকতে দু'জন-ই জান্নাতে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يَقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَشْهَدُ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দু' ব্যক্তিকে নিয়ে হাসেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করেছিল এবং পরে দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করেছে। প্রথমজন (জান্নাতে প্রবেশ করবে) এ কারণে যে, সে আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে শহীদ হয়েছে। পরে আল্লাহ হত্যাকারীর তাওবা কবুল করে নেন এবং সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়ে যায়।
- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৬

ব্যাখ্যা : জমউল ফাওয়ায়েদ খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৬-এ এ ধরনের একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ-

হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এক কাফির ও এক মুসলমানের মধ্যে প্রাথমিক মোকাবেলা শুরু হয়। কাফির লোকটি মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে। তারপর অপর এক মুসলমান মোকাবেলার জন্য এগিয়ে আসে। কাফির তাকেও হত্যা করে ফেলে। এবার কাফির লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে দাঁড়িয়ে যায় এবং জিজ্ঞেস করে যে, 'আপনি কী উদ্দেশ্যে লড়াই করছেন?' জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমাদের ধর্মে আছে যে, আমরা মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে থাকব, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রাসূল এবং আমরা আল্লাহ'র সমুদয় হুকুম আদায় করব।' এ-কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে কাফির মুসলমানদের দলে যোগ দিয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তাকে তুলে নিয়ে সেই দু' মুসলমানের সঙ্গে রাখা হয়, যাদেরকে এইমাত্র সে হত্যা করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ লোকটি জান্নাতী'।

আলোচ্য হাদীসে এই যে বলা হল, ‘আল্লাহ তা‘আলা হাসেন’ তার দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ’র সন্তুষ্টি ও রহমত বর্ষণ। কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন, আল্লাহ পাকের হাস্য করার অর্থ পুরস্কার প্রদান করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা এমন দু’ ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করবেন।

এ হাদীস থেকেও জিহাদের আজমত ও শাহাদাতের ফযীলত জানা যায়। এও প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ করার জন্য শুধু মু‘মিন হওয়াই যথেষ্ট। জিহাদের জন্য বিশেষ স্তরের ঈমান বা বিশেষ আমলের প্রয়োজন নেই। যেমন আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, ঐ লোকটি ক্ষণিক আগে মুসলমান হত্যা করেছিল এবং এইমাত্র মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল এবং দরবারে নবুওত থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে গেল।

আসল কথা হল, মুসলমান যদি একবার সাহস করে এই বরকতময় আমলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাদের উপর আল্লাহ তা‘আলার রহমতের সমুদ্র বয়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু সমস্যা হল, মানুষের জঘন্যতম দুশমন নফস মানুষকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হতে দেয় না এবং নানা রকম বাহানা সাজাতে থাকে। তার কারণ, জিহাদে নফস-এর মৃত্যু ঘটে এবং শয়তান অপদস্ত হয়। তাই নফস ও শয়তান আত্মপ্রাণ চেষ্টা করে, মানুষকে কিভাবে জিহাদ থেকে বিরত রাখা যায়। কিন্তু যে ভাগ্যবান মুসলমান সাহস করে এই মহান আমলের ময়দানে একবার পা রাখে, আল্লাহ তার জন্য রহমতের সব দরজা উন্মুক্ত করে দেন। হোক সে যে কেউ। তবে জিহাদ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ’র সন্তুষ্টি অর্জন।

মুজাহিদের রোযা

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَسَهِيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا
النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

তরজমা : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে (জিহাদ করা অবস্থায়) রোযা রাখল, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে তাকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৮

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** (আল্লাহ'র পথে) যখন সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় জিহাদ। ইমাম বোখারীর মতে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ।

- তাফহীমুল বুখারী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮০

ব্যাখ্যা : মুজাহিদের সম্মানে আল্লাহ পাক তার সব আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেন। তেমনি মুজাহিদ ইচ্ছা করলে জিহাদ চলাকালে রোযা না রেখেও পারে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে বরং এমনও আছে যে, এক জিহাদের সফরে কতিপয় লোক রোযা রাখে, কতিপয় রোযা বর্জন করে। গন্তব্যে পৌঁছে রোযাদাররা ক্লাস্তদেহে গুয়ে পড়ে আর যারা রোযা রাখেনি, তারা কোন বিশ্রাম ছাড়াই উদ্দীপনার সাথে কাজ শুরু করে দেয়। এদের প্রসঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'যারা রোযা রাখল না, তারা-ই আজ সওয়াব নিয়ে গেল'।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৪

রোযার ন্যায় মুজাহিদের তিলাওয়াত, যিকর, নামায এবং অর্থ ব্যয়ের প্রতিদানও বাড়িয়ে দেয়া হয়। হযরত সাহুল ইবনে মু'আয আল-জুহানী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী বানাবেন।'

- সুনানে কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭২

জান্নাতের প্রতিটি দরজা থেকে আহ্বান

حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ - كُلُّ خَزَنَةٍ بَابٍ - يَقُولُ، هَلَمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا رَجُؤَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে একটি জোড়া (যে কোন বস্তুর) ব্যয় করবে, জান্নাতের দ্বাররক্ষীগণ তাকে আহ্বান করতে থাকবে। জান্নাতের রক্ষীগণ বলবে, আসুন, আসুন, আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন। শুনে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে তো সেই ব্যক্তির কোন ভয় থাকবে না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আশা করি, আপনিও তাদের মধ্যে থাকবেন। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৮

মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দান করা এবং তাঁর অবর্তমানে

তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধান করার প্রতিদান

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

তরজমা : হযরত য়ায়েদ ইবনে খালিদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তিকে সরঞ্জাম দান করল, সে-ও যুদ্ধ করল। আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির পরিবারের তত্ত্বাবধান করল, সে-ও যুদ্ধ করল। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৯

ব্যাখ্যা : কুরআন ও হাদীসের স্থানে স্থানে বিভিন্নভাবে আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ এবং ব্যয় না করায় ধমকি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই নিম্নে তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এতদসংক্রান্ত একটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ'র পথে وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
এবং নিজের জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর সৎকাজ কর। যারা সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।
— বাকারা : ১৯৫

এ আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (রহঃ) লিখেছেন—

‘তোমরা আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) জানের সঙ্গে মালও ব্যয় কর। এক্ষেত্রে নিজের সম্পদ ব্যয় করায় কার্পণ্য প্রদর্শন করে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। জিহাদে জীবন কোরবান করার পাশাপাশি অকাতরে সম্পদও ব্যয় না করলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর প্রতিপক্ষ হবে শক্তিশালী, যা ধ্বংসের-ই অপর নাম।
— মা'আরিফুল কুরআন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭২

তাকসীরে মাজহারীর প্রণেতা কাজী ছানাউল্লাহ পানীপতি (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে ‘সাবীলুল্লাহ’ (আল্লাহর পথ) দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ।

— তাকসীরে মাজহারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৭

তিনি আরো লিখেছেন—

‘আমার মতে আলোচ্য আয়াতের মর্ম হল— হে মুসলমানগণ! তোমরা যদি জিহাদ ত্যাগ করে বস, তাহলে দুশমন তোমাদের মাথায় চড়ে বসবে, যার ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লামা বগবী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) অনবরত আল্লাহ'র পথে জিহাদে কাটাতে শুরু করেন। জিহাদ করতে করতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন এবং কুস্তুন্নিয়ার (কনস্টান্টিনোপল) পানাহ নগরে চির নিদ্রায় শায়িত হন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল; অথচ সে জিহাদ করল না, এমনকি মনে জিহাদের কল্পনাও করল না; সে এক প্রকার মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল।

— তাফসীরে মাজহারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৮

ইমাম বুখারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আয়াতটি জিহাদে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

— বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪৮

ইমাম বুখারীর এ অভিমতের ব্যাখ্যা মুহাশশী (রহঃ) এভাবে করেছেন—

الظَّاهِرُ أَنَّ مَرَادَهُ التَّنْفِقَ فِي الْجِهَادِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُنْفَقْ فِيهِ غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ وَأَهْلَكُوهُمْ

বলা বাহুল্য যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জিহাদে ব্যয় করা। কেননা, জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা না হলে কাফিররা মুসলমানদের উপর জয়ী হয়ে যাবে এবং তারা মুসলমানদের ধ্বংস করে দেবে।

— বুখারীর টীকা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৪৮

আয়াতের শানে নুযূল

আসলাম আবু ইমরান বলেন, একবার আমরা মদীনা থেকে কুস্তুলুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) অভিমুখে রওনা হই। আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে অলীদ আমাদের আমীর। পথে বিশাল এক রোমান বাহিনী আমাদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। আমরাও সংখ্যায় অনেক। সারিবদ্ধভাবে আমরা তাদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যাই। হঠাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একাকী রোমানদের উপর হামলা করে বসে এবং তাদের সারিতে ঢুকে পড়ে। সঙ্গীরা চীৎকার করে বলে উঠে, হায়! হায়!! লোকটা নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিষ্ক্ষেপ করল!’ একথা শুনে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রহঃ) বলে উঠলেন, ‘লোক সকল! তোমরা আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা করছ। এ আয়াত তো আমরা আনসারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি এই ছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা যখন ইসলামের বিজয় দান করেন এবং ইসলামের সমর্থক-সহযোগীর সংখ্যা বেড়ে গেল, তখন আমরা কানাঘুসা শুরু করলাম যে, আল্লাহ তো ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন আর জিহাদের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধে আমাদের বিপুল সম্পদ নষ্ট হয়েছে। এস, এখন আমরা সে সবের প্রতিকারে

আত্মনিয়োগ করি, সহায়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করি। তার-ই খণ্ডনে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। - তাফসীরে ইবনে কাছীর, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪, কাশশাফ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭, মাজহারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

আয়াতে تَهْلِكُ (তাহলুকা) দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পদ রক্ষা ও ক্ষতিপূরণে জিহাদ বর্জন করা।
- মাজহারী, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৩৬৮

জিহাদে সম্পদ ব্যয় না করা নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিষ্ক্ষেপ করা সমান কথা

জিহাদে সম্পদ ব্যয় না করা আর নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া সমান কথা। কেননা, আল্লাহ যাদেরকে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তারা যদি অর্থ দ্বারা মুজাহিদদের সহযোগিতা না করে এবং মুজাহিদদের জন্য যুদ্ধের সরঞ্জামের ব্যবস্থা না করে, তাহলে মুজাহিদরা একদিকে দুর্বল হয়ে পড়বে, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুরা শক্তিশালী হয়ে যাবে, মুজাহিদদের উপর জয়লাভ করে মুসলমানদের সহায়-সম্পদ লুটে নেবে, মুসলমানদেরকে তাদের অত্যাচারের টার্গেটে পরিণত করবে এবং মুসলমানদের ঘাড়ে কুফরী আইন চাপিয়ে দিবে। এমনভাবে জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য সম্পদ ব্যয়ে কার্পণ্য করার অর্থ নিজেদেরকে অপমান ও ধ্বংসের মুখে নিষ্ক্ষেপ করা ছাড়া আর কী হতে পারে?

সম্পদ দ্বারা জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সময় যোদ্ধা অপেক্ষা অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন বেশী হয়। কারণ, সামরিক সরঞ্জাম ব্যতীত যুদ্ধ হয় না। এ কারণে ইসলামে জিহাদে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপক ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। অর্থ জিহাদের একটি মৌলিক উপাদান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদের ডাক দিতেন, তখন গরীব লোকেরাও জিহাদে অংশ নেয়ার জন্য রাসূলের দরবারে এসে উপস্থিত হত। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক সময় তিনি তাদের জন্য অস্ত্র ও বাহনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। ফলে তারা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে যেত। অর্থাভাবে জিহাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা মনে যে ব্যথা পেত, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে তার-ই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

তাদেরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার নিকট বাহনের জন্য আসলে তুমি বলেছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে তারা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেল।

- তাওবা : ১৯২

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا
لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أُحِبُّ مَا
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ
تَفِيفُضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا
أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

এ কারণে প্রত্যেক ঈমানদারের অপরিহার্য কর্তব্য, যদি আল্লাহ পাক তাকে অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ করে থাকেন, সে যেন আল্লাহ'র দ্বীনের বিজয় ও ঈমান-ইসলামের হেফাজতের জন্য তা থেকে ব্যয় করে। এ কাজে যেন সে কখনো হাত সংকুচিত না করে। কারণ, জিহাদে অর্থ ব্যয় না করার প্রবণতা সমগ্র জাতির জন্য ধ্বংস ডেকে আনে।

আল্লামা আবু সউদ বলেন, সম্পদ ব্যয় না করে কুক্ষিগত করে রাখা এবং সম্পদের প্রতি মহব্বত রাখা পতনের কারণ। এ কারণে কৃপণতাকে 'ধ্বংস' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

- তাফসীরে আবুস সউদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৭

জিহাদে অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মানুষ কে? জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই মুমিন, যে নিজের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে।' - বুখারী

পবিত্র কুরআনও স্পষ্ট ভাষায় এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছে। কুরআনের ভাষ্যমতেও যারা আল্লাহ'র পথে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে, তাদের সমান কেউ হতে পারে না। মহান আল্লাহ'র প্রকৃত ভালবাসা এবং রহমতও তাদেরই ভাগ্যে জুটে, যারা আল্লাহ'র সঙ্গে কৃত জান-মালের চুক্তি বাস্তবায়িত করে দেখায় এবং কোন কষ্টের তোয়াক্কা না করে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ'র বাণীর সমুন্নতির লক্ষ্যে নিজের ধন-মন-জীবন অকাতরে কোরবান করে।

হযরত আলী ও আবুদারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে ব্যয় করার জন্য অর্থ দান করল আর নিজে ঘরে বসে রইল, তাকে এক টাকায় সাতশত টাকার সাওয়াব

দান করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজেও জিহাদে গেল এবং আল্লাহ'র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থও ব্যয় করল, তাকে প্রতি টাকায় সাত লাখ টাকার সাওয়াব প্রদান করা হবে। একথা বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন—

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

‘আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন।’

— ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা : ১৯৮

আল্লামা আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, দানের সাওয়াবে এত বৃদ্ধি পাওয়া জিহাদের-ই সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ— জিহাদে ব্যয় করলেই কেবল আল্লাহ তা‘আলা এত সাওয়াব দান করেন। জিহাদ ছাড়া অন্য দ্বীনি কাজে দান করলে এত পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায় না। বড়জোর এক নেকীর বদলা দশ গুণ প্রদান করা হয়।

— রুহুল মাআনী : পৃষ্ঠা : ৭৮

হযরত ছাওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম দীনার (টাকা) সেটি, যা মানুষ নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে। আর সেটি, যা মানুষ ব্যয় করে জিহাদে নিজের ঘোড়ার পিছনে। আর সেটি, যা মানুষ জিহাদে সঙ্গীদের পিছনে ব্যয় করে।

— ইবনে মাজাহ : পৃষ্ঠা : ১৯৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের সাজ-সরঞ্জামের জোগান দিল, সে মুজাহিদেরই সমান সাওয়াব লাভ করল। তবে তাতে মুজাহিদের সাওয়াবে কোন ঘাটতি আসবে না।

— ইবনে মাজাহ : ১৯৮

হযরত খারীম ইবনে ফাতিক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে ব্যয় করবে, তাকে সাতশত গুণ সাওয়াব দেয়া হবে।

— তিরমিযী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লড়াই করে, সে লড়াই করার-ই সাওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথের যোদ্ধাকে অর্থ সাহায্য করে, সে অর্থ সাহায্যেরও সাওয়াব পায় এবং যোদ্ধার সাওয়াবও লাভ করে।

— আবু দাউদ

উল্লেখ্য যে, জিহাদে অর্থ ব্যয় করার এই যে বিশেষ ফযীলতের কথা বলা হল, তা শুধু সেই সময়ের জন্য, যখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে এবং সব ফায়যিলে জিহাদ □ ৫৫

মুসলমানের পক্ষ থেকে একটি দল এই দায়িত্ব পালন করে আর অন্যরা তাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও তাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করে চলে। কিন্তু কাফির-মুশরিকরা যদি মুসলমানের দেশে হামলা করে বসে বা অন্য কোন কারণে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে দাঁড়ায়, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর জীবন ও সম্পদ উভয়টি কোরবান করা জরুরী হয়ে পড়ে।

হযরত আবুযর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের তিনটি সাবালক সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাত দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে নিজের সম্পদের দু'টি জোড়া ব্যয় করে, জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতা তার প্রতি দৌড়ে আসে। অর্থাৎ- মৃত্যুর পর জান্নাতের প্রহরী ফেরেশতা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আহ্বান করে।

- সুনানে কুবরা বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭১

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত 'জোড়া' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দু'টি গোলাম কিংবা দু'টি উট বা দু'টি বকরী অথবা এ রকম অন্য কিছু। আল্লাহ'র পথে এসব সম্পদ ব্যয় করার অপরিসীম ফযীলত এবং ব্যয়কারীর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

হযরত আবু উসামা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম সদকা হল, আল্লাহ'র পথে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করা, আল্লাহ'র পথে গোলাম দান করা, আল্লাহ'র পথে তাগড়া উষ্ট্রী দান করা।

- কানযুল উম্মাল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৩

তাঁবু, গোলাম বা খাদেম এবং উষ্ট্রী মুজাহিদদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকে 'সর্বোত্তম সদকা' বলে অভিহিত করেছেন। মুজাহিদদের থাকার জন্য তাঁবু, সেবার জন্য গোলাম বা খাদেম এবং চলাচলের জন্য বাহনের প্রয়োজন পড়ে। আবার এই তিনটি বস্তু মূল্যবানও বটে। তাই আল্লাহ'র পথে এগুলো ব্যয় করলে বিপুল সাওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে ছায়া দান করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ছায়া দান করবেন।

- সুনানে কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৭২

যেহেতু মুজাহিদ আল্লাহ'র বাণী সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়, সে জন্য যে-ই তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তার প্রতিদান আল্লাহ নিজে আদায় করে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী সেই মুমিন, যে আল্লাহ'র পথে নিজের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে। আর সেই ব্যক্তি, যে কোন নির্জন গুহায় বসে আল্লাহ'র ইবাদত করে, যার ফলে মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।

— কানযুল উম্মাল, পৃষ্ঠা : ২৮৪

এ হাদীসে জীবনের সাথে সম্পদের ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে ঈমানের পরিপূর্ণতার উপায়-উপাদান আখ্যা দেয়া হয়েছে। তার কারণ, জীবন ও সম্পদের মোহ মানুষের স্বভাবগত বিষয়। তাই মানুষ যখন নিজের অতি প্রিয় এই বস্তুদ্বয়কে আল্লাহ'র পথে কোরবান করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে ঈমানের স্বাদ ও পরিপূর্ণতা দান করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, মেরাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরীল (আঃ)-এর সঙ্গে এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করেন, যারা একদিন ক্ষেতে ফসল বপন করে আর পরদিনই কেটে ঘরে তোলে। এক ফসল কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন ফসল উৎপন্ন হয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই জিবরীল! এরা কারা?' জিবরীল (আঃ) বললেন, 'এরা মুজাহিদ। এদের নেকীর প্রতিদান সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। এরা জিহাদে যা কিছু ব্যয় করে, এদেরকে তার প্রতিদান দিয়ে দেয়া হয়।' — আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা : ৩৭৬

জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ'র বাণী সমুন্নত হয়, বাতিল নিপাত যায়, সত্য বিজয়ী হয়, 'আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার'-এর সুমহান মিশন জীবন লাভ করে, কুরআনের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলামের বিজয় ও মর্যাদা দেখে দেখে মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার পুরস্কার এত বাড়িয়ে দেন। আর যেহেতু জিহাদের মাধ্যমে শুভ কর্মের উন্নতি এবং সত্য কাজের প্রসার ঘটে, তাই যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে দেশের সকল সৎকর্মশীলের সাওয়াব দান করা হয় এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমুদয় কল্যাণ দান করেন।

জিহাদে গুপ্তচরবৃত্তির ফযীলত

حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ؟ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَأْتِيَنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرِ

তরজমা : হযরত জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, ‘কে আমাকে দুশমনের সংবাদ জানাতে পারবে?’ হযরত জুবায়র (রাযিঃ) বললেন, আমি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আমাকে দুশমনের সংবাদ জানাতে পারবে?’ এবারও জুবায়র (রাযিঃ) বললেন, আমি। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সব নবীর-ই ঘনিষ্ঠ সহচর থাকে; আর আমার ঘনিষ্ঠ সহচর হল জুবায়র ইবনুল ‘আওয়াম।’ - বুখারী, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯৯

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সফল সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে এক নাম হল ‘নবিউল মালাহিম’, যার অর্থ যোদ্ধা নবী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন-

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَأَنَا الْمُصْطَفَى وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَاةِ

আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ। আমি রহমতের নবী, তাওবার নবী। আমি সর্বশেষ নবী, আমি হাশির (আমার নবুওত অবস্থায়ই কিয়ামত সংঘটিত হবে) আমি যোদ্ধা নবী। - শামায়িলে তিরমিযী, পৃষ্ঠা : ২৫

শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানী (রহঃ) লিখেছেন, ‘মালাহিম’ মালহামাহ-এর বহুবচন। ‘মালহামাহ’ সেই যুদ্ধকে বলা হয়, যাতে ব্যাপক রক্তপাত ও খুনাখুনি হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নাম ধারণ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর আমলে এবং তাঁর উম্মতের মধ্যে যে

পরিমাণ জিহাদ সংঘটিত হয়েছে ও হবে অন্য কোম নবীর আমলে তেমন হয়নি। তাছাড়া এ উম্মতের জিহাদ চিরকাল চলতে থাকবে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, ‘আমার উম্মতের মধ্যে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এমনকি তাদের সর্বশেষ অংশটি দাজ্জালের সঙ্গে লড়াই করবে।’

— খাসায়েলে নববী, পৃষ্ঠা : ৩৭৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সমর-বিশারদ ছিলেন। হাদীস ও সীরাতে গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত নবীজীর যুদ্ধকৌশল ও সামরিক ব্যবস্থাপনার বিবরণ দেখলে অবাক হতে হয়। সাহাবীদেরকে তিনি যুদ্ধের মূলনীতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘যুদ্ধ কৌশলের নাম’। বুখারী শরীফের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় স্পষ্ট কথা না বলে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করতেন, যাতে শত্রুর কাছে তথ্য ফাঁস না হয়। বিশেষতঃ মক্কা বিজয়ের সময় নিজের যুদ্ধ পরিকল্পনা বিষয়ে অধিক গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখেন। এক পর্যায়ে একজন সাহাবী থেকে কিছু বিচ্যুতি ঘটে গেল এবং তিনি মক্কার মুশরিকদেরকে সংবাদ জানাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন এবং এত বড় পরিকল্পনা-প্রস্তুতিকে এমনই গোপন রাখেন যে, মুশরিকরা তাঁর এই মক্কা-বিজয় অভিযানের সংবাদ ঘুণাঙ্করেও জানতে পারেনি। যখন তাঁর বাহিনী মুশরিকদের মাথার উপর এসে পৌঁছেছে, তখনও তারা বিষয়টা বুঝে উঠতে পারেনি। ফলে পবিত্র মক্কা কোন রকম রক্তপাত ছাড়াই বিজয় হয়ে যায়। ছোটখাট দু’ একটি সংঘাত ছাড়া কোন সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয়নি। এ ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরাট এক রণকৌশল।

আল্লাহ’র বাণী সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব সময়ই দুশমনের মুখোমুখি থাকতে হত। সে জন্য তিনি সর্বদা দুশমনের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতেন। তিনি জানতেন, দুশমন সব সময় সুযোগের সন্ধানে ওঁৎ পেতে আছে। কিন্তু প্রিয়নবীর যুদ্ধ-কৌশল এবং দুশমনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টির বদৌলতে ইসলামের বিরুদ্ধে আঁটা অনেক ষড়যন্ত্রকে আগেভাগেই নস্যাৎ করে দেয়া সম্ভব হয়েছে। সেসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে খালিদ ইবনে সুফিয়ান হাজালী, কা’ব ইবনে আশরাফ এবং মসজিদে জিরার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র ফাযায়িলে জিহাদ □ ৫৯

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খালিদ ইবনে সুফিয়ান হাজালী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে বাহিনী গঠন করছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র একজন সাহাবীকে প্রেরণ করে তার সেই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন। কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম (রাযিঃ) সেই ষড়যন্ত্রকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। পক্ষান্তরে 'মসজিদে জিরার' ছিল ইহুদী ও মুনাফিকদের এক সুসংঘটিত ষড়যন্ত্র, যাকে সফলতার মুখ দেখার আগেই ধুলিস্মাৎ করে দেয়া হয়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই রণকৌশলের একটি বিজয় হল গোপনে দুশমনের তথ্য সংগ্রহ করা। এ-কাজের জন্য লোক তলব করা হলে হয়রত জুবায়র ইবনুল 'আওয়াম প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দরবারে নবুওত থেকে তিনি পেয়ে গেলেন 'হাওয়ারী' তথা 'একান্ত সহচর' এর উপাধি।

সামরিক বিষয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতর্কতা-সাবধানতা ও এত মনোযোগী হওয়ার মূলে ছিল আল্লাহ পাকের নির্দেশ। আল্লাহ'র জমীনে আল্লাহ'র দ্বীন নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি এসব করেছিলেন। আজও মুসলমানরা চেষ্টা করলে পৃথিবীতে আল্লাহ'র বিধান ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে দুশমনদের পদানত করতে পারে এবং ইসলামের হৃত-মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারে।

ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

তরজমা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত ‘খায়র’ তথা কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩১৯

অপর এক বর্ণনায় ‘খায়র’-এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে সাওয়াব ও গনীমত।

- বুখারী, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৪০০

জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার প্রতিদান

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبَرِيَّ يَحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبْعَةَ وَرِيهَ وَرَوْتَهُ وَبَوَلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ’র প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস রেখে যে ব্যক্তি আল্লাহ’র পথে (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়া পালন করল, কিয়ামতের দিন সেই ঘোড়ার দানা-পানি ও মল-মূত্র সব তার (নেক আমলের) পাল্লায় ওজন করা হবে। (অর্থাৎ- এমন ব্যক্তিকে এ সবেঁকও বিনিময় দেয়া হবে)।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০০

ঘোড়ার পিঠে চড়ে গলায় তরবারী ঝুলিয়ে প্রিয়নবী (সাঃ)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبِرُ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ وَفِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تَرَاعُوا لَمْ تَرَاعُوا - ثُمَّ قَالَ: وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ قَالَ إِنَّهُ لَبَحْرٌ

তরজমা : হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুশ্রী ও সর্বাপেক্ষা সাহসী মানুষ ছিলেন। এক রাতে কি একটি শব্দ শুনে মদীনাবাসী আতংকিত হয়ে ওঠে। শব্দটি যে দিক থেকে আসছিল, মানুষ সেদিকে ছুটে চলল; নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের সামনে। তিনিই বিষয়টি যাচাই করে দেখেন। সে সময়ে তিনি হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)-এর ঘোড়ার নাস্তা পিঠে সাওয়ার ছিলেন এবং তাঁর গলায় তরবারী ঝুলছিল। তিনি বলছিলেন, ‘তোমরা ভয় পেও না, তোমরা ভয় পেও না।’ তারপর তিনি বললেন, ‘ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্র পেয়েছি’। কিংবা বলেছেন, ‘নিশ্চয় ঘোড়াটি একটি সমুদ্র’। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৭

ব্যাখ্যা : জিহাদ যেহেতু ইসলামের মর্যাদা ও অস্তিত্ব, তাই মুসলমানদের সেই সব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা জিহাদে প্রয়োজন হবে। আর সেই সব সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার জন্য সাওয়াব-পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কেননা, ইসলামের মর্যাদা ও অস্তিত্বের জন্য জিহাদ এটি আবশ্যকীয় বিষয় আর জিহাদের জন্য প্রয়োজন জিহাদ করার উপাদান-সরঞ্জাম। এ কারণে জিহাদ করার পাশাপাশি জিহাদের সরঞ্জামের মধ্যেও বিপুল সাওয়াব-পুরস্কার রাখা হয়েছে।

জিহাদের সরঞ্জামের মধ্যে ঘোড়ার গুরুত্ব অন্যতম। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তোমরা যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখ। সঞ্চয় কর শক্তি ও পালিত ঘোড়া, যা দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহ'র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

- আনফাল, আয়াত : ৬০

মুসলিম শরীফে হযরত জারীর (রাযিঃ) কর্তৃক একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নিজের ঘোড়ার কপালে হাত বুলাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, ‘ঘোড়ার কপালে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত কল্যাণ রাখা হয়েছে।’

নাসায়ী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঘোড়া অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছু ছিল না।

- ফতহুল বারী, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৬৬

আল্লামা ইবনে হাজ্জর (রাহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম এবং মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য যখন ঘোড়ার কপালে কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে, তখন জিহাদও কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। জিহাদ যখন চালু থাকবে, তার জন্য মুজাহিদও থাকতে হবে। আর মুজাহিদরা যে মুসলমান হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীরা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। যতই লক্ষ্যবাক্ষ করুক, পৃথিবীর কোন শক্তি মুসলিম জাতিসত্তাকে নির্মূল করতে পারবে না।

- ফতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৭

ইবনে মারদূবিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, ‘শয়তান কখনো ঘোড়ার কপাল স্পর্শ করতে পারে না।’

হযরত তামীমদারী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে ঘোড়া পালন করল এবং নিজের হাতে ঘোড়ার খাদ্য তৈরী করল, তাকে সেই ঘোড়ার প্রতিটি দানার বিনিময়ে সাওয়াব দেয়া হবে।

- ফতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৭

বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার মালিক তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। এক শ্রেণীর মালিকের জন্য তাদের ঘোড়া সাওয়াব ও কল্যাণের কারণ হয়। এক শ্রেণীর ঘোড়া নিরাপত্তার কাজ দেয়। এক শ্রেণীর জন্য তাদের ঘোড়া বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।

যাদের জন্য ঘোড়া সাওয়াব ও কল্যাণের কারণ, তারা ঐসব লোক, যারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে। তারপর সবুজ-শ্যামল কোন চারণভূমিতে নিয়ে গিয়ে ঘোড়াকে লম্বা রশি দ্বারা বাঁধে। রশির আওতায় থেকে ঘোড়া যা কিছু খাদ্য খায়, পান করে, তার বিনিময়ে মালিককে সাওয়াব দেয়া হয়। আর যদি ঘোড়া রশি ছিঁড়ে আওতার বাইরে চলে যায়, তাহলে তারও প্রতিটি কদমের জন্য মালিককে সাওয়াব দেয়া হয়। যদি ঘোড়া কোন খাল-নদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা থেকে পানি পান করে, তার বিনিময়েও মালিককে সাওয়াব দেয়া হয়; যদিও মালিকের পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকে।

আর যারা ঘোড়া পোষে অহংকার প্রদর্শন কিংবা ইসলামের দূশমনি করার উদ্দেশ্যে। এমন লোকদের জন্য ঘোড়া বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

— বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ঘোড়ার পিঠে আরোহন করতেন এবং সাহাবীদেরকে ঘোড়সওয়ারে দক্ষতা অর্জন করার জন্য উৎসাহ দিতেন। আমাদের পূর্বসূরী বহু আলিম ঘোড়ার নাস্তা পিঠে সাওয়ার হওয়া পছন্দ করতেন। বুখারী শরীফ ১ম খণ্ডের ৪০১ নং পৃষ্ঠায় ‘অবাধ্য জন্তু ও ঘোড়সওয়ারী’ শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। এই পরিচ্ছেদের আওতায় ইমাম বুখারী রাশেদ ইবনে সা’দ এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ নর ঘোড়ায় সাওয়ার হওয়া বেশী পছন্দ করতেন। কারণ, নর ঘোড়া দৌড়াতেও পারে দ্রুত, সাহসীও বটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)-এর ঘোড়ার নাস্তা পিঠে সাওয়ার হয়েছেন এবং তার গতির তীব্রতার প্রশংসাও করেছেন।

সারকথা, ঘোড়ার এত ফযীলত এবং ঘোড়া পালন ও ঘোড়ায় সাওয়ার হওয়ার প্রতি এত উৎসাহ প্রদানের একমাত্র কারণ, সে যুগে ঘোড়া ছিল জিহাদের শ্রেষ্ঠ বাহন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যখন যে বস্তু জিহাদের অস্ত্র ও উপাদানের কাজ দেয়, তার উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণ বিপুল সাওয়াবের কাজ।

কাজেই এসব শরয়ী বিধানের অনুসরণকল্পে মুসলমানদের উচিত যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতা অর্জন করা এবং যুদ্ধের সব রকম উপায়-উপকরণ ও অস্ত্র সব সময়ের জন্য প্রস্তুত রাখা, যাতে আল্লাহ'র নিকট সাওয়াবও লাভ করা যায় এবং প্রয়োজনের সময় কাজেও ব্যবহার করা যায়।

আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রতিদান, গনীমত ও জান্নাতের জামানত

حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ حَفِصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا
عُمَارَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ
فِي سَبِيلِهِ - لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا
نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوْ دِدْتُ أَنْتَى أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَى،
ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أَحْيَى ثُمَّ أُقْتَلَ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জামানত গ্রহণ করেছেন, যে বের হয়েছে আল্লাহ'র পথে; আমার প্রতি ঈমান ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু তাকে বের করেনি। আল্লাহ হয় তাকে প্রতিদান ও গনীমত দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দেবেন কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন) আমার যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকা না হত, তাহলে ছোট থেকে ছোট কোন অভিযান থেকেই আমি পিছিয়ে থাকতাম না। আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি আল্লাহ'র পথে নিহত হই। আবার জীবিত হই। আবার নিহত হই। আবার জীবিত হই। আবার নিহত হই। - বুখারী, খঃ : ১, পৃষ্ঠা : ১০

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ- এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ হয়ত গাজী বানিয়ে সাওয়াব-প্রতিদানসহ ফিরিয়ে দেবেন নতুবা শাহাদাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

সারকথা, মুজাহিদদের প্রতিটি অবস্থা-ই রহমত আর রহমত। সফলতা আর সফলতা। মুজাহিদ জিহাদ করে বেঁচে থাকলে গাজী আর মরলে শহীদ। মুজাহিদ জয়ী হোক বা পরাজিত, দুশমনের উপর সে বিজয়ী হোক কিংবা দুশমন তার উপর বিজয়ী হোক, দুশমনের মোকাবেলায় মুখোমুখি লড়াই করুক অথবা পিছনে থেকে মুজাহিদদের সেবায় নিয়োজিত থাকুক, দুশমনের গুলিতে নিহত হোক,

কিংবা ভুলবশতঃ আপন লোকদের গুলিতে নিহত হোক, মুজাহিদ সকল অবস্থাতেই কামিয়াব।

মুজাহিদের ব্যর্থতা শুধু একটি ক্ষেত্রে; যদি নিয়ত তার সঠিক না হয় এবং সুনাম-সুখ্যাতির জন্য লড়াই করে। এমন মুজাহিদের দুনিয়া-আখেরাত দু-ই বরবাদ। কিন্তু যখন মুজাহিদের উদ্দেশ্য হয় শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও আল্লাহ'র বাণী বুলন্দ করা, তখন কোন অবস্থাতেই মুজাহিদের ব্যর্থতা নেই। আল্লাহ পাক এমন মুজাহিদের সফলতার জামানত নিয়ে নিয়েছেন। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে হতে পারে, যাকে সফলতা দান করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ'র? ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসের জন্য শিরোনাম দিয়েছেন, 'জিহাদ ঈমানের অংশ'। আল্লাহ পাক আমাদের সব মুসলমানকে ঈমানের এই অংশটি পরিপূর্ণ করার তাওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ত্যাজ্য সম্পদ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَارْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

তরজমা : হযরত আযর ইবনে হারিছ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা খচ্চর, কতিপয় অস্ত্র এবং সদকা করে দেয়া এক খণ্ড জমি ছাড়া আর কিছুই রেখে যাননি।
- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৩

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে কোন সম্পদ সঞ্চয় করেননি। ওফাতের সময় কোন সম্পত্তি রেখেও যাননি। ওফাতের পর তাঁর ঘরে পাওয়া গেছে শুধু কয়েকটি যুদ্ধাস্ত্র এবং একটি খচ্চর। এই খচ্চরটি তিনি জিহাদে ব্যবহার করতেন।

জিহাদ একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে এবং ইসলামের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের অস্ত্রকে ভালবাসতেন এবং গুরুত্ব সহকারে অস্ত্র ক্রয় করতেন। ফলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে এই যুদ্ধ-সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঠিক অনুসরণ করার তাওফীক নসীব করুন।

জিহাদের সিপাহসালার-এর প্রহরা

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْرًا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ: لَيْتَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তরজমা : হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত জাগ্রত অতিবাহিত করেন। মদীনা পৌঁছে তিনি বললেন, ‘আমার কোন সৎকর্মপরায়ণ সাহাবী যদি রাতে আমাকে পাহারা দিত!’ এমন সময়ে আমরা অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পেলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে?’ জবাব আসল, আমি সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস; আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন।

– বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৪

তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসগৃহে পাহারা দেয়া হত। পরে যখন **اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ** (আল্লাহ্-ই তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন) আয়াতটি নাযিল হল, তখন থেকে পাহারা তুলে দেয়া হয়। ইমাম বুখারী এর শিরোনাম দিয়েছেন ‘আল্লাহ’র পথে যুদ্ধে পাহারা প্রদান’ অধ্যায়।

ব্যাখ্যা : শত্রু থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। কারণ, তাওয়াক্কুল থাকে মানুষের হৃদয়ে। আর এসব উপকরণ অবলম্বন করা হয় বাহ্যিকভাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের একেবারে নিকটে গিয়ে লড়াই করতেন। কিন্তু একবার তিনি দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্ম পরিধান করেছিলেন।

এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, কাফির, সন্ত্রাসী তথা প্রতিপক্ষের হাতে জীবননাশের আশংকা থাকলে আত্মরক্ষার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন করা বৈধ। বরং এমনি পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আবশ্যিকও বটে। যাতে নিরস্ত্র পেয়ে দুশমন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। অন্যথায় মুসলমানদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে আর কাফিরদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিম নেতৃবর্গ ও ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের জীবন অরক্ষিত হয়ে যাবে। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যখন কুরআনী নির্দেশের আগে ঘরে সশস্ত্র পাহারা রাখতেন, তাহলে আজ মুসলমানদের আলেম, মুত্তাকী প্রমুখদের অস্ত্রের ব্যাপারে এরূপ উদাসীনতা বিশ্বয়করই বটে।

আলোচ্য হাদীসের ভাষ্য থেকে আরো একটি তত্ত্ব বুঝে আসে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, ‘আমার কোন

সৎকর্মপরায়ণ সাহাবী এসে যদি আমাকে পাহারা দিত!’ এতে বুঝা যায়, দ্বীনদার নেতৃবর্গের উচিত, নেক ও বিশ্বস্ত সৎকর্মশীল লোকদেরকে নিজেদের পাহারাদারীর জন্য নিয়োজিত করা।

আল্লাহ’র নাফরমান ব্যক্তির উপর ভরসা রাখা যায় না যে, কখন তার মতিগতি বদলে যায় এবং রক্ষক হয়ে ঘাতকের ভূমিকায় নেমে পড়ে। যারা আল্লাহ’র নাফরমানী করতে পরোয়া করে না, তাদের উপর অফাদারী ও আমানতদারীর ভরসাও রাখা যায় না। নিজের জাগতিক স্বার্থে তারা যে কোন সময় নীতি পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। এ কারণে প্রহরার জন্য নেক ও নির্ভরযোগ্য লোকদের বেছে নিতে হবে, যারা পেশা ও চাকরি মনে করে নয়—পাহারাদারীর দায়িত্ব পালন করবে ইবাদত ও নিজের দ্বীনি কর্তব্য হিসেবে। সর্বোপরি তারা শত্রুর প্রতিরোধ করার যোগ্যও হতে হবে।

আলোচ্য হাদীস থেকে এ-ও জানা গেল যে, যাদের এ কাজের যোগ্যতা আছে, তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদেরকে এর জন্য পেশ করে, তা অতি উত্তম। এমন লোকদের থেকে প্রহরার সেবা নিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়।

মুজাহিদদের জন্য সুসংবাদ

وَزَادَنَا عُمَرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِئَكَ فَلَا انْتِقَاشَ طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثْعَبَ رَأْسِهِ مَغْبِرَةً قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشْفَعْ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, ধ্বংস হোক দেবহামের গোলাম, ধ্বংস হোক রঙিন চাদরের গোলাম! (অর্থাৎ যারা অর্থ-বৈভব-এর গোলামী করে, তারা ধ্বংস হোক) এই প্রকৃতির লোকেরা পেলে খুশী হয় আর না পেলে নারাজ হয়। এমন ব্যক্তি ধ্বংস হোক এবং পায়ে কাটাবিদ্ধ হলে, তা তোলা না হোক। (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির পায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হলে তা তুলে দেবে এমন আপনজন কেউ না থাকুক) আর সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য, যে আল্লাহ'র পথে ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার আলু-থালু কেশ, ধুলামলিন পা। যদি তাকে দূশমনের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, তাহলে যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করে। আর যদি শত্রুর পশ্চাড্ডাগ তদারকি করার জন্য নিয়োজিত করা হয়, সে দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে আদায় করে। (অথচ তার জাগতিক অবস্থান হল এই) যদি সে কারো সাক্ষাৎ ইত্যাদির অনুমতি প্রার্থনা করে, তা পায় না, সে কারুর জন্য সুপারিশ করলে তা গৃহীত হয় না।

— বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩

ব্যাখ্যা : এ এক বাস্তব সত্য যে, সাধারণত দুনিয়ার মানুষ মুজাহিদকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। বিস্তৃত-বৈভব ও রূপ-সৌন্দর্যের পূজারী এই জগতে অসহায়-নিঃস্ব মুজাহিদকে কে-ই বা জিজ্ঞেস করে? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে সাধারণ একজন মুজাহিদের যে মর্যাদা, সে পর্যন্ত পৌছা বড় বড়

পীর-বুজুর্গের পক্ষেও সম্ভব নয়। কোন কোন বর্ণনায় মুজাহিদ ও অমুজাহিদের আমলের তুলনা করা হয়েছে। তাতে প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদের আমলের মূল্য-মর্যাদা আল্লাহ'র নিকট অপরিসীম।

জিহাদে মুজাহিদদের সংশোধনের জন্যও বেশ উপাদান বিদ্যমান। প্রত্যেক মুজাহিদের ঐকান্তিক কামনা এই থাকে যে, আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বীরত্বের সাথে দুশমনের মোকাবেলা করি এবং দুশমনের দুর্গে আক্রমণ ও মুখোমুখি লড়াই করার সুযোগ পেয়ে যাই। কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও জিহাদকে সুশৃঙ্খল করার জন্য প্রয়োজন সকল মুজাহিদ নিজেকে আমীরের হাতে সোপর্দ করা এবং আমীর যাকে যে কাজে নিয়োজিত করবেন, তার সে কাজে নিয়োজিত থাকা। আমীরের নির্দেশ অনুযায়ী সন্তুষ্টচিত্তে আপন আপন দায়িত্ব পালন করে যাওয়া মুজাহিদদের একান্ত আবশ্যিক। মুজাহিদ প্রতিদান পাবে নিয়ত ও আমীরের আনুগত্য অনুপাতে। কারণ, জিহাদের পুরস্কারের সম্পর্ক রণাঙ্গনের বিশেষ কোন অংশ কিংবা জিহাদের নির্দিষ্ট কোন বিভাগের সঙ্গে নয়। আমীরের আনুগত্যের সাথে যদি কেউ মুজাহিদদের মাল-পত্র পাহারার কাজে নিয়োজিত থাকে কিংবা মুজাহিদদের খাবার রান্না করে, তার সাওয়াব-প্রতিদান সেই ব্যক্তির সাওয়াব অপেক্ষা কোন অংশেই কম হবে না, যে দুশমনের ব্যারাকে ঢুকে পড়ে কাফিরদের হত্যা করে চলেছে। পক্ষান্তরে দুশমনের ব্যারাকে চড়াও হওয়া মুজাহিদ যদি আমীরের বিরুদ্ধাচারণ ও আমীরের মনে ব্যথা দিয়ে আসে, তবে তার জন্য কোন প্রতিদান তো নে-ই, উল্টো বরং তার এই সাহসী অভিযান তার জন্য আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তাই মুজাহিদদের জন্য একান্ত আবশ্যিক হল, আমীরের আনুগত্য করে চলা এবং নিছক মনের খায়েশ পূরণ ও আবেগের তাড়নায় আমীরের বিরুদ্ধাচারণ করে পাপের ভাগী না হওয়া।

জিহাদে পাহারাদারীর ফযীলত

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنَبِّرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ
 مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرْوِحُهَا الْعَبْدُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدَوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

তরজমা : হযরত সাহুল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ'র পথে (দুশমনের মোকাবেলায়) একদিন পাহারা দেয়া জগত ও জাগতিক সব কিছু অপেক্ষা উত্তম। আর যে সন্ধ্যা বা যে সকাল বান্দা আল্লাহ'র পথে অতিবাহিত করে, তা-ও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'।

ব্যাখ্যা : ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া ও ইসলামী বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারাদারী করা আল্লাহ'র প্রিয়তম ইবাদত। খোদ কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এ-কাজের আদেশ করেছেন। যেমন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا
 কর, শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাক এবং
 সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত থাক। আর
 আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
 সফলকাম হতে পার। - আলে ইমরান : ২০০

رِبَاطُ অর্থ, 'যেদিক থেকে-ই দুশমনের হামলার আশংকা থাকবে, সেদিক থেকেই লৌহ প্রাচীরের ন্যায় প্রতিরোধ গড়ে তুলে তোমরা তাদের প্রতিরোধ কর'।

মুসলিম শরীফে হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক দিন ও এক রাতের পাহারাদারী এক মাসের রাতজাগা ইবাদত ও রোযা অপেক্ষা উত্তম। কোন মুজাহিদ যদি প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার এই আমল অব্যাহত

আছে বলে গণ্য করা হয়। তার জীবিকা চালু করে দেয়া হয় এবং তাকে কবরের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, ‘মৃত্যুর সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম শুধু আল্লাহ’র পথে পাহারাদানকারী মুজাহিদ। এমন ব্যক্তির আমল কিয়ামতের সময় পুনরায় জীবিত হওয়া পর্যন্ত চালু গণ্য করা হয়। এদেরকে মুনকার-নকীর এর সওয়াল-জওয়াব থেকে নিরাপদ রাখা হয়।’

– ইবনে কাছীর (সংক্ষিপ্ত) খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫১

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ’র পথে পাহারা দেয়া অবস্থায় যার মৃত্যু হল, তার জীবদ্দশায় সে যত নেক আমল করত, সব চালু রাখা হয়, তার জীবিকাও চালু করে দেয়া হয়।

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ’র পথে পাহারা দেয়া অবস্থায় যার মৃত্যু হল, তার জীবদ্দশায় সে যত নেক আমল করত, সব চালু রাখা হয়, তার জীবিকাও চালু করে দেয়া হয়, তাকে মুনকার-নকীর এর সওয়াল-জওয়াব থেকে নিরাপদ রাখা হয় এবং কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাকে বড় বড় বিপদ ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উত্থিত করবেন।’

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘দু’টি চোখ জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। একটি সেই চোখ, যেটি আল্লাহ’র ভয়ে কান্নাকাটি করেছে আর অপরটি হলো সেই চোখ, যেটি আল্লাহ’র পথে পাহারাদারীর নিমিত্ত অনিদ্রা কাটিয়েছে।’

– তিরমিযী

সুনানে আবু দাউদ শরীফের একটি বর্ণনা, হুনায়ন যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আজ রাত কে আমাদের পাহারা দেবে?’ সঙ্গে সঙ্গে হযরত আনাস ইবনে আবু যারছাদ (রাযিঃ) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাত আমি পাহারাদারী করব! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে তুমি সাওয়ার হয়ে আস’। ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে তিনি পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বললেন, ‘ঐ ঘাঁটিটির নিকট চলে যাও। তার চূড়ায় উঠে যাও। রাতের বেলা নিজের পক্ষ থেকে আক্রমণ করবে না।’

ভোরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের স্থানে উপস্থিত হয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি তোমাদের প্রহরীকে দেখেছ?' একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! না, দেখিনি তো!

তারপর ইকামত হল। সাহাবীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, 'সুসংবাদ, তোমাদের শাহসাওয়ার এসে গেছে।' একথা শুনে আমরা বৃক্ষরাজির ফাঁক দিয়ে পর্বতের দিকে তাকাতে শুরু করলাম। হঠাৎ দেখলাম, তিনি চলে এসেছেন এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে বললেনঃ আমি গেলাম, আপনার নির্দেশ মত পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম। সারা রাত পাহারা দিলাম। ভোর হল। সূর্য উদয় হল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে পেলাম না।

নবীজী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি রাতে নীচে নেমেছিলে?' তিনি বললেন, নামায আর স্বাভাবিক জরুরত ছাড়া না। শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে তুমি জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছ। এরপর যদি তুমি আর কোন আমল না-ও কর, তবুও'। - আবু দাউদ, নাসায়ী

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'রমযান ছাড়া অন্য সময়ে ইখলাসের সাথে একদিন মুসলমানদের দুর্বল সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করার সাওয়াব লাগাতার একশত বছর রোযা রাখা ও রাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। আর রমযান মাসে একদিনের সীমান্ত পাহারা এক হাজার বছর অবিরাম রোযা পালন ও রাত জাগরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর বললেন, 'আর যদি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়ে দেন, তাহলে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার নামে কোন গুনাহ লেখা হয় না। তার নামে লিপিবদ্ধ করা হয় শুধু নেকী আর নেকী। আর তার পাহারাদারীর আমলের সাওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। - কুরতুবী, মাআরিফুল কুরআন

ইমাম আবু দাউদ (রাহঃ) হযরত ফুজালা ইবনে ওবায়দ সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ

মৃত্যুবরণ করলে সাথে সাথে সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। ব্যতিক্রম শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রহরী। সীমান্ত প্রহরী-মুজাহিদদের আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাকে নিরাপদ রাখা হবে।

এই বর্ণনা ও এ জাতীয় অন্যান্য বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ‘রিবাত’ তথা জিহাদে পাহারাদারীর আমল যে কোন সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার আমল ততক্ষণ পর্যন্ত জারি থাকে, যতক্ষণ সদকাকৃত গৃহ, জমি, পাণ্ডুলিপি কিংবা ওয়াকফকৃত কিতাব ইত্যাদি থেকে মানুষ উপকৃত হয়। এই উপকৃত হওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সদকার সাওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, আল্লাহ’র পথে পাহারাদারীর সাওয়াব কখনো বন্ধ হওয়ার নয়। তার কারণ, সব মুসলমানের নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা দুশমনের সব রকম আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। তো একজন পাহারাদারের আমল সব মুসলমানের নেক আমলের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার পাহারাদারীর আমলের সাওয়াব অব্যাহত থাকে এবং সে ব্যতীত যত মানুষ নেক আমল করে, তাদের সকলের সাওয়াবই তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। - মাআরিফুল কুরআন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৭৫

হযরত আবু জায়দা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এক মাসের পাহারাদারী সারা জীবন রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ’র পথে পাহারা দেয়া অবস্থায় যার মৃত্যু হল, কিয়ামতের মহা আতংক ও কষ্ট থেকে সে নিরাপদ থাকবে। জান্নাতে তাকে বিস্তর জীবিকা দান করা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে পাহারাদারীর সাওয়াব পেতে থাকবে।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ৩৬৬

তিবরানী তাঁর আওসাতে হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাহারাদার মুজাহিদ যদি প্রহরারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত তার আমল লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। জান্নাতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তাকে খাবার দেয়া হয়, সত্তরজন হুর-এর সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামতের দিন বলা হবে, তুমি দাঁড়িয়ে সুপারিশ করতে থাক। সে হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত সুপারিশ করতে থাকবে। - আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিহাদে পাহারাদারীর পুরস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন-

‘মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য যে ব্যক্তি এক রাত পাহারা দিল, তার মৃত্যুর পর সে প্রত্যেক নামায ও প্রত্যেক রোযাদারের সাওয়াব পেতে থাকবে।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

অর্থ্যাৎ- লোকটির পাহারাদারীর ফলে যারা শান্তিতে-নিশ্চিন্তে নামায আদায় করল ও নিরাপদে রোযা রাখল, তাদের সাওয়াবে এই পাহারাদার ব্যক্তিও অংশীদার হবে। কেননা, তারই বদৌলতে মানুষ নিশ্চিন্তে এসব আমল করার সুযোগ পেল।

উপরিউক্ত হাদীসমূহ থেকে এ-ও বুঝা গেল যে, উলামা কিরাম এতমীনাণের সাথে যেসব ইলমী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, মুজাহিদ ও মুরাবিত তার বিনিময়েও সাওয়াব পাবে। আলিমদের এ নিরাপদে ইলমী খেদমত আঞ্জাম দেয়া মুজাহিদ-মুরাবিতের-ই ত্যাগের ফসল। মুজাহিদ-মুরাবিতের অনুপস্থিতিতে কাফির-মুশরিকরা যদি কোন দেশ দখল করে নেয়, তাহলে সকল দ্বীনী, ইলমী ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান-কর্মকান্ড বন্দ হয়ে যাবে। কেবল মুজাহিদ-মুরাবিতের কোরবানী ও দুশমন প্রতিহত করার বদৌলতে-ই এসব খেদমত অব্যাহত থাকে। ফলে মুজাহিদও এসব খেদমতের পূর্ণ সাওয়াব পেয়ে থাকে।

হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি- ‘যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহ’র পথে পাহারাদারী করল, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। আর প্রতি খন্দকের দূরত্ব হল, পৃথিবী থেকে সপ্তম আকাশের দূরত্বের সমান।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৮

হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ র বলেছেন, মুরাবিত-এর এক নামায পাঁচ শ’ নামাযের সমান। তার পিছনে এক দীনার এক দেরহাম ব্যয় করা অন্য খাতে সাতশত দীনার-দেহরহাম ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৯

মুজাহিদ (রাহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একবার পাহারাদারীতে নিয়োজিত ছিলেন। হঠাৎ কিছু লোক সমুদ্রোপকূলের

দিকে ছুটে আসে। তাদের বলা হয়, ভয়ের কোন কারণ নেই। শুনে তারা ফিরে আসে। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাযিঃ) সেখানে-ই দাঁড়িয়ে থাকেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! আপনাকে কিসে এখানে দাঁড় করিয়ে রাখল? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা লাইলাতুল কদরে হাজ্জের আসওয়াদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম।

— ইবনে হিব্বান, বায়হাকী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৯

হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন একটি রাতের কথা বলব, যা লাইলাতুল কদর অপেক্ষা উত্তম? (তারপর কারো জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই বললেন) সেই প্রহরীর একটি রাত লাইলাতুল কদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে, যেখান থেকে তার ঘরে ফিরে যাওয়ার আশা নেই বললেই চলে। — সুনানে কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৪৯

অর্থাত্— লোকটি শত্রুর মোকাবেলায় পাহারা দিচ্ছে। আর দুশমনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাহারা দিলে দুশমনের দিক থেকে যে কোন মুহূর্তে আঘাত আসার আশংকা থাকে। অজ্ঞাত স্থান থেকে তীর এসেও তার গায়ে বিদ্ধ হতে পারে। আফগান জিহাদেও মুজাহিদরা এসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। বড় সৌভাগ্যবান সেই সব মানুষ, যারা শেষ যমানায় এই আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করে জিহাদ ও রিবারতের মহান ফযীলত হাসিল করেছেন।

হযরত আবু রায়হানা (রাযিঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক অভিযানে বের হই। রাতে তিনি আমাদেরকে একটি উঁচু স্থানে নিয়ে যান। আমরা প্রচণ্ড শীত অনুভব করলাম। তাই আমরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে ঢুকে পড়লাম এবং আমাদের ঢালগুলো গায়ের উপর রেখে শুয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কে আছ, পাহারাদারী করবে! আমি তার জন্য এমন দু'আ করব, যার বদৌলতে সে আপন মর্যাদা পেয়ে যাবে।' ঘোষণা শুনে আনসারদের একজন দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাত আমি পাহারাদারী করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দু'আ করলেন।

হযরত আবু রায়হানা বলেন, আমিও বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিও পাহারাদারী করব। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকেও দু'আ দিলেন; কিন্তু প্রথমজনের অপেক্ষা কম। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জাহান্নামের আগুন সেই চোখের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে, যে চোখ থেকে আল্লাহ'র ভয়ে অশ্রু ঝরে। আর সেই চোখের জন্যও জাহান্নাম হারাম, যে চোখ আল্লাহ'র পথে (জিহাদে) জাহত থাকে।'

- সুনানে কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৪৯

হাদীসের কিতাবগুলোতে এছাড়াও রিবাতের অগণিত ফযীলতের কথা উল্লেখ আছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আমরা এ পর্যন্ত-ই ক্ষান্ত হলাম। পরিশেষে রিবাতের ফযীলত সংক্রান্ত একটি ঈমানদীপ্ত কাহিনী উল্লেখ করা হল।

জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত একটি ঈমানদীপ্ত কাহিনী

হাফিজ ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)-এর জীবন-চরিতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা হল, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবু সাকীনা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আমাকে দিয়ে কতগুলো পংক্তি লিপিবদ্ধ করান। তখন তিনি তারসূত্রে অবস্থান নিয়ে ইসলামী সীমান্তের পাহারাদারী করছিলেন। ১৭০ হিজরীতে তিনি 'আবেদুল হারামাইন' উপাধিতে খ্যাত ফুযাইল ইবনে ইয়াজ-এর উদ্দেশে পংক্তিগুলো লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। পংক্তিগুলো এই-

يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا * لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلَعَبٌ
مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ * فَنَحْوَرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ
أَوْ كَانَ يَتَعَبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلٍ * فَخَيُولُنَا يَوْمَ الْكَرْبَةِ تَتَعَبُ
رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا * رَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ
لَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِينَا * قَوْلُ صَحِيحٍ صَادِقٍ لَا يُكَذَّبُ
لَا يَسْتَوِي غُبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي * أَنْفٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلَهَّبُ
هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا * لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يُكَذَّبُ

অর্থা- হে পবিত্র মক্কা-মদীনার সাধক! যদি আপনি আমাদেরকে (মুজাহিদদেরকে) চোখে দেখতেন, তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারতেন যে, আপনি ইবাদতের নামে তামাশা করছেন।

(আপনার ও আমাদের ইবাদতের পার্থক্য হল) আপনি আপনার কপোল সিন্ধু করেন চোখের অশ্রু দ্বারা। আর আমাদের গ্রীবা রাক্ষা হয় আমাদের লাল টাটকা রক্ত দ্বারা।

মানুষের ঘোড়া ক্লান্ত হয় অহেতুক কাজে পরিশ্রম করে। আর আমাদের ঘোড়া ক্লান্ত হয় যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ করে।

মেশক-এর সুঘ্রাণ আপনার প্রিয়। আর আমাদের প্রিয় হল কোড়ার শপাশপ শব্দ আর ধুলোবালি।

আমি প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন একটি বাণী আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যাকে ভুল প্রমাণিত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সাধ্য কারুর নেই। তাহল-

‘কারো নাকে আল্লাহ’র পথের ধুলো-বালি আর জাহান্নামের ধূয়া একত্রিত হতে পারে না।’

আল্লাহ’র এই কিতাব-ই আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিচ্ছে যে, শহীদ মৃত নয়। (শহীদের গোসল-কাফনের প্রয়োজন নেই। শহীদের কবরে সওয়াল-জওয়াব হবে না এবং কিয়ামতের দিন শহীদকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হবে।)

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ফুযাইল ইবনে ইয়াজের সঙ্গে মসজিদুল হারামে মিলিত হই এবং পত্রটি তার হাতে হস্তান্তর করি। তিনি পত্রটি পাঠ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু’ চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অবশেষে তিনি বললেন, আব্দুর রহমান-এর বাবা (আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক) ঠিকই বলেছেন। তারপর কিছু উপদেশ দিয়ে তিনি আমাকে বিদায় করেন। বিদায়ের আগে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি হাদীস লিপিবদ্ধ কর?’ আমি বললাম, হ্যাঁ করি। তিনি বললেন, ‘আমার নিকট তুমি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের পত্র পৌঁছিয়েছ, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে একটি হাদীস লিখিয়ে দিতে চাই।’ ফুযাইল ইবনে ইয়াজ নিজ সনদে রাবী মুহাম্মদ ইবনে আবু সাকীনাতে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি লিখিয়ে দেন-

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহ'র পথে জিহাদকারীদের সমান সাওয়াব পেতে পারি। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তেমন আমল করার শক্তি তুমি রাখ না। তুমি কি অক্লান্ত লাগাতার নামায আদায় করতে এবং একদিনও বিরতি না দিয়ে লাগাতার রোযা রাখতে পারবে?' লোকটি বলল, হে আল্লাহ'র রাসূল! আমি দুর্বল মানুষ, এমন শক্তি তো আমার নেই। এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এভাবে লাগাতার নামায-রোযা করার শক্তি যদি তুমি পেয়েও যাও, তবুও যারা আল্লাহ'র পথে জিহাদ করে, তুমি তাদের সমান মর্যাদায় পৌঁছুতে পারবে না। তুমি কি জান না, রশি বাঁধা অবস্থায় মুজাহিদের ঘোড়া যে আহার করে থাকে, তার বিনিময়েও তার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়?'

– তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা কাহফ

আল্লাহ রাক্বুল ইজ্জত আমাদের সব মুসলমানকে তাঁর দ্বীনের মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ'র তাওফীক দান করুন এবং পৃথিবীতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের এই পন্থাকে পুনর্জীবিত করুন।

ইহুদীদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ تَقَاتِلُونَ الْيَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِئَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُولُ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلْهُ

তরজমা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ
করবে। এমনকি কোন ইহুদী যদি কোন পাথরের পিছনে গিয়ে আত্মগোপন করে,
তাহলে পাথর বলে দেবে, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পিছনে একজন ইহুদী
লুকিয়ে আছে, ওকে হত্যা কর।
- সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা : ১০

ব্যাখ্যা : ঈমান ও কুফর, মুমিন ও কাফির-এর মাঝে সংঘাত ও শত্রুতা
আল্লাহ পাকের এমন এক চিরাচরিত রীতি, যার ধারা আবহমান কাল ধরে চলে
আসছে। যেমন- আল্লাহ পাক বলেন-

قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও;
তোমরা একজন অপরজনের দুশমন।
- বাকারা : ৩৬

অথাৎ মানুষের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-শত্রুতার রীতি পৃথিবীতে সেদিন থেকে চালু
হয়েছে, যেদিন থেকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। আলো আর আঁধার,
সাদা আর কালো, আনন্দ আর বেদনার মধ্যকার পার্থক্য যেমন স্পষ্ট, ইসলাম ও
কুফর এর সংঘাতও তেমনি একটি স্পষ্ট বিষয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনি করা কাফিরদের স্বভাবজাত বিষয়।
ইসলাম ও মুসলমানের মূলোৎপাটন কিংবা ক্ষতিসাধন করা কাফিরদের জীবনের
প্রধান লক্ষ্য। এ কারণেই কাফিররা আজীবন ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে
এক পায়ে খাড়া। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন-

কাফিররা আজীবন তোমাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাকবে। এমনকি সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধীন থেকে বিমুখ করে ছাড়বে।
 - বাকারা : ২১৭

ইসলাম ও মুসলমান-বিরোধী কর্মকাণ্ডে কাফিররা সব সময় একে অপরের সমর্থক ও সহযোগী। নিজেদের মধ্যে শত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে তারা 'সব কাফির একজাত' এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। মুসলমান বিরোধী কাফিরদের এই একতাকে পবিত্র কুরআন বিবৃত করেছে এভাবে—

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে (বুঝবে) সে তাদের-ই একজন। আল্লাহ জায়েয স্পষ্টদায়কে হেদায়াত দান করেন না।
 - মায়িদা : ৫১

অর্থাৎ— ধর্মীয় ফেরকাবন্দী এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় ইহুদী-খৃষ্টানরা পরস্পর বন্ধু ও একজাত।

এখানে 'অলী' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'বন্ধু'। কিন্তু মূলত: 'অলী' শুধু 'বন্ধু'কেই বলা হয় না। এর অর্থ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, যার মধ্যে বন্ধুত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা, একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকার সবই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে-ই মুমিনদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা কাফিরদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। আবার ইসলামের শত্রুতার প্রশ্নে কাফিরদের বিভিন্ন স্তর আছে। তাতে এক কাফির অন্য কাফির থেকে অগ্রসর। যেমন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন—

মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মুশরিকদেরকেই তুমি বেশী উগ্র দেখবে।
 - মায়িদা : ৮২

এ আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের সঙ্গে ইহুদীদের বন্ধুত্ব শুধু ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে ক'টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অধিক সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তার মধ্যে ইহুদী ও মুশরিক সম্প্রদায় ছিল অন্যতম। ইহুদীরা ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক নম্বর দুশমন আর মুশরিকরা ছিল দুই নম্বর। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন তো দিবাালোকের ন্যায় স্পষ্ট। অভিশপ্ত ইহুদীরাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হীন থেকে হীনতর আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। তারা গোপনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করতে চেয়েছিল, খাদ্যের সঙ্গে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল ও যাদু করেছিল। মোটকথা, তারা গজবের উপর গজব এবং লানতের উপর লানত অর্জন করতে থাকে। — তাফসীরে ওসমানী

শুধু তা-ই নয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা মক্কার মুশরিকদের প্রকাশ্য শত্রুতা অপেক্ষা বেশী ভয়াবহ ছিল। তারা ইসলামের পতন ও মুসলমানদের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে নানা পন্থা অবলম্বন করেছিল। তারা প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ দু'টি মুসলিম গোত্র আওস ও খায়রাজকে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। একবার এই দুই গোত্রের বেশ কিছু মুসলমান একসাথে বসে কথা বলছিল। এমন সময়ে কয়েকজন ইহুদী এসে তাদের সঙ্গে বসে 'জঙ্গে বু'আছ' এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'বু'আছ' হল সেই যুদ্ধ, যাতে আনসারদের এই দুই গোত্রের লোকেরা পরস্পর লড়াই করেছিল। সে লড়াই তাদের সর্বশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

যাহোক এ লড়াইয়ের আলোচনা তাদের পুরাতন ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অকস্মাৎ তাদের মাঝে পুরনো শত্রুতার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। গুরু হয় কথা কাটাকাটি, অভিসম্পাত ও তরবারীর ঝনঝনানী। ভাগ্যক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পেয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের শান্ত করেন।

— ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা, খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৮, সীরাতুননবী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৪

ইহুদীদের এসব ষড়যন্ত্র এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন পদে পদে ইহুদীদের পক্ষ থেকে তাঁর জীবনের ঝুঁকি থাকত। তালহা ইবনে বারা (রাঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি অসিয়ত করেন যে, আমি যদি রাতে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিও

না। কারণ, সংবাদ পেয়ে যদি তিনি রাতে ঘর থেকে বের হন, তাহলে ইহুদীদের দ্বারা কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে। - সীরাতুননবী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৫

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে শুরু করে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত তারা ইসলামের শত্রুতায় সকলের চেয়ে অগ্রসর। কিন্তু মুসলমানরা মাঝে-মধ্যে নিজেদের এই ভয়াবহ শত্রু ও তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে প্রতারিত হয়ে থাকে। যার ফলে এই জালেম ইহুদী গোষ্ঠী মুসলমানদের বংশধারা বন্ধ করে দেয়ার মিশন নিয়ে কাজ করার দুঃসাহস দেখাতে পারছে। এসব কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং অনাগত মুসলমানদেরকে ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ফযীলত লাভের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। কিয়ামতের পূর্বক্ষণে যখন হযরত ঈসা (আঃ) ও মাহদী-এর আবির্ভাব ঘটবে, তখন তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই করবে এবং তখন কোন পাথরও ইহুদীদেরকে আশ্রয় দিবে না।

পবিত্র কুরআনও ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকা এবং তাদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য একটি মাত্র উপায় ঘোষণা করেছে। তাহল ‘কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ’ বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকের ঘোষণা থেকে বুঝা যায় যে, এই কুচক্রী গোষ্ঠীটি জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবে না। যেমন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَإِنْ يَفْقَهُتُمْ إِلَٰهَ الْإِنسَانِ فَلْيَبْتَغُوا حَرْبًا ۖ يَكُونُوا يُدْعَوْنَ لَهَا وَيُقَاتَلُونَ بِهَا ۚ لَئِنْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। - আলে ইমরান : ১১১

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ওসমানীতে লিখেছেন- ‘এই শয়তান বাহিনী তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (শর্ত হল তোমাদের নিজেদেরকে ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’ প্রমাণিত করতে হবে) বড়জোর তারা এতটুকু পারবে যে, তোমাদেরকে মন্দ-শক্ত বলে বেড়াবে কিংবা ছোট-খাট ধরনের কষ্ট দেবে। কিন্তু তোমাদের উপর জয়ী হতে কিংবা তোমাদের জাতিগত ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। তারা যুদ্ধের ময়দানে তোমাদের মোকাবেলায় আসেও যদি, তোমাদের বীরত্ব দেখে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবে এবং কোন দিক থেকে-ই তারা এমন কোন সাহায্য পাবে না, যা তাদের মনোবল ফিরিয়ে দেবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাহাবা কিরাম (রাযিঃ)-এর যুগে আহলে কিতাবদের পরিণতি তো এই হয়েছিল যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানের ধ্বংস সাধনের জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিল; কিন্তু ইসলাম-মুসলমানের একটি চুলও তারা বাঁকা করতে সক্ষম হয়নি। যেখানেই তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় এসেছে, বন্য গাধার ন্যায় লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমান মহান আল্লাহ'র সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছে।

- তাফসীরে ওসমানী : ১১০

আল্লাহ পাক মুসলমানদের সঙ্গে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন এবং এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন যে, ইহুদীরা তোমাদের মোকাবেলায় ময়দানে দাঁড়াতে পারবে না। এ তো হবে তখন, যখন মুসলমানরা জিহাদের ময়দানে অবতরণ করবে। অন্যথায় ষড়যন্ত্র আর ভাষার তেজস্বিতায় মুসলমান তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না।

রাজনীতির ময়দানে কুচক্রী ইহুদীদের মোকাবেলায় মুসলমানদের পরাজিত বলে-ই মনে হবে। জিহাদের ময়দান-ই শুধু এমন একটি অঙ্গন, যেখানে ইহুদীরা বারবার মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও খেতে বাধ্য। কিন্তু মুসলমানরা সে ময়দানকে ফাঁকা ফেলে রেখেছে। বর্তমানে কেউ কেউ ইহুদীদের মোকাবেলায় লড়াই চালিয়ে থাকলেও তা জিহাদের জন্য নয়, আল্লাহ'র দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য নয়। তা হচ্ছে ক্ষমতার জন্য। যার সুফল ইহুদীরা-ই ভোগ করছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত সব মুসলমানকে তাদের 'ক্ষুদ্র' দুশমন ইহুদীদের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণের তাওফীক দান করুন এবং অলসতার পোষাক খুলে ফেলে জিহাদের সম্মানজনক পোষাক পরিয়ে দিন।

নিম্নে মুসলমানদের অন্তরে ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই করার স্পৃহা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে সেসব সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করা হল, যেসব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

১. বনু কায়নুকা'র যুদ্ধ : এটি বদর যুদ্ধের পর ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মুসলমানদের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান ফাযায়িলে জিহাদ □ ৮৫

জানায়। পাশাপাশি আরো এমন একটি ঘটনা ঘটে যায়, যা পরিস্থিতিতে আরো উত্তপ্ত করে তোলে।

এক আনসারী মুসলমানের নেকাব-পরিহিতা স্ত্রী সওদা করার জন্য মদীনার বাইরে এক ইহুদীর দোকানে যান। জনৈক দুশ্চরিত্র ইহুদী তাকে অপমান করে এভাবে যে, তার অলক্ষ্যে তার নেকাবের একটি কোণ দোকান ঘরের একটি আংটার সঙ্গে আটকিয়ে দেয়। এতে মুসলিম মহিলার নেকাব মাথা থেকে খসে পড়ে। রাস্তা থেকে এক মুসলমান ঘটনাটি দেখে ফেলে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ইহুদীকে মেরে ফেলে।

পাল্টা আক্রমণ করে ইহুদীরাও মুসলমানকে শহীদ করে ফেলে। সংবাদ শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে সাবধান করে দেন। কিন্তু তারা আরো উগ্রতা প্রদর্শন করতে শুরু করে। অগত্যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন। আত্মরক্ষার জন্য ইহুদীরা দুর্গে ঢুকে পড়ে ফটক বন্ধ করে দেয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। পনেরদিন পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে তাদের এক মিত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর আবেদনের ভিত্তিতে তাদেরকে দেশান্তরিত করা হয়।

২. কা'ব ইবনে আশরাফ হত্যা : কা'ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন বিখ্যাত কবি। বিপুল সম্পদের অধিকারী হওয়ার সুবাদে লোকটি ছিল আরবের ইহুদীদের নেতা। ইসলামের সঙ্গে তার প্রচণ্ড শত্রুতা। বদর যুদ্ধে বড় বড় কুরাইশ নেতাদের নিহত হওয়ায় সে দারুণ মর্মান্বিত হয়েছিল। তাদের শানে সে উস্কানীমূলক শোকগাঁথা রচনা করে মক্কা গিয়ে লোক জড়ো করে তা আবৃত্তি করত এবং কেঁদে কেঁদে মুশরিকদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করত। লোকটি প্রতারণার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং এ-কাজের জন্য একটি ঘাতক দল গঠন করেছিল।

৩য় হিজরীর রবিউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা আপদটিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন।

৩. গায়ওয়া বনু নাজীর : বনু নাজীর ইহুদীদের একটি বিখ্যাত গোত্র। তারা ছিল খায়রাজ গোত্রের মিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তাদের চুক্তি ছিল। কিন্তু তাদের হৃদয়ও ছিল ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনিতে পরিপূর্ণ। যার প্রকাশ এভাবে ঘটেছিল যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাদের নিকট গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে যে ঘরে বসবেন, তারা সে ঘরের চালে এক ব্যক্তিকে বসিয়ে রাখে। পরিকল্পনা ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঘরে গিয়ে বসলে সুযোগ বুঝে উপর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে একটি ভারী পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীর মাধ্যমে বিষয়টি জেনে ফেলেন। তাই বৈঠকে না বসে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন।

বনু নাজীর বাস করত দুর্গে। দুর্ভেদ্য সেই দুর্গ নিয়ে তাদের গৌরবের সীমা ছিল না। মুনাফিকরাও তাদের নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছিল যে, প্রয়োজনের সময় তারা তাদের সঙ্গ দেবে এবং বলে রেখেছিল যে, তোমরা চিন্তা করনা, বনু কুরায়জাও তোমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষড়যন্ত্রের জবাব দেন। পনের দিন পর্যন্ত তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। পনের দিনের মাথায় তিনি তাদের বাগ-বাগিচা কর্তন করতে শুরু করেন। এবার তারা আত্মসমর্পণ করে এবং বিনীত আবেদন জানায় যে, আমাদেরকে মদীনা ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি দিন এবং উটের পিঠে করে যত পরিমাণ সম্ভব সম্পদ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। চলে যাওয়ার সময় এই ইহুদীরা আপন বাড়ী-ঘর বিধ্বস্ত করে যায়, যাতে তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ মুসলমানদের কোন কাজে না আসে।

মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে এই ইহুদীরা অনেকে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং অনেকে সিরিয়া গিয়ে আশ্রয় নেয়। গায়ওয়া বনু নাজীর এর এই ঘটনা ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

(৪) গায়ওয়া বনু কুরায়জা : মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনু নাজীর ও বনু কুরায়জার ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে তিনি বনু ফাযায়িলে জিহাদ □ ৮৭

নাজীরকে দেশান্তরিত করেন এবং বনু কুরায়জাকে অনুগ্রহপূর্বক আপন বাস্তুভিটায় বহাল রাখেন।

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, বনু কুরায়জাও অন্য ইহুদীদের ন্যায় কুচক্রী ছিল। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে এ যাত্রা নরম আচরণ করলেন। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে তারা বিশ্বাসঘাতকা করে এবং সরাসরি মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। বনু কুরায়জার পার্শ্ববর্তী একটি দুর্গে কতিপয় মুসলিম মহিলা অবস্থান করছিল। ইহুদীরা সেই দুর্গ আক্রমণ করার পরিকল্পনা আঁটে। কিন্তু হযরত সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর অনুপম বীরত্ব ইহুদীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। ফলে তারা এ পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেয়।

খন্দকের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এক্ষুণি অস্ত্র ত্যাগ না করার নির্দেশ দেন এবং বনু কুরায়জার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত আলী (রাযিঃ) যখন তাদের দুর্গের নিকটে পৌছেন, তখন তারা প্রকাশ্য ভাষায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন। প্রায় একমাস এই অবরোধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে তারা এই মর্মে সম্মত হয় যে, হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রাযিঃ) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তারা তা মেনে নেবে। মহান সাহাবী হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রাযিঃ) ছিলেন মুসলমানদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন কমান্ডার। তিনি আনসার গোত্র আউস নেতা ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন।

হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রাযিঃ)-কে ডেকে আনা হল। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, বনু কুরায়জার যারা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে হত্যা করা হবে। শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং সমুদয় ধন-সম্পদ গণীমত হয়ে যাবে। এ সিদ্ধান্ত শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সা'দ! তুমি আসমানী ফয়সালা-ই দিয়েছ।'।

সা'দ ইবনে মু'আয (রাযিঃ)-এর এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুসলমানরা সে দিন-ই প্রায় সাতশত ইহুদীকে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। এই মহিলা দুর্গের উপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিল।

এই হল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। তাছাড়া আবু রাফে ইহুদীর হত্যা, সারিয়্যা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, গায়ওয়া খায়বার, আসমা ইহুদিয়ার হত্যাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব অভিযান থেকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এ সবেবের কারণ কোন প্রতিশোধ প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত দুশমনি ছিল না। এর একমাত্র কারণ ছিল ইহুদীদের ইসলাম-দুশমনী।

আল্লাহ পাক মুসলমানদের হৃদয়রাজ্য কুফরীর ঘৃণায় পূর্ণ করুন এবং মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনের পরিচয় লাভের তাওফীক দিন। আমীন।

জায়ীরাতুল আরব থেকে ইহুদীদের বহিস্কার করা সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমরা মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, ‘চল আমরা ইহুদীদের কাছে যাই’। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম। ইহুদীদের একটি বিদ্যালয়ের নিকট পৌঁছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ‘ইহুদীরা! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, নিরাপত্তা পাবে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। (অর্থাৎ- এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও আসল মালিক হলেন আল্লাহ আর তাঁর রাসূল তাঁর নায়েব এবং খলীফা হিসেবে এর শাসনকর্তা) তোমরা যদি আমার এই আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে শুনে রাখ, আমি তোমাদেরকে এই ভূখণ্ড থেকে (জায়ীরাতুল আরব থেকে) তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাদের মধ্যে যাদের ধন-সম্পদ আছে, সব বিক্রি করে ফেল।

— মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৪, বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৯, মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৩৫৫

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওফাতের সময়) তিনটি অসিয়ত করে গেছেন। তিনি বলেছেন, ‘তোমরা মুশরিকদেরকে জায়ীরাতুল আরব থেকে বের করে দিবে। দূতদের সঙ্গে আমি যেকোন আচরণ করতাম, তোমরাও সেরূপ আচরণ করবে।’ বর্ণনাকারী বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় কথাটা কী বলেছিলেন, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তা থেকে নীরবতা অবলম্বন করেছেন কিংবা বলেছেন, তৃতীয় কথাটা আমি ভুলে গেছি। — মিশকাত, পৃষ্ঠা : ৩৫৫, বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৯

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে ইনশাআল্লাহ জাযীরাতুল আরব থেকে ইহুদী-নাসারাদের অবশ্য-ই তাড়িয়ে দেব’।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) ইহুদী-নাসারাদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে দেশান্তর করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ যখন খায়বর জয় করেন, তখন খায়বর থেকে ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

তার কারণ, যে ভূখন্ডে ‘দ্বীনে হক’ জয়ী হয়, সে ভূখন্ড আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। কিন্তু খায়বর বিজয়ের পর ইহুদীরা রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট আবেদন জানায় যে, আপনি আমাদেরকে এখানে থাকতে দিন; আমরা এখানে চাষাবাদ করব এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক আপনাকে দেব। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ঠিক আছে, এই শর্তে তোমরা থাকতে পার। তবে আমি যে ক’দিন থাকতে দেই, ঠিক সে ক’দিন-ই।’ এই শর্তের উপর ইহুদীরা খায়বরে বসবাস বহাল রাখে। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁর খেলাফত আমলে তাদের সবাইকে তাইমা ও আরীহা নামক এলাকার দিকে তাড়িয়ে দেন।

– মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৫৫

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর (রাযিঃ) যখন খায়বর থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন (ইহুদীদের) বনু আবুল হাকীক গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খেদমতে এসে বলতে শুরু করল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন; অথচ মুহাম্মদ আমাদেরকে এখানে থাকতে দিয়েছিলেন এবং আমাদের সম্পত্তির ব্যাপারেও একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। জবাবে হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন, ‘তুমি কি মনে কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ’র সেই কথাটি ভুলে গেছি, যা তিনি তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যে, ‘সে সময়ে তোমাদের কি উপায় হবে, যখন তোমাদেরকে খায়বর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে এবং রাতের পর রাত তোমার উস্ত্রী তোমার পিছনে দৌড়াতে থাকবে?’ জবাবে ইহুদী বলল, সে কথাটা তো আবুল কাসেম (মুহাম্মদ (সাঃ)) রসিকতা করে বলেছিলেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন, ‘তুমি মিথ্যে বলছ হে আল্লাহ’র দূশমন!’

অবশেষে হযরত ওমর (রাযিঃ) ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেন। – মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৫৫

জিহাদে শত্রুদের জন্য বদদোয়া করা

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (لَمَّا كَانَ يَوْمُ
الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلَأَ اللَّهُ بَيْوتَهُمْ
وَقُبُورَهُمْ نَارًا، شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوَسْطَى حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ)

তরজমা : হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, গায়ওয়া আহযাবের দিন
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের জন্য এই বলে বদদোয়া করলেন যে, ‘হে আল্লাহ!
ওদের ঘর-বাড়ী ও কবরগুলোকে আগুন দ্বারা ভরে দাও; ওরা আমাদেরকে আসর
নামাজটা পড়তে দিল না’।
- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১০

ব্যাখ্যা : অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম দুর্বল মুসলমানদেরকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্তিলাভ ও
কাফিরদের জন্য দুর্ভিক্ষের দু‘আ করেছিলেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
(ফজর নামাযে) দু‘আ কনুতে এই দু‘আ করতেন-

‘হে আল্লাহ! আপনি সালমা ইবনে হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ!
আপনি অলীদ ইবনে অলীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! আপনি আব্বাস ইবনে
আবু রবীয়াহকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! আপনি সকল দুর্বল মুসলমানকে নাজাত
দিন। হে আল্লাহ! আপনি কবীলা মুজার এর উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল
করুন, এমন দুর্ভিক্ষ দিন, যেমন দুর্ভিক্ষ দিয়েছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর যুগে।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, গায়ওয়া
আহযাব-এর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু‘আ
করেছিলেন-

‘হে কিতাব অবতারণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! তুমি
কাফিরদেরকে পরাস্ত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে শক্তিহীন করে দাও।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১১

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের ছায়ায় নামায আদায় করছিলেন। তখন আবু জাহ্ল এবং কুরাইশের আরো ক'জন লোক বলল, উটের নাড়ি-ভুড়ি বয়ে এনে কে মুহাম্মদ-এর গায়ে ছুঁড়তে পারবে? সেদিন মক্কার এক স্থানে একটি উট যবাই হয়েছিল। উস্কানী পেয়ে এক ব্যক্তি গিয়ে সেই উটের নাড়ি-ভুড়িগুলো মাথায় করে নিয়ে এসে (নামাযরত) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে ছুঁড়ে মারে। কিছুক্ষণ পর হযরত ফাতিমা (রাযিঃ) এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ থেকে আবর্জনাগুলো সরিয়ে দেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই দু'আ করেন—

‘হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে পাকড়াও করুন। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহ্ল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, অলীদ ইবনে ওতবা, উবাই ইবনে খাল্ফ, ওকবা ইবনে আবু মুয়ীত— এদেরকে পাকড়াও করুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমি এদের সকলকে বদরের কূপে পড়ে থাকতে দেখেছি। হত্যা করে এদের প্রত্যেককে সেই কূপটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

— বুখারী, খঃ ১, পৃষ্ঠা : ৪১১

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, যেসব কাফির মুসলমানদেরকে জ্বালাতন করে ও মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তারা অপেক্ষাকৃত বেশী ঘৃণ্য। এমনকি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত তাদের জন্য বদদোয়া করেছেন। বীরে মাউনার ঘটনার সময় যখন সন্তরজন হাফেজ ও কারী সাহাবীকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকদিন পর্যন্ত ফজর নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়তে থাকেন এবং হত্যাকারী কাফিরদের জন্য বদদোয়া করেন।

কয়েকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিপক্ষের জন্য রহমতের দোয়া করতে বলেছেন। ঐ হাদীসগুলোর সঙ্গে এ হাদীসগুলোর কোন সংঘাত নেই। কারণ, রহমতের দোয়া চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত দুশমনের হেদায়াতের আশা থাকবে। কিন্তু অত্যাচার-বাড়াবাড়ি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন বদদোয়া করার অনুমতি আছে। তবে তখনও হেদায়াতের দোয়া করলে, তা অন্যায় হবে না। কিন্তু যখন কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়বে, তখন মুসলমানদের নিজেদের বিজয় এবং কাফিরদের পরাজয়ের দোয়া করা-ই কুরআনের শিক্ষা।

জিহাদের আমীরের আনুগত্য করা

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ - وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي - وَإِنَّمَا الْأَمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَتَتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ’র আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমীরকে অমান্য করল, সে আমাকে অমান্য করল। ইমাম (আমীর) হল ঢালের ন্যায়, যার আড়ালে থেকে মানুষ যুদ্ধ করে এবং তার-ই মাধ্যমে (দুশমন থেকে) আত্মরক্ষা করে। সুতরাং আমীর যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার আদেশ দেয় এবং ইনসাফ করে, তাহলে তার বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর যদি এর ব্যতিক্রম করে, তবে তার পরিণতিও তাকেই ভোগ করতে হবে।’

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৫

ব্যাখ্যা : আমীরের আনুগত্য করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনেক তাকীদ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন, ‘যদি এমন একজন ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, যে তোমাদেরকে আল্লাহ’র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করবে, তা হলে তোমরা তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।’

- মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৫

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ‘যদি কোন হাবশী গোলামকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয় এবং সে তোমাদের শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত করে, তাহলে তোমরা তার আনুগত্য করবে’।

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের জন্য শ্রবণ ও আনুগত্য (অর্থাৎ মান্য করার উদ্দেশ্যে শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা) আবশ্যিক। তোমরা স্বচ্ছল হও কিংবা অভাবগ্রস্ত হও, ইচ্ছে হোক বা না হোক। যদিও তোমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়।’

— মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩৪

তবে শর্ত হল, তিনি যেন আল্লাহ’র নাফরমানী এবং অন্যায় কাজের আদেশ না করেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমীরের আনুগত্য হবে শুধু ন্যায় কাজে।

— মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২৫

অর্থাৎ— আমীর যদি জনসাধারণকে এমন কোন কাজ করার আদেশ দেন, যা সুস্পষ্ট দলীলের আলোকে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া-ই শরীয়ত পরিপন্থী, তাহলে এক্ষেত্রে আমীরের আনুগত্য করা যাবে না। অন্যথায় অন্য সব ব্যাপারে আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তবে কোন্ কাজ শরীয়তের খেলাফ আর কোন্টা শরীয়তের খেলাফ নয়, তার সিদ্ধান্ত নেয়া যার তার কাজ নয়। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞ আলিমগণের।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এমন একাধিক বর্ণনা আছে যে, সাহাবা কিরাম (রাযিঃ) সর্বাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে শ্রবণ ও আনুগত্যের বায়’আত নিতেন।

এসব হাদীস ও বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সামাজিক ইবাদত ও সামাজিক কাজ-কর্মে মুসলমানদের জন্য জরুরী হল একজন আমীরের আনুগত্য মেনে নিয়ে এসব আঞ্জাম দেয়া, আমীরকে অমান্য না করা ও দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। আমীরকে অমান্য করলে ঐক্য ও সামাজিকতা বিনষ্ট হয় এবং দ্বীনি কাজের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ’র রহমত নাযিল হয় জামাতের উপর। যে ব্যক্তি জামাত ত্যাগ করল, সে মস্তবড় ভুল করল। আল্লাহ পাক সব মুসলমানকে একপ্রাণ হয়ে আমীরের অনুগত হয়ে শরীয়ত অনুযায়ী সকল সামাজিক কাজ, বিশেষত: জিহাদের ফরীজাকে পরিপূর্ণ গুরুত্বের সাথে আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন।

মৃত্যুবরণ এবং ময়দান থেকে পলায়ন না করার বায়‘আত

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَلَمَّا خَفَ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ لَا
تُبَايِعْ؟ قَالَ قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَابْتَئِ فَبَايَعْتُهُ
الثَّانِيَةَ - فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ
يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ

তরজমা : হযরত সালামা ইবনে আকওয়া বলেন, আমি (হৃদয়বিয়ার ঘটনার সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়‘আত নেই। তার পর একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। লোক সমাগম কমে গেলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ইবনুল আকওয়া! তুমি কি বায়‘আত নেবে না?’ আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো বায়‘আত নিয়ে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আবারও নাও’। আমি পুনরায় বায়‘আত নিলাম।

রাবী ইয়াযীদ ইবনে আবু ওবায়দ বলেন, আমি সালামা ইবনে আকওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, সেদিন আপনারা কিসের উপর বায়‘আত নিয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, মৃত্যুর উপর।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৫

জিহাদের বায়‘আত

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآخِي فَقُلْتُ: بَايَعْنَا عَلَى الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: مَضَتْ
الْهَجْرَةُ لَاهِلِهَا - فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايَعُنَا؟ قَالَ: عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ

তরজমা : হযরত মুশাজ্জি ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি ও আমার ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ফাযায়িলে জিহাদ □ ৯৫

হয়ে বললাম, আমাদের থেকে হিজরতের বায়'আত গ্রহণ করুন। জবাবে তিনি বললেন, 'যারা হিজরত করেছে, হিজরত তাদের পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে'। আমি বললাম, তাহলে আমরা কিসের বায়'আত নেব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ইসলাম ও জিহাদের'। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪১৬

ব্যাখ্যা : প্রথম হাদীসে যে বায়'আতের কথা বলা হয়েছে, তাকে বলা হয় 'বায়'আতে রেজওয়ান'। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে যার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নীচে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল। তাদের অন্তরে যা ছিল, তিনি তা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

- ফাতাহ : ১৮

এ বায়'আত সম্পর্কে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

যারা বায়'আত করেছে তোমার হাতে, তারা

بَايَعُونَكَ إِنْ أَلَيْكَ إِيَّائِي يَدُ اللَّهِ

বায়'আত করেছে আল্লাহ'র-ই হাতে। আল্লাহ'র হাত তাদের হাতের উপর।

فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

- ফাতাহ : ১০

বায়'আতে রেজওয়ানের এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি সাহাবাদের নিয়ে নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং ওমরা করে হলক (চুল মুগুন) ও কসর (চুল কর্তন) করেছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাহাবাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন-ফগের কথা উল্লেখ না করলেও আগ্রহের অতিশয়বশতঃ তারা ধারণা করে নিলেন যে, তারা এ বছর-ই ওমরা করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এ বছর-ই ওমরা করার মনস্থ করে ফেললেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশত সাহাবা নিয়ে ওমরার এহরাম বেঁধে মক্কা মোকাররমার দিকে রওনা হলেন। তিনি কুরবানীর পশুও সঙ্গে নিলেন। তবে তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে নেননি।

আগাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোজা'আ গোত্রের এক ব্যক্তিকে— যার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা কুরাইশদের জানা ছিল না— প্রেরণ করেন, যাতে তিনি কুরাইশদের মনোভাব জেনে আসতে পারেন। যখন কাফেলা আসলাম নামক স্থানে পৌঁছে, তখন সেই ব্যক্তি ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, কুরাইশ সব গোত্রের লোকদের সমবেত করে এই প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে, মোহাম্মাদ-এর মক্কা প্রবেশ প্রতিহত করা হবে। এমনকি অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে একটি দলকে তারা মক্কার বাইরে পাঠিয়েও দিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করে হৃদায়বিয়া পৌঁছে যান। হৃদায়বিয়া মক্কা থেকে এক মনযিল দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম। এই কূপের নামে এলাকার নামও হৃদায়বিয়া নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে সেই স্থানটির নাম শামীসিরা। হৃদায়বিয়া উপনীত হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্বী বসে পড়ে। সেখানে যাত্রা বিরতি দিয়ে তিনি দূত মারফত কুরাইশদের নিকট সংবাদ পাঠান যে, আমরা লড়াই করার জন্য আসিনি— এসেছি ওমরা করতে। কিন্তু এই দূত যথা সময়ে ফিরে না আসায় ওসমান (রাযিঃ)-কে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি কুরাইশদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসতে পারেন। পাশাপাশি মক্কায় আটকেপড়া মজলুম মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের জন্য এই সুসংবাদও নিয়ে যান যে, অচিরে-ই মক্কায় ইসলাম জয়ী হতে যাচ্ছে।

হযরত ওসমান (রাযিঃ) মক্কায় প্রবেশ করার পর কুরাইশরা তাকে আটকে ফেলে। এদিকে সাহাবীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ওসমান (রাযিঃ)-কে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। এ সময় কুরাইশদের ছোট একটি দল সাহাবীদের উপর আক্রমণও করে বসে। সাহাবীরা তাদেরকে আটক করে ফেলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে মুক্তি দিয়ে দেন।

ওসমান (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, 'ওসমানের রক্তের বদলা নেয়া ফরজ'। এ কথা বলেই তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে রণাঙ্গনে জানবাজি রেখে লড়াই করার এবং শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত মোকাবেলা করে যাওয়ার বায়'আত গ্রহণ শুরু করেন। উপস্থিত সকল সাহাবী প্রবল উদ্দীপনার সাথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে জীবন কোরবান করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।

কুরাইশরা এই বায়'আতের সংবাদ পেয়ে হযরত ওসমান (রাযিঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) এ বায়'আতের-ই কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন তাঁর থেকে দু'বার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হাজ্জর আসকালানী (রহঃ) এর কারণ হিসেবে বলেছেন, ঘটনাটি ছিল যুদ্ধ বিষয়ক, আর হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) ছিলেন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। এ কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাঁর থেকে দু'বার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি কারণ তিনি এ-ও বলেছেন যে, হযরত সালামা (রাযিঃ) যুদ্ধে পদাতিক সৈন্যেরও দায়িত্ব পালন করতেন, আবার ঘোড়সওয়ার-এর কাজও করতেন। অর্থাৎ- তিনি এত দ্রুতগামী ছিলেন যে, পদাতিক হয়েও তিনি অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা অধিক দ্রুত যুদ্ধ করতে পারতেন। এ কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর থেকে দু'বার বায়'আত নিয়েছিলেন।

- ফাতহুল বারী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৮

এ ঘটনায় মুসলমানদের জন্য শিক্ষার অনেক বিষয় রয়েছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য চৌদ্দশত প্রাজ্ঞ ও জানবাজ সাহাবীর নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করছেন এবং মক্কা মোকাররমার মর্যাদার কথা মনে রেখেই সেখানে যুদ্ধ করার সংকল্প নিচ্ছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, একজন মুসলমানের রক্ত কত মূল্যবান এবং সেই রক্তের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তের নদী বইয়ে দেয়া মেনে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু কাফিরদের এই সুযোগ দেয়া যেতে পারে না যে, নিরস্ত্র বা একাকী পেলেই তারা একজন মুসলমানকে হত্যা করে ফেলবে। বরং কাফিরদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সকল মুসলমান এক-দেহতুল্য। একজন মুসলমানের ইজ্জত-সম্মত, সম্পদ ও জীবনের উপর হাত দেয়া গোটা উম্মতে মুসলিমাকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। এ কারণেই সে যুগে মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পর কাফিররা একজন দুর্বল থেকে দুর্বলতম মুসলমানের গায়ে হাত তুলতে সাহস পেত না। সে যুগের কাফিররা জানত, কোন মুসলমান-ই একা নয়- বরং এক একজন মুসলমানের সাথে রয়েছে গোটা মুসলিম উম্মাহ।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আজ মুসলমানদের মধ্যে এই ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের চেতনা অনুপস্থিত। মুসলমান আজ সম্পূর্ণ অচেতন-অনুভূতিহীন। একজন মুসলমান নয়- অসংখ্য কাফিররা ধ্বংস করে চলেছে গোটা মুসলিম মিল্লাতকে। ইজ্জত হরণ করা হচ্ছে লাখ লাখ মুসলিম মা-বোনের। মুসলমানের

নিষ্পাপ শিশুদের নিয়ে হোলি খেলছে কাফির-মুশরিকরা। কিন্তু অন্য মুসলমানদের মনে এসব ঘটনা কোন-ই রেখাপাত করছে না। কোন মুসলমানের অন্তর অন্য মুসলমানের বিপদে কেঁপে উঠে না। এ কারণেই আজ পৃথিবীতে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে কাফিরদের একটুও ভাবতে হয় না যে, তাদের কোন জবাবী আক্রমণের মুখোমুখি হতে হবে না। বরং তারা নিশ্চিত যে, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণী বধ করলে ‘প্রাণী অধিকার সংরক্ষণ’ প্রতিষ্ঠান তার বিরুদ্ধে এ্যাকশনে আসতে পারে; কিন্তু মুসলমানদের রক্তপ্রবাহ ও ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য স্বয়ং অন্য মুসলমানও প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে না। মুসলমানরা বরং আজ নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানদেরকে কাফিরের হাতে তুলে দিতেই তৎপর।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! মূলত: কাফিরদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। কারণ, ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে ধ্বংস করা-ইতো তাদের মিশন। মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়ে উৎসব করাই বরং তাদের জন্য স্বাভাবিক। এ হল তাদের জীবনের অন্যতম ব্রত ও প্রধান লক্ষ্য। আমার দুঃখ হল, আজ এক মুসলমানের চোখেই অন্য মুসলমানের কোন মূল্য-মর্যাদা নেই। যেসব মুসলমান আজ কাফিরদের স্টীমরোলারে পিষ্ট হচ্ছে, মার খাচ্ছে; অন্য মুসলমানরা তাদেরকে তুচ্ছ মনে করছে। তো মুসলমানের হৃদয়েই যখন মুসলমানের রক্তের কোন মূল্য, কোন মর্যাদা রইল না, তাহলে এই রক্ত সস্তা পণ্যে পরিণত হবে না কেন? আমার তো মনে হয়, মুসলমানের রক্ত ধীরে ধীরে পানির চেয়েও সস্তা হয়ে যাবে। হাজার মুসলমানের রক্তপ্রবাহেও এতটুকু প্রতিক্রিয়া হবে না, যতটুকু হবে একটি চড়ুই নিধনে।

ভবিষ্যতের কথা আর কী বলব। বর্তমানে বেশ কিছুদিন যাবত অনেকগুলো দেশের মুসলমানরা কাফিরদের নির্মম নির্যাতন ভোগ করছে। মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। আর অন্য মুসলমানরা নিশ্চিন্ত মনে মুসলিম ভাইদের নিধনযজ্ঞ অবলোকন করছে, মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে হোলি খেলার দৃশ্য উপভোগ করছে। আজ নিরাপদ মুসলমানরা নির্যাতিত মুসলমানদের ঘৃণার চোখে দেখছে এবং কাফিরদের অসন্তুষ্টির ভয়ে মজলুম ভাইদের পক্ষে সমবেদনামূলক একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না। মুসলমান মনে করে, মজলুম মুসলমানদের সমর্থন বা সহায়তা করলে প্রভুরা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং জীবনের গতি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু পরিস্থিতির চাকা মোড় ঘুরতে সময় লাগে না। আজ যেসব মুসলমান নিশ্চিন্তে তাদের মুসলিম ভাইদের রক্তপ্রবাহ চেয়ে চেয়ে দেখছে, কাল তারা নিজেরা-ই কাফিরদের শিকারে পরিণত হচ্ছে। তারপর তাদের আহ-চিংকার শুনেও অন্য মুসলমানরা তাদের-ই ন্যায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তখনও অন্য মুসলমানরা মনে করে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই; ওসব রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার। এভাবে এক এক করে এক এক দল মুসলমান কাফিরদের সহজ শিকারে পরিণত হতে চলেছে।

আমার মুসলিম ভাইয়েরা! দুঃখের বিষয় হল, নিজেরা পরিস্থিতির শিকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হুঁশ হয় না। আমাদের জিহাদের ফযীলত ও বিধি-বিধানের কথাও তখন স্মরণ আসে, যখন কাফিররা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা আপদমুক্ত থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের ঘরে আগুন না লাগে, ততক্ষণ একেবারে পার্শ্বের ঘরটির দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখার তাপও গা স্পর্শ করে না। আজ যারা জিহাদকে ফরজে কিফায়া ফতোয়া দিয়ে তৃপ্তির সাথে ঘরে বসে আছেন, আল্লাহ না করুন, কাল যদি পরিস্থিতি পাল্টে যায় আর কাশ্মীরের মত তাদের উপর বিভীষিকা নেমে আসে, তখন কি তারা জিহাদকে কিফায়া ফরজ বলে ফতোয়া দিতে পারবেন? তখন কি আর জিহাদকে অবজ্ঞা-অবহেলা করতে পারবেন? এ কারণে বিশ্বের সকল মুসলমানের উচিত, পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আগেই সতর্ক ও প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। আগুন নিজের ঘরে লাগার আগেই নিভিয়ে ফেলা এবং অন্য মুসলমানদের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এভাবে দুশমন বুঝবে যে, এই জাতিটির মধ্যে প্রাণ আছে, এরা দ্বীনের খাতিরে লড়াই করতে জানে এবং এরা একজান-একপ্রাণ-একদল। এতে দুশমন ভীত ও দুর্বল হয়ে যাবে এবং একাকী বা নিরস্ত্র পেলেই একজন মুসলমানের গায়ে হাত তোলার আগে শতবার ভাবতে বাধ্য হবে। হে আল্লাহ! তুমি মুসলমানদের হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে পরস্পর সেই সুসম্পর্ক নসীব কর, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যুগের মুসলমানদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

জিহাদের বায়'আত

আলোচ্য হাদীসদ্বয় থেকে জানা গেল যে, নবীজী (সাঃ)-এর আমলে বায়'আত জিহাদের হত। বর্ণিত দু'টি আয়াতেও সে কথার উল্লেখ আছে। বরং কুরআন-হাদীসের যে ক'টি স্থানে পুরুষদের জন্য বায়'আত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার সকল স্থানে বায়'আত দ্বারা জিহাদের বায়'আত-ই উদ্দেশ্য। সাহাবা কিরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে জিহাদের বায়'আত নিতেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল।

হযরত ইয়ালা ইবনে মানীহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি মক্কা বিজয়ের পরদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা থেকে আপনি হিজরতের বায়'আত গ্রহণ করুন। জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হিজরতের নয়—আমি তার থেকে জিহাদের বায়'আত নেব। হিজরত তো মক্কা জয়ের দিন-ই শেষ হয়ে গেছে।

— সুনানে বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১১৬

হযরত বাশীর ইবনে মা'বাদ বলেন, আমি একদিন ইসলামের বায়'আত নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হই। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্ত আরোপ করলেন, যেন আমি এই সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মোহাম্মাদ আল্লাহ'র বান্দা ও রাসূল এবং নামায কায়েম করি, যাকাত আদায় রাখি, ফরজ হজ্ব করি, রমযানের রোযা রাখি ও আল্লাহ'র রাস্তায় জিহাদ করি।

আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ'র শপথ, এর দু'টি বিষয় পালনে আমি সক্ষম নই। একটি হল জিহাদ। কারণ, আমি মুসলমানদের নিকট শুনেছি, যে ব্যক্তি জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে গেল (পলায়ন করল) সে আল্লাহ'র গজবকেই হাতছানি দিল। আমি আশংকা করছি, পাছে এমন হয় যে, জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে আমি মৃত্যুর ভয় পেয়ে যাব এবং মন ঘাবড়ে যাবে আর আমি ময়দান থেকে জান নিয়ে পালিয়ে আসব। (তার চেয়ে বরং জিহাদে না যাওয়া-ই শ্রেয় মনে করি)। দ্বিতীয়টি হল যাকাত। কারণ, আমার কাছে কয়েকটি বকরী আর সামান্য সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই। এ দিয়েই আমি পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করে থাকি।

এ কথার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বললেন—

‘জিহাদও করবে না, সদকাও দিবে না, তাহলে জান্নাতে যাবে কি করে?’

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা-ই যদি হয়, তা হলে আমি সব শর্ত মেনে নিয়ে আপনার হাতে বায়‘আত নিচ্ছি। তারপর আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়‘আত নিলাম। - তাফসীরে ইবনে কাছীর (সংক্ষিপ্ত) খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯৩, মুসনাদে কুবরা, বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২০

তাছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের থেকে মুশরিক ও কাফিরদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখারও বায়‘আত গ্রহণ করতেন।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন লোকদের থেকে বায়‘আত নিচ্ছিলেন। আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার হাতটা এগিয়ে দিন; আমিও আপনার হাতে বায়‘আত হই এবং আপনি আমার প্রতি কিছু শর্ত আরোপ করে দিন। বায়‘আত কিসের উপর হবে, তা আপনিই ভাল জানেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমি তোমার থেকে এই মর্মে বায়‘আত নিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ’র ইবাদত করবে, নামায কয়েম করবে, যাকাত দিবে, মুমিনদের খায়েরখাহী করবে ও মুশরিকদের থেকে দূরে থাকবে।’

- সুনানে বায়হাকী, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৩

মুমিনদের ‘খায়েরখাহী’র অন্যতম কাজ হল জিহাদ। কারণ, মুসলমানদের জান-মালের রক্ষণাবেক্ষণ ও কাফিরদের কবল থেকে তাদের মুক্ত রাখা সবচেয়ে বড় খায়েরখাহী।

কোন কোন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ও কল্যাণকর কাজের উপর বায়‘আত গ্রহণ করতেন। এই দু’ কাজের মধ্যে জিহাদও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, ইসলামের উপর বায়‘আত গ্রহণ করলে তার মধ্যে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান এসে যায়। আর ইসলামের বিধি-বিধানের অন্যতম হল জিহাদ। আর কল্যাণমূলক কাজ বললেও জিহাদ এসে যায়। কারণ, জিহাদ একটি প্রধান কল্যাণকর কাজ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আমাদের মহান পূর্বসূরীদের মধ্যে জিহাদের বায়‘আতের ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত

আজ আমরা এই মহান কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তা‘আলা বায়‘আতের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের প্রভাব দিয়ে রেখেছেন। এ কারণে কোন ব্যাপারে বায়‘আত নেয়ার পর মানুষ নিজের উপর এক জিম্মাদারী অনুভব করে এবং বায়‘আতে কৃত ওয়াদাসমূহ ভঙ্গ করতে ভয় পায়। জিহাদ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। জিহাদের বায়‘আত এ জন্যে নেয়া হত, যাতে মানুষ যত মহাবিপদের-ই সম্মুখীন হোক না কেন, যত বড় সমস্যা-ই সামনে এসে দাঁড়াক না কেন, জিহাদ থেকে বিমুখ হতে না পারে এবং জিহাদের ময়দান থেকে পালাবার সাহস না পায়।

তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার আছে। মানুষ যার হাতে বায়‘আত নেয়, তার প্রতি বিশেষ এক প্রকার ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়, তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে আস্থা ও আগ্রহ অনুভূত হয় এবং তাকে অমান্য করার ব্যাপারে মনে ভয় জাগ্রত হয়। এমতাবস্থায় জিহাদের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ আমলের বায়‘আত করার উপকারিতা হল, আমীরের হাতে জিহাদের বায়‘আত নেয়ার পর তার সঙ্গে বিশেষ এক রকম ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা-মান্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠে, যার ফলে আমীরের আনুগত্য (যা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) করা সহজ হয়ে যায় এবং আমীরের সেই সব সিদ্ধান্তও মনে-প্রাণে বরণ করে নেয়া সহজ হয়ে যায়, যা নিজের কাছে অপছন্দনীয় এবং আমীর যখন যে কাজে, যেখানে বা যে বিভাগে নিয়োজিত করেন, তা অম্লান বদনে মেনে নেয়া যায়। এভাবে বায়‘আতের মাধ্যমে জিহাদে বিরাট এক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি আমীরের সঙ্গে বায়‘আতের সম্পর্ক না থাকে, তাহলে নিজের মনঃপূত না হলে তার পক্ষে আমীরের আনুগত্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আমীর মতের বিরুদ্ধে কোন রায় দিলে ‘তিনিও বেটা আমিও বেটা’ শ্লোগান তুলে আমীরের বিরুদ্ধাচারণে নেমে পড়ে। এভাবে জিহাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু যদি আমীরের হাতে জিহাদের বায়‘আত নিয়ে নেয়া হয়, তাহলে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা তীর নিষ্ক্ষেপ কর

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ
رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَاْمُسِكْ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ
بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟
قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلَّكُمْ

তরজমা : হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে বনু আসলাম গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তারা তখন তীরান্দাজী করছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা তীরান্দাজী করতে থাক। তোমাদের পিতাও (ইসমাইল [আঃ]) তীরান্দাজ ছিলেন। তোমরা তীরান্দাজীর অনুশীলন কর, আমিও অমুক গোত্রের সাথে যোগ দিলাম। সাথে সাথে দু’ দলের একদল হাত গুটিয়ে নিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘কী ব্যাপার, তোমরা তীর ছুঁড়ছ না কেন?’ তারা বলল, আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়ি, অথচ আপনি ওদের দলে! এবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ঠিক আছে, তোমরা তীরান্দাজী করতে থাক, আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি। - বুখারী, খঃ ১, পৃষ্ঠা : ৪০৬

তীরান্দাজী কর হে বনু সাদ! আমার পিতা-মাতা

তোমাদের জন্য কোরবান হোন

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْدِي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

তরজমা : হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সা'দ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিজের পিতা-মাতা কোরবান হওয়ার কথা বলতে শুনিনি। আমি শুনেছি, একদিন তিনি সা'দকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, 'তীর নিক্ষেপ কর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোন।' - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৭

ব্যাখ্যা : এ দু'টো হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তীরান্দাজীর প্রতি আগ্রহ ও ইসলামে তীরান্দাজীর গুরুত্বের কথা অনুমান করা যায়।

তীরান্দাজী এমন একটি সামরিক যোগ্যতা, যা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

‘তোমরা প্রস্তুত কর (কাফিরদের সাথে ^{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا} লড়াই করার জন্য) যা প্রস্তুত করতে পারো- ^{اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ} শক্তি ও ঘোড়া। তা দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে ^{رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ} তোমরা আল্লাহ'র দুশমনকে ও তোমাদের ^{عَدُوًّا لِلَّهِ وَعَدُوًّا لَكُمْ} দুশমনকে। - আনফাল : ৬০

‘শক্তি’র ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং প্রদান করেছেন। হযরত কাতাদা (রাযিঃ)-এর বর্ণনা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশ্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, ‘শুনে রাখ, শক্তি হল নিক্ষেপ করা, শুনে রাখ, শক্তি হল নিক্ষেপ করা, শুনে রাখ, শক্তি হল নিক্ষেপ করা। - মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৩

অর্থাৎ- জিহাদের ময়দানের আসল শক্তি হল নিক্ষেপ করার শক্তি। বর্তমান যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ ঘোষণাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত যে, নিক্ষেপ করার শক্তিই আসল সমরশক্তি। যার মিসাইল রেঞ্জ যত বেশী, যত ধ্বংসাত্মক, সে ততবেশী শক্তিশালী বলে বিবেচিত। হাতাহাতি যুদ্ধের রেওয়াজ তো এ যুগে নেই বললেই চলে। এ যুগে আসল যুদ্ধ তো নিক্ষেপ করার যুদ্ধ।

এমনটি হবে বলেই পবিত্র কুরআন চৌদ্দশত বছর আগেই আদেশ দিয়ে রেখেছে যে, তোমরা যত পার, যুদ্ধ করার শক্তি সঞ্চয় করে রাখ, যাতে তোমাদের দুশমন তোমাদের সমীহ করে চলতে বাধ্য হয় এবং তোমাদের কোন ফাযায়িলে জিহাদ □ ১০৫

ক্ষতি করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও তীরান্দাজীর ব্যাপক প্রচলন ও গুরুত্ব ছিল।

হামযা ইবনে উসাইদ থেকে তার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধে যখন আমরা কুরাইশদের মোকাবেলা করার জন্য সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান এবং তারাও প্রস্তুত, সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, কুরাইশ যদি তোমাদের নিকটে এসে পড়ে, তাহলে তোমরা তীর নিষ্ক্ষেপ শুরু করে দেবে (যাতে তারা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়)। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৬

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু তালহা (রাযিঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'জনের ঢাল ছিল একটি। (এক ঢালে দু'জন আত্মরক্ষা করতেন)। আবু তালহা (রাযিঃ) বিখ্যাত তীরান্দাজ ছিলেন। তিনি যখন তীর ছুঁড়তেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঁচু করে দেখতেন, তীরটা কোথায় গিয়ে বিদ্ধ হল। - বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৬

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : 'আল্লাহ তায়ালা এক তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এক. যে সাওয়াবের কাজে ব্যবহার করার নিয়তে তীর তৈরী করল। দুই. যে ব্যক্তি তীর ছুঁড়ল এবং তিন. যে ব্যক্তি তীরান্দাজকে সহযোগিতা করল। তোমরা তীরান্দাজী কর, ঘোড়সওয়ারী কর। আমার কাছে তোমাদের তীরান্দাজী ঘোড়সওয়ারী অপেক্ষা বেশী প্রিয়। যে ব্যক্তি তিরান্দাজী শিখে পরে তার অনুশীলন ছেড়ে দিল, তবে নিশ্চয় সে একটি নেয়ামতকে ছেড়ে দিল কিংবা (তিনি বলেছেন) সে নেয়ামতের না-শুকরী করল।'

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০০, আবু দাউদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৭

হযরত ওকবা ইবনে আমির (রাযিঃ) একদিন তীরান্দাজীর অনুশীলন করছিলেন। দেখে ফাকিম আল লাখমী তাকে বললেন, বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই কষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন কি? জবাবে ইবনে আমির (রাঃ) বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে একটি হাদীস না শুনতাম, তাহলে এ পরিশ্রমটা করতাম না (এ যে কষ্টকর, তা আমিও বুঝি)।

হারিছ বলেন, আমি ইবনে শামাছকে জিজ্ঞেস করলাম, সেটি কোন্ হাদীস? তিনি বললেন, হাদীসটি হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তীরান্দাজী শিখল এবং পরে তার চর্চা ছেড়ে দিল, সে আমার উম্মত নয়। কিংবা (বলেছেন) সে নাকরমাতী করল।’ – মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৩

হযরত ওকবা ইবনে আমির (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : ‘অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে দেশের পর দেশ জয় হবে এবং তোমরা আল্লাহ’র অশেষ সাহায্য লাভ করবে। কাজেই তোমরা তীর চালনার অনুশীলন ত্যাগ কর না।

– মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৩

হযরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা তীরান্দাজীকে বাধ্যতামূলক করে নাও। কারণ, এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কিংবা (তিনি বলেছেন) এটি তোমাদের শ্রেষ্ঠ খেলা।

– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব

আতা ইবনে আবু রিবাহ বলেন, একদিন আমি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও জাবির ইবনে ওমর আল-আনসারীকে দেখলাম যে, তারা তীরান্দাজী করছে। দু’জনের একজন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে অপরজন বললেন, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যেসব কাজে আল্লাহ’র জিকির থাকে না, সেসব বেহুদা কাজ বলে গণ্য হয়। তবে তিনটি কাজ এর ব্যতিক্রম। তীরের নিশানার মধ্য দিয়ে চলাচল করা (অর্থাৎ তীরান্দাজীর অনুশীলন করা), ঘোড়া পালন করা, স্ত্রীর সাথে ফূর্তি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।’

– আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০২

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ভালভাবে একটি তীর নিক্ষেপ করল (অর্থাৎ- তীর ছুঁড়ে দুশমন পর্যন্ত পৌঁছাল) বিনিময়ে সে জান্নাতে একটি মর্যাদা লাভ করবে।’ আমর ইবনে আবাসা বলেন, একথা শুনে আমি সেদিনই উত্তমরূপে ষোলটি তীর নিক্ষেপ করলাম।

– নাসায়ী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০২

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ’র পথে একটি তীর ছুঁড়ল, সে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ করল।

– নাসায়ী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০২

শারজীল ইবনুস সাম্ত কা'ব ইবনে মুররা (রাযিঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আপনি আমাকে সাবধানতার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস শোনান। (সাবধানতা মানে, যেন তাতে যোগ-বিয়োগ বা ভুলত্রুটি না থাকে) জবাবে হযরত কা'ব ইবনে মুররা (রাযিঃ) বললেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুশমন পর্যন্ত একটি তীর পৌছাল, তার এই আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তার একটি স্তর বুলন্দ করে দেবেন।' শুনে ইবনে নাহাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে স্তরের পরিধি কতটুকু হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতের ঘরের স্তর তোমার ঘরের স্তরের মত নয় বরং দু'টি স্তরের মাঝে দূরত্ব হবে একশত বছরের পথ।'।

- নাসায়ী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮; আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৩

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে একটি তীর নিক্ষেপ করল, তার নিক্ষিপ্ত তীরটি দুশমন পর্যন্ত পৌছুক বা না পৌছুক, সে একটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করল, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।'।

- নাসায়ী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫৮

হযরত ওকবা ইবনে আব্দুস সালামী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাদের বললেন, 'তোমরা ওঠ, দুশমনের সঙ্গে লড়াই কর।' একথা শুনে একজন তীর নিক্ষেপ করলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'লোকটি নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করিয়ে নিল'।

- আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৪

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে একটি তীর ছুঁড়ল, কিয়ামতের দিন সে নূর লাভ করবে।'।

- আত-তারগীব, ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৪

আবু আমর আনসারী একজন বদরী সাহাবী। আকাবার অবরোধে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়'আত করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া তার সম্পর্কে বলেন, আমি একবার তাকে যুদ্ধের ময়দানে দেখলাম, তিনি রোযা রাখা অবস্থায় আছেন। পিপাসায় তিনি নিদারুণ কাতর হয়ে

পড়েছেন। এমনি অবস্থায় তিনি তার গোলামকে বললেন, আমাকে ঢালটা দাও। দু'জন গোলাম তার প্রতি ঢাল এগিয়ে দিল। ঢালটা নিয়ে এই দুর্বল শরীরে তিনি দুশমনের প্রতি তীর ছুঁড়লেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ'র পথে তীর বর্ষণ করল, তীর দুশমন পর্যন্ত পৌঁছুক বা না পৌঁছুক, কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর থাকবে।' হযরত আবু-আমর আনসারী সে যুদ্ধেই সেদিন মাগরিবের পূর্বক্ষণে শহীদ হয়ে যান।

— আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪০৫

সুবহানাল্লাহ! একজন দুর্বল, বৃদ্ধ মানুষ। রোযা রেখেছেন। পিপাসায় কাতর। তারপরও তিনি এ অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে শত্রুর গায়ে তীর ছুঁড়ছেন! তারপর যুদ্ধ করতে করতে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে শহীদ হয়ে গেলেন! ইস! কত বড় ঈমানদার! কত বড় সৌভাগ্য! ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে দুশমনের গায়ে বন্দুক, তোপ ও খঞ্জর দ্বারা আঘাত করে মুসলমানদের আজো সেইসব সাওয়াব-ফযীলত অর্জন করার সুযোগ আছে, যেসব ফযীলতের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরান্দাজীর ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন।

মসজিদে নেযাবাজির অনুশীলন

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ
عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ
يُلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ
فَأَهْوَى إِلَى الْحِصْيِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعُهُمْ يَا عُمَرُ زَادَ عَلِيٌّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي الْمَسْجِدِ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবশার
কিছু লোক একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে ছোট
নেয়ার মহড়া দিচ্ছিল। অপর এক বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মহড়াটি
হচ্ছিল মসজিদে নববীতে। এমন সময়ে এসে প্রবেশ করলেন হযরত ওমর
(রাযিঃ)। দেখেই তিনি কতগুলো কংকর হাতে নিয়ে তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারেন।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ‘ওমর! ওরা যা করছে,
করতে দাও।’

– বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৬

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি কিতাবুল জিহাদে উদ্ধৃত করেছেন। জিহাদের সঙ্গে
এর সম্পর্ক সুস্পষ্ট। নেযাবাজি জিহাদে কাজে আসে। আর জিহাদ, জিহাদের
প্রশিক্ষণ-অনুশীলন যেহেতু ইবাদত, তাই এসব মসজিদে করার অনুমতি আছে।

ব্যাখ্যা : হতে পারে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে দেখেননি এবং এসব কাজ যে মসজিদেও করা যায়, তা তিনি
জানতেন না। তাই অনুশীলনকারীদের তিনি বাঁধা দিয়ে বসলেন। কিংবা তিনি
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু ভাবলেন, তিনি
তাদের বারণ করতে লজ্জাবোধ করছেন। তাই তিনি নিজে তাদেরকে বারণ
করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযিঃ)-কে
নিরস্ত করলেন এবং নেযাবাজীর অনুশীলন অব্যাহত রাখলেন।

হায়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের ন্যায় আমাদের
এ যুগেও যদি পাড়ায়, পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, মসজিদে-মসজিদে,
মাদ্রাসায়-মাদ্রাসায় তীরান্দাজী, নেযাবাজীর প্রশিক্ষণ-মহড়া-অনুশীলন হত! হায়!
আমরা মুসলমানরা যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে বীর যোদ্ধা হতে পারতাম! হায়!
আমরা যদি মুজাহিদ হয়ে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও মুসলমানদের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত করতে পারতাম! পারতাম যদি
আল্লাহ’র জমীনে আল্লাহ’র দীন প্রতিষ্ঠা করতে!

জিহাদের জন্য অস্ত্র ক্রয় করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يَوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তরজমা : হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা বনী নায়ীর এর যাবতীয় সম্পদ ‘ফায়’ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছিলেন। এসব সম্পদ বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। এ সম্পদগুলো এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। তা থেকে নিজ স্ত্রীদের বার্ষিক খরচাদি প্রদান করতেন এবং অবশিষ্টগুলো আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করার প্রস্তুতিস্বরূপ অস্ত্র ও ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন।

- বুখারী, খণ্ডঃ ১, পৃষ্ঠাঃ ৪০৭

জিহাদে জঙ্গী টুপি ব্যবহার করা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَسْرَتِ رَبَاعِيَّتِهِ وَهَشَمَتِ الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلَى يَمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَرْتَدُّ إِلَّا كَثُرَتْ أَخَذَتْ حَصِيرًا فَاحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رِمَادًا، ثُمَّ الزَّقَتَهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمَ

তরজমা : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাযিঃ)-কে অহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জখম হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখমন্ডল জখম হয়েছিল, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং জঙ্গী টুপির কড়া মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। ফাতেমা (রাযিঃ) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর আলী (রাযিঃ) পানি ঢালছিলেন। কিন্তু ফাতেমা দেখতে পেলেন যে, রক্তক্ষরণ আরো বাড়ছে। তখন তিনি আশুন দ্বারা চাটাই পুড়ে ভস্ম করে জখমের উপর ছাই ছিটিয়ে দেন। এবার রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠাঃ ৪০৮

জিহাদে বর্ম ব্যবহার করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ - اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ - فَاخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَحْحَحْتُ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: سَيَهْزُمُ الْجَمْعُ وَيَوْتُونَ الدَّبْرَ - بَلِ السَّاعَةُ مُوعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

তরজমা : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের দিন একটি তাঁবুতে বসে দু'আ করছিলেন। দু'আয় তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার ওয়াদার দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি। আপনি যদি চান, আজকের পর এই জগতে আপনার ইবাদত না হোক (অর্থাৎ কান্ফিরদের হাতে পরাজিত হয়ে মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাক.....) তাহলে.....। এতটুকু বলা মাত্র হযরত আবু বকর (রাযিঃ) নবীজীর হাত দু'টো চেপে ধরে বললেন, আর নয় হে আল্লাহ'র রাসূল! আপনি আপনার রব-এর সমীপে কান্নাকাটি অনেক করলেন! আর দরকার নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময়ে বর্মপরিহিত ছিলেন। উঠে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন-

سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُونَ الذَّبْرَ بِلِ السَّاعَةِ مُوعِدِهِمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ

এ দল শীঘ্র পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। অধিকন্তু কিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত সময় আর কিয়ামত কঠিনতর ও তিক্ততর।

- কামার : ৪৫-৪৬; বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪০৮

ব্যাখ্যা : এই মূল্যবান হাদীসগুলো থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহাদের সঙ্গে হৃদয়িক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই জিহাদের ব্যাপারে দু’টি কাজ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাহল, আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

তুমি আল্লাহ’র পথে যুদ্ধ কর। فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
তোমাকে শুধু তোমার নিজের ব্যাপারেই لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضَ
জবাবদিহি করতে হবে। আর তুমি الْمُؤْمِنِينَ
মুমিনদের উদ্বুদ্ধ কর। - নিসা : ৮৪

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজে যুদ্ধ করার এবং মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করার দু’টি আদেশ প্রদান করেছেন। আদেশ দু’টি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে পালন করেছেন, যা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। প্রথম আদেশ পালনার্থে নিজে সাতাশবার যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়েছিলেন এবং মারাত্মকভাবে জখমও হয়েছিলেন। কোন কোন ময়দানে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সঙ্গীরা বাহ্যতঃ পলায়ন করতে বাধ্য হয়, তখনও তিনি বুকটান করে ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধের কঠিন সফরে বের হন, তখন তাঁর বয়স বাষট্টি বছর। খন্দকের যুদ্ধে মুশরিকদের দীর্ঘ অবরোধের সময় ক্ষুধার জ্বালায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটে দু’ দু’টি পাথর বেঁধে ছিলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে পরিখা খনন করেছিলেন।

খন্দকের এই কঠিন যুদ্ধ থেকে অবসর হওয়া মাত্র ইহুদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ আসে। তৎক্ষণাৎ তিনি বনু কুরায়জা অভিমুখে রওনা হন এবং পনেরদিন পর্যন্ত দুশমনকে অবরোধ করে রাখেন।

খায়বর-এর এই দীর্ঘ লড়াই এবং তায়েফের ঘোরতর যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সেনাপতিত্ব করেন এবং হাওয়াজেন-ছাকীফ জয়ও ফাযায়িলে জিহাদ □ ১১৩

তাঁরই অধিনায়কত্বে সম্পন্ন হয়। এসব যুদ্ধে তিনি নিজ হাতে গনীমত বন্টন করেন। তারপর এক সময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল, নিজে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি মক্কা জয় করে নিলেন।

সবগুলো যুদ্ধে লড়াই চলাকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের মুখোমুখি অবস্থান করেন, সঙ্গীদের সাহস দিতে ও জিহাদের নির্দেশনা দিতে থাকেন।

অহদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন এক চাচা হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর খন্ডিত দেহও প্রত্যক্ষ করেন। চোখে দেখেন প্রিয় সাহাবীদের সত্তরটি লাশ। সাহাবীদেরকে তিনি পালকপুত্র ও চাচাতো ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ শোনান কান্নাজড়িত কণ্ঠে। তবু জিহাদ থেকে এক পা সরে যাননি তিনি। মদীনায অবস্থানকালীন সময়ে এমন দু'টি মাস তাঁর অতিবাহিত হয়নি, যে দু'মাসে একবারও তাকে নিজের জিহাদে বেরিয়ে পড়তে হয়নি কিংবা সাহাবীদেরকে কোন না কোন অভিযানে প্রেরণ করতে হয়নি।

ময়দানে উপস্থিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করা থেকে শুরু করে সঙ্গীদের সেবা করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজে অংশগ্রহণ করতেন। নিজে হাজির না হয়ে যখন সাহাবীদের অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন তিনি যতদূর সম্ভব এগিয়ে গিয়ে তাদের বিদায় করে আসতেন এবং বাহিনী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সমরকুশলী ছিলেন যে, দুশমনের বড় বড় পরিকল্পনাও তার কৌশলের কাছে হার মানতে বাধ্য হত। শুধু জিহাদই নয়— শাহাদাতের প্রতিও তিনি এত আগ্রহী ছিলেন যে, বার বার তিনি শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন। পরিবার-পরিজনকে যৎসামান্য খোরপোষ দিয়ে তিনি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করতেন। এ কারণেই মাত্র অল্প ক' বছরেই সামরিক শক্তিতে মুসলমানরা এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়ে যায় এবং আরবে-আজমে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসলমানদেরকে কায়সার ও কেসরার ন্যায় বৃহৎ শক্তির সঙ্গে লড়াই করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে যান এবং এসব এলাকা বিজিত হওয়ার সংবাদ শুনিye যান। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামী নৌ-বহরের ভিত্তি স্থাপন করে যান, যা পরবর্তীতে ইসলামের এক বিরাট শক্তি

বলে প্রমাণিত হয়। এই নৌ-বহরের প্রথম বাহিনীটির জন্য তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে যান।

সামরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বিজাতির নিকট পর্যন্ত প্রেরণ করতেন। মিনজানীক চালনার প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য তিনি দু'জন সাহাবীকে অমুসলিমদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। ভাষণের মাধ্যমে তিনি সাহাবীদের মধ্যে এমন জিহাদী জয়্বা সৃষ্টি করেছিলেন যে, তারা নিশ্চিত্তে ঘরে বসে থাকতে পারতেন না। নবীজীর প্রচেষ্টায় জিহাদই হয়ে উঠেছিল তাদের সবচে' প্রিয়তম আমল। শাহাদাতের মৃত্যুকে তারা এত ভালবাসতেন যে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুবরণ করাকে তারা অপমানজনক মনে করতেন। মহান সেনাপতির প্রতিটি বক্তব্যকে বুকে সংরক্ষিত করেই তারা সিরিয়া, ফিলিস্তীন, কায়সার ও কেসরার বিজেতায় পরিণত হয়েছিলেন। পৃথিবীর সুপার পাওয়ারগুলো অসহায় হয়ে পড়েছিল তাদের অবস্থানের সামনে। জায়শে মোহাম্মদের এই জানবাজ সৈন্যরা দেহে প্রাণ আর শিরায় রক্তপ্রবাহ থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ। তাঁর এই বীরত্ব পরিপূর্ণরূপে বিস্তার লাভ করেছিল সাহাবা কিরামের দেহ-মনে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। আমরা তাঁর উম্মত-ওয়ারাছাতুল আঘিয়া। এ সুবাদে দু'টি কাজ আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এক. নিজে আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করা। দুই. মুসলমানদেরকে এই মোবারক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত করা।

সৌহাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের এ দু'টি নির্দেশকে পুনর্জীবিত করে দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়ারী হাসিল করে।

যুদ্ধ করার নির্দেশ

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

তরজমা : হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই, সে আমার থেকে নিজেকে ও তার সম্পদকে রক্ষা করে নিল। তবে ইসলামের হক হলে তা ভিন্ন কথা (অর্থাৎ- ঈমান আনয়নের পরও যদি কেউ এমন কোন অন্যায় করে ফেলে, ইসলামের আইনে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিংবা অর্থদণ্ড, তাহলে এক্ষেত্রে তাকে যথাযথ শাস্তিভোগ করতে হবে। মুসলমান হওয়ার কারণে সে এই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না)। তার হিসাব আল্লাহ'র যিম্মায়।

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠাঃ ৪১৪

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, জিহাদ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে নাযিল করা একটি বিধান। আর এই বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এক আল্লাহ'র দাসত্বের স্বীকৃতি না দেবে। অর্থাৎ- যতক্ষণ না মানুষ কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাবে কিংবা কালেমায় বিশ্বাসীদের আনুগত্য মেনে নেবে। এ হাদীস দ্বারা এ-ও বুঝা গেল যে, মুসলমানদের কালেমাওয়ালা দাওয়াতের পেছনে সামরিক শক্তি কার্যকর। অর্থাৎ- মুসলমান যাকেই কালেমার তথা ঈমানের দাওয়াত প্রদান করবে, সেই দাওয়াতের পেছনে সামরিক শক্তিকেও সঙ্গে রাখতে হবে, যাতে কেউ যদি ঈমানের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং ঈমানদারদের আনুগত্যও মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে তার সমাধান করা যায়। কারণ, এমনটা হতে পারে না যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতেও অস্বীকার করবে, জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্যে বসবাস করতেও রাজি হবে না, তারপরও তারা শান্তিতে-নিরাপদে দেশ শাসন করতে থাকবে এবং মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হবে। এ কারণেই জিহাদের বিধান

দেয়া হয়েছে, যাতে এরূপ অবাধ্য গোষ্ঠীর শায়েস্তাও করা যায়, ইসলামের দাওয়াতও প্রসার লাভ করতে থাকে এবং ইসলামের দাওয়াত কোথাও বাধাগ্রস্ত না হয়। সাহাবা কেরাম যখনই দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন ও শাসকবর্গকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন, তখন তারা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক তার আখেরী নবীর দাওয়াতকে এতো দুর্বল করেননি যে, তোমরা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলে আমরা নীরবে ফিরে যাব। বরং আল্লাহ পাকের এই জীবন বিধান পৃথিবীর কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ার এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। কাজেই পথে যতই প্রতিবন্ধক আসুক না কেন, আমরা তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এই দাওয়াতের মিশন নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাব। এ মর্মে বুখারী শরীফের একটি হাদীস নিম্নরূপ—

হযরত জুবাইর ইবনে আয়্যাহ (রহঃ) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) একবার আমাদেরকে (জিহাদে প্রেরণ করার জন্য) তলব করলেন এবং নুমান ইবনে মুকরিম (রাযিঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করলেন। আমরা যখন শূত্র এলাকার নিকটে পৌঁছলাম, তখন কেসরার গভর্নর চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। উভয় দল মুখোমুখি হলে তাদের প্রতিনিধি এসে বলল, সে আমাদের সাথে কথা বলতে চায়। হযরত মুগীরা বিন শো'বা বললেন, তোমরা যা জিজ্ঞেস করার করতে পার। লোকটি বলল, 'আচ্ছা, তোমরা কারা?' মুগীরা (রাযিঃ) বললেন, 'আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা কঠিন বিপদাপদে নিপতিত ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা পশুর চামড়া, পশম ইত্যাদি চুষে খেতাম। কাপড়ের অভাবে আমরা পশুর পশম দিয়ে পোশাক বানিয়ে পরিধান করতাম। এমনি পরিস্থিতিতে আসমান-জমিনের রব আমাদের জন্য আমাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণ করেন। আমরা তার পিতৃপরিচয় জানি। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। আমাদের সেই নবী আল্লাহ'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা তোমাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ'র ইবাদত করতে শুরু করবে কিংবা ক্ষমতা ছেড়ে আমাদের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া দিয়ে বসবাস করতে রাজি হবে। আমাদের নবী আমাদেরকে একথা বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ'র বাণী সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আমাদের যারা যুদ্ধ করতে করতে নিহত হয়ে যাবে,

তারা জান্নাতে এমন সব নেয়ামত লাভ করবে, যা পূর্বে সে কখনও দেখেনি। আর যারা বেঁচে থাকবে, তারা তোমাদের ঘাড়ের মালিক হবে (অর্থাৎ- বিজয় অর্জন করে তারা তোমাদের শাসক হবে)।’

- বুখারী, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠাঃ ৪৪৬

ইসলামের ঈমানের দাওয়াতের পেছনে সমরশক্তি কার্যকর থাকা পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

তোমরা মানুষের জন্য প্রেরিত সব উম্মতের শ্রেষ্ঠ। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দান করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ’র প্রতি ঈমান রাখবে।

- আলে ইমরান : ১১০

উম্মতের সর্বাপেক্ষা বড় মুফাসসির বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন-

تَأْمُرُونَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَقْرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَتَقَاتِلُونَهُمْ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اعْظُمَ الْمَعْرُوفِ وَالْتَكْذِيبُ هُوَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ- তোমরা মানুষকে নির্দেশ দেবে, যেন তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা স্বীকার করে এবং এ বিষয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করে। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হল সর্বাপেক্ষা বড় মারুফ (সৎকর্ম) আর আল্লাহকে অস্বীকার করা হচ্ছে বড় মুনকার (অপকর্ম)।

- তাফসীরে কাবীর, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠাঃ ১৮০

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঈমান আনয়ন করা, সৎ কাজের আদেশ দান ও অন্যায় থেকে বিরত রাখা- এই তিনটি কাজ তো আগেকার উম্মতদের মধ্যেও ছিল। অথচ এই তিনটি বিষয়কে আলোচ্য আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর হেতু কি? ইমাম কাফফাল (রাহঃ) এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দিয়েছেন-

‘উম্মতে মোহাম্মদিয়ার অন্যসব উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল, এই উম্মত ‘আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার’ এর বড় স্তর তথা জিহাদের আমল করে থাকে। কেননা ‘আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার’ কখনও অন্তর দ্বারা হয়ে থাকে, কখনও হয় হাত ও যবান দ্বারা। কিন্তু এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্তর হল কিতাল বা যুদ্ধ। কারণ, জিহাদে একজন মানুষ নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করে। আর সর্বাপেক্ষা বড় মারুফ হচ্ছে দ্বীনে হক বা তাওহীদ-রিসালাতের উপর ঈমান। সবচেয়ে বড় মুনকার হচ্ছে আল্লাহ’র দ্বীনকে অস্বীকার করা। তো জিহাদের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর বস্তু কুফর থেকে রক্ষা করা হয়, যাতে মানুষ সবচেয়ে বড় কল্যাণ দ্বীন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে। কাজেই জিহাদ হল সবচেয়ে বড় ও মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদত। আর আমাদের শরীয়ত তথা শরীয়তে মোহাম্মাদিয়ায় যখন অন্যান্য শরীয়ত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হল, কাজেই এটি অবশ্যই অন্যসব উম্মতের উপর উম্মতে মোহাম্মাদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে বিবেচিত।

– তাফসীরে কারীর, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৮০

ইমাম কাফফাল (রহঃ)-এর এই সারগর্ভ ব্যাখ্যার সারমর্ম হল, শুধু ‘আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার’-ই এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু নয়। কারণ এ দু’টি বিষয় আগেকার উম্মতদের মধ্যেও কোন না কোন পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। উম্মতে মোহাম্মদিয়ার অন্য সব উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল ‘আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার’-এর সর্বোচ্চ স্তর ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’। কেননা, সবচেয়ে বড় মারুফ হল ঈমান আর সবচেয়ে বড় মুনকার হল কুফর। তো সবচেয়ে বড় মারুফ ঈমানের দাওয়াতে প্রাণসম্পর্কিত হয় জিহাদের মাধ্যমে আবার সবচেয়ে বড় মুনকার কুফর-এর কোমরও ভাঙ্গে জিহাদের মাধ্যমে। তাই উম্মতে মোহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’।

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কিতালও তো পূর্বেকার উম্মতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কাফফাল (রহঃ)-এর ভাষায় তার জবাব হল, ‘ছিল বটে; তবে শরীয়তে মোহাম্মদিয়ার ন্যায় এত ব্যাপক ও এত গুরুত্বের সাথে ছিল না। জিহাদ-কিতাল এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান হওয়া শরীয়তে মোহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া পূর্বেকার উম্মতদের মধ্যে জিহাদ-কিতালের বিধান ছিল বটে;

কিন্তু যে পরিমাণ জিহাদ এ উম্মত ও তার নবী করেছেন, তত পরিমাণ পূর্বেকার উম্মতসমূহ ও তাদের নবীগণ করেননি। এ উম্মতের জিহাদ তো কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা হয়েছে। এমনকি এ উম্মতের সর্বশেষ জিহাদ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে।

ইমাম কাফফাল (রহঃ) এ-ও প্রমাণ করেছেন যে, যেহেতু জিহাদের মাধ্যমে মানুষের বড় স্বার্থ ঈমানের সংরক্ষণ হয় এবং বড় ক্ষতিকর বস্তু কুফরের অবসান ঘটে, সেহেতু জিহাদ মুসলমানের সব ইবাদতের বড় ইবাদত। এই ফযীলতপূর্ণ ইবাদত যে উম্মতের মধ্যে যত বেশী পাওয়া যাবে, সে উম্মত তত অধিক শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। আর আমাদের উম্মতে মোহাম্মদিয়ায় জিহাদের বিধান ও বাস্তবতা আর সব উম্মতের অপেক্ষা বেশী ব্যাপক ও অধিক কার্যকর; তাই এ উম্মত অন্যসব উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জীবিকা নেজার ছায়ার নীচে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ رُمَحِي وَجُعِلَ الذَّلَّةُ
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

তরজমা : হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘আমার জীবিকা আমার নেজার ছায়ার নীচে রাখা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমার শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে অপমান ও অধঃপতন।’

— বুখারী, পৃষ্ঠা : ৪০৮

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নেজার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহপাক নবী কারীম (সাঃ)-এর জীবনোপকরণের উপায় নেজা তথা জিহাদকে সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে কোন কোন মুহাদিস অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষের উপার্জনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপার্জন হল গনীমতের সম্পদ। আলোচ্য হাদীস থেকে এ-ও জানা গেছে যে, আল্লাহপাক এ উম্মতের জন্য মালে গনীমতকে হালাল করেছেন। হাদীসে ইসলামী শরীয়ার বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য যে অপমানের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিযিয়া।

— ফতহুলবারী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১৬

জিহাদের অনেক প্রকার অস্ত্র-উপকরণ আছে। আলোচ্য হাদীসে শুধু নেজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তার কারণ হল, সাধারণতঃ জিহাদে পতাকা নেজার মাথায় বেঁধে উড়ানো হত। সে কারণে বিশেষ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে হাদীসে শুধু নেজার কথা বলা হয়েছে। আর ‘জীবিকা নেজার ছায়ার নীচে’ এর অর্থ মালে গনীমত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক মালে গনীমতকে ‘পবিত্র সম্পদ’ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন—

اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ
يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

স্মরণ কর সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প, দেশে পড়েছিলে পরাজিত অবস্থায়। তোমরা শংকিত ছিলে, মানুষ (কাফিররা) তোমাদেরকে ছেঁ

মেয়ে ধরে নিয়ে যায় কিনা। সে অবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তি দান করেছেন এবং তোমাদের পবিত্র জীবিকা দান করেছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় কর। - আনফাল : ১২৬

তাফসীরে জালালাইনে আলোচ্য আয়াতের ‘তায্যেব’ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে মালে গনীমত।

- জালালাইন, পৃষ্ঠা : ১৮৯

শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাক্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

‘সংখ্যার স্বল্পতা ও দুর্বলতার অজুহাত দেখিয়ে আল্লাহ’র হুকুম (জিহাদ) পালন করায় অলসতা কর না। হিজরতের আগে এমনকি পরেও তোমাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। উপায়-উপকরণও ছিল কম। তোমাদের দুর্বলতার সুযোগে কাফিররা তোমাদেরকে গিলে হজম করে ফেলতে চাইছিল। তোমাদের মনে সবসময় এই ভয় বিরাজ করত যে, ইসলামের দূশমনরা যে কোন মুহূর্তে তোমাদেরকে ছোঁ মেয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে মদীনায় নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে নজিরবিহীন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন। তারপর বদর যুদ্ধে প্রকাশ্য গায়েবী সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে বিজয়ী করেছেন। কাফিরদের মূল উপড়ে দিয়েছেন। মালে গনীমত ও মুক্তিপণ দান করেছেন অতিরিক্ত। মোটকথা, আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা ও নানা প্রকার নেয়ামত দান করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় কর।

- তাফসীরে ওসমানী : ৩১২

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আমাকে এমন পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বের কোন নবীকে দান করা হয়নি। এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য মালে গনীমত হালাল করা হয়েছে, যা আমার আগেকার কোন নবীর জন্য হালাল ছিল না। আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে নামাযের স্থান ও পবিত্রতা অর্জন করার উপকরণ বানানো হয়েছে। আমার যে কোন উম্মত নামাযের সময় হলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় নামায আদায় করে নিতে পারে। আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। আর পূর্বেকার প্রত্যেক নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল নিজ নিজ জাতি ও এলাকার জন্য; কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানবতার জন্য।’

- মুসলিম, বুখারী, সুনানে কুবরা ও বায়হাকী

যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্বীন ইসলামকে অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার হিদায়াত, তথা দিক-নির্দেশনার জন্য নাযিল করেছেন, সেহেতু যারা ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, ইসলামে তাদের জন্য এমন সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে দুশমনের কোমর ভেঙ্গে যায়। সেই ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে একটি হল গনীমতে প্রাপ্ত সম্পদ হালাল হওয়া যে, এর মাধ্যমে কাফিরদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যাবে, সম্পদের মাধ্যমে তাদের মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং জাগতিক সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের ফাঁদে ফেলে মানবতাকে ইসলাম থেকে দূরে রাখার পথ বন্ধ হবে।

মানুষের সৃষ্টি ও স্বভাবগত চরিত্রের কারণে জাতিসমূহের বিপথগামিতার অন্যতম কারণ হল সম্পদ, যার বাহ্যিক জৌলুসের ফাঁদে আটকে লক্ষ-কোটি মানুষ গোমরাহ হয়ে গেছে। তারা নবীদের (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এমনকি আল্লাহ'র নৈট্যক্যপ্রাপ্ত সেই বান্দাদের হত্যা করতে পর্যন্ত তারা কুণ্ঠিত হয়নি। সেই বিত্তশালী কাফেররা তাদের সম্পদের ফাঁদে মানুষকে নবীদের (আঃ) শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। সে কারণেই মুসা (আঃ) ফেরাউনদের সম্পদ ধ্বংসের জন্য দু'আ করেছিল। পবিত্র কুরআনে যা নিম্নবর্ণিত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে—

হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউনদের
ধন-সম্পদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দাও
এবং তাদের অন্তরসমূহকে পাষাণ করে
দাও।

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ
وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ

— ইউনুস, পৃষ্ঠা : ৮৮

অর্থাৎ— ফেরাউন ও তার অনুসারীরা ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসিতার ফাঁদে আটকিয়ে মানুষকে আল্লাহ'র পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাই হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ'র নিকট দু'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।

সম্পদের এই বৈশিষ্ট্য এবং কাফেরদের এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলাম গোড়া থেকেই তার প্রতিকার করে দিয়েছে এবং মালে গনীমতকে হালাল করে তাকে 'পবিত্র সম্পদ' আখ্যা দিয়ে মুসলমানদের উপর কাফেরদের অর্থনৈতিক বিজয় এবং সম্পদের মাধ্যমে মানবতাকে বিপথগামী করার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সর্বপ্রথম সমরাভিযান আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ফাযায়িলে জিহাদ □ ১২৩

পরিচালিত করেছিলেন। হাদীস ও তাফসীরের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন যে, আবু সুফিয়ান বিশাল এক বাণিজ্য বহর নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কা যাচ্ছে। শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আশা করি, আল্লাহ এ কাফেলাকে তোমাদের জন্য গণীমত বানিয়ে দিবেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান টের পেয়ে সোজা পথ ত্যাগ করে মুসলমানদের এড়িয়ে অন্য পথে মক্কা পৌঁছে যায়। আবু সুফিয়ানের কাফেলার সাহায্যে আগত কুরাইশ বাহিনীর সাথে মুসলমানদের সংঘাত হয়। বদর প্রান্তরে উভয় পক্ষে লড়াই হয়। আল্লাহপাক মুসলমানদের বিজয় দান করেন এবং মক্কার মুশরিকদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মোটকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বের হয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আল্লাহ'র ইচ্ছা ছিল সত্যের বাণীকে সম্মুখ করে— কুফরকে অপদস্ত করা। হয়েছেও তা-ই। আবার মুসলমানরা গণীমতও পেল, সন্তরজন বন্দীও হাতে আসল, মুক্তিপণও হাতে আসল। তারপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য এই পবিত্র সম্পদের দরজা খুলে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় বিপুল গণীমত লাভ করেন এবং তার ওফাতের পর মসজিদে নববীতে রোম-পারস্যের ধন-ভাণ্ডারের স্তূপ পড়ে থাকতে শুরু করে, যা মুসলমানদের মাঝে বন্টিত হত।

এসব গণীমত ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বদৌলতেই মুসলমানরা এক সময় এত স্বচ্ছল হয়ে যায় যে, মানুষ যাকাত আদায় করার জন্য অলিতে-গলিতে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত লোক খুঁজে ফিরত; কিন্তু পেত না।

মালে গণীমত সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস ও বর্ণনা

বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ)-এর বক্তব্য, আমরা হুনাইন যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলাম। দুশমনের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা হল। প্রথমদিকে মুসলমানদের পরাজয় হল। আমি দেখতে পেলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানের বুকের উপর চড়ে বসে আছে। আমি পিছন থেকে লোকটার ঘাড় ও কাঁধের সন্ধিস্থানে তরবারীর আঘাত করি। আঘাতের ফলে লোকটার বর্ম কেটে যায়। মুশরিক মুসলমানকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে

ঝাপটে ধরে এবং এমন এক চাঁপ দেয় যে, মনে হল আমি মরে গেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুশরিক-ই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর আমি তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাই। তারপর আমি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আজ মুসলমানদের এ দশা হল কেন? হযরত ওমর (রাযিঃ) বললেন, যা হয়েছে, আল্লাহর হুকুমে-ই হয়েছে। তারপর মুসলমানরা আবার মোড় ঘুরিয়ে দাঁড়ায় এবং সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করল এবং তার কাছে সাক্ষী আছে, তাহলে নিহত ব্যক্তি থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ হত্যাকারী পাবে।’ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘোষণা শুনে আমি বললাম, এমন কেউ আছ কি যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? এ কথা বলে-ই আমি বসে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার সেই একই ঘোষণা দিলেন। আমি একই কথা বললাম যে, আমার জন্য সাক্ষ্য দেয়ার মত কেউ আছে কি? একথা বলে আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ তৃতীয়বারের মত সেই ঘোষণা দিলেন আর আমিও আমার জন্য সাক্ষ্য দেয়ার মত কেউ আছে কিনা জানতে চাইলাম। কিন্তু কেউ আমার জন্য সাক্ষ্য দিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘ঘটনা কি হে আবু কাতাদাহ!’ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার ঘটনা শুনালাম। শুনে পার্শ্ব থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল, ‘আবু কাতাদাহ ঠিক বলেছে। তার হাতে নিহত মুশরিকের সামান্যতম আমার নিকট আছে। আমার পক্ষ থেকে আপনি তাকে খুশী করে দিন।’ হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন, ‘না, না আল্লাহর কসম! এমন হতে পারে না যে, আল্লাহ’র এক সিংহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে লড়াই করল আর তার হাতে নিহত ব্যক্তির সামান্য তোমাকে দিয়ে দেব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আবু বকর ঠিক বলেছে। আবু কাতাদাহকে তাঁর সামান্য দিয়ে দাও।’ লোকটি আমাকে সামান্যগুলো দিয়ে দেয়। তা দিয়ে আমি বনু সালামার একটি এলাকায় একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি। এটি ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা মুসলমান হওয়ার পর আমি অর্জন করি।

– তাফসীরে মাযহারী, খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৪, তাহাবী, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৬

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হুলাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিককে হত্যা করল, নিহত ফাযায়িলে জিহাদ □ ১২৫

ব্যক্তি থেকে ছিনিয়ে নেয়া সামান্য সে পাবে। হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) সেদিন বিশজন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন এবং তাদের সামান্য-পত্র নিয়ে নেন।

— তাহাবী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৭, মাযহারী, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৫

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া'র বর্ণনা, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেনাপতিত্বে বনু হাওয়ায়েন-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করি। আমি শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলি এবং তার উটটি টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসি। উঠের পিঠে নিহত ব্যক্তির সকল সামান্য ও অস্ত্র-পাতি বোঝাই করা ছিল। সম্মুখ দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন লোকসহ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক ব্যক্তিকে কে হত্যা করেছে?' লোকেরা বলল, 'সালামা ইবনুল আকওয়া'। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে নিহত ব্যক্তির সব সামান্য সালামার'।

— মাযহারী/শরহে মাআনীউল আছার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৭

হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া-ই আরেকটি বর্ণনা, মুশরিকদের এক গুপ্তচর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বসে পড়ে এবং সাহাবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর লোকটি চুপিসারে সটকে পড়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটিকে খুঁজে বের করে হত্যা করে ফেল। আমি তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করে ফেলি এবং তার সামান্যপত্র নিয়ে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সামান্যগুলো আমাকে দিয়ে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনা, এক মুশরিক মুসলমানদেরকে মোকাবেলা করার আহ্বান জানায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জুবায়র (রাযিঃ)-কে মোকাবেলার নির্দেশ দেন। হযরত জুবায়র (রাযিঃ) সারি থেকে বের হয়ে এক আক্রমণে সেই মুশরিককে হত্যা করে ফেলে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সামান্য-পত্র হযরত জুবায়র (রাযিঃ)-কে দিয়ে দেন।

— তাহাবী, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৬

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, বারা ইবনে মালিক পারস্যের এক সৈনিকের মোকাবেলা করেন এবং বর্শার আঘাতে তাকে আহত করে ফেলেন। ফলে লোকটি মারা যায়। তার সামান্য-পত্রের মূল্য আন্দাজ করা

হল। স্থির হল, এই সম্পদের মূল্য ত্রিশ হাজার দীনার। ফজর নামাযের পর হযরত ওমর (রাযিঃ) এসে উপস্থিত হন এবং হযরত আবু তালহা (রাযিঃ)-কে বললেন, আগে আমরা নিহত দুশমনের সামান পাঁচ ভাগ করতাম না। কিন্তু বারা যা কেড়ে এনেছে, তার মূল্য অনেক। আমরা সেগুলো পাঁচ ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনুমান করে তার মূল্য ত্রিশ হাজার স্থির করা হল। আমরা পাঁচ ভাগ করে এক ভাগ- তথা ছয় হাজারের সম্পদ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযিঃ)-কে প্রদান করি। অবশিষ্ট সম্পদ বারাকে দিয়ে দেই। - তাহাবী

মুসলিম ও আবু দাউদ এর বর্ণনা, হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী (রাযিঃ) বলেছেন, যাকে ইবনে হারিছার সঙ্গে আমি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। জটিল ইয়ামেনী ব্যক্তিও আমার সফর সঙ্গী ছিল। রোমান বাহিনীর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা হল। রোমানদের এক সৈনিক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল। ঘোড়াটির জিন এবং তার অস্ত্র ছিল সোনালী বর্ণের। লোকটি তার সহকর্মীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। আমার ইয়ামেনী সঙ্গী তার অপেক্ষায় একটি পাথরের আড়ালে গুঁত পেতে বসে যায়। কিছুক্ষণ পর লোকটি পাথরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলে সে হামলা করে বসে এবং তার ঘোড়ার পা কেটে দেয়। রুমী মাটিতে পড়ে যায়। ইয়ামেনী তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তার ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র হাত করে নেয়। মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের পর সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ইয়ামেনীর হস্তগত মালের এক পঞ্চমাংশ নিয়ে নেন। হযরত আওফ (রাযিঃ) বলেন, আমি খালিদ ইবনে অলীদ এর নিকট গেলাম এবং তাকে বললাম, আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত ব্যক্তির সামান হত্যাকারীর জন্য সাব্যস্ত করেছেন? খালিদ (রাযিঃ) বললেন, হ্যাঁ, জানি। তবে আমি ভাবলাম, এই নিহতের সামান তো অনেক- তাই কিছু নিয়ে নিলাম। আমি বললাম, না, আপনি এগুলো ফিরিয়ে দিন। নতুবা আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তুলব। কিন্তু খালিদ ইবনে অলীদ (রাযিঃ) মালগুলো ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন এবং এগুলোকে সম্মিলিত সম্পদের সঙ্গে জমা দিলেন। পরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তখন আমি বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘খালিদ! তুমি তার থেকে যা নিয়েছ, ফেরত দিয়ে দাও’।

— মাযহারী, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৮, তাহাবী, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৮

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মালে গনীমত পাওয়া না গেলে জিহাদে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা মুজাহিদ প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। বরং বিভিন্ন হাদীসের বক্তব্যে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যে মুজাহিদ গনীমত পেল না, সে গনীমত লাভকারী মুজাহিদ অপেক্ষা বেশী সওয়াব পাবে। কারণ, মুজাহিদের আসল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও আল্লাহ’র জমিনে আল্লাহ’র বিধান প্রতিষ্ঠিত করা। গনীমত তার লক্ষ্য নয়। এতো আল্লাহ পাকের একটি অতিরিক্ত অনুগ্রহ। আসল প্রতিদান তো হবে আখেরাতে। কাজেই কোন মুজাহিদ এই নগদ পুরস্কার না পেলে আখেরাতে তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেয়া হয়। যেমন মুমিনের যেসব দু’আ দুনিয়াতে কবুল হয় না, সেগুলো আখেরাতের সম্পদে পরিণত হয়। মোটকথা গনীমত লাভ করুক বা না করুক উভয় অবস্থায়-ই মুজাহিদের জন্য লাভজনক।

যারা আল্লাহ’র পথে নিবেদিত মুজাহিদ, তাদের সম্পদের বেশীর ভাগই গনীমতের মাল হয়ে থাকে। সে কারণে আল্লাহ তাদের সেই সম্পদে সীমাহীন বরকত দান করে থাকেন, যার বদৌলতে মুজাহিদের সংসারে স্বচ্ছলতা নসীব হয়।

সমাপ্ত



আবাবীল পাবলিকেশন্স